BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1020 ◆ Friday 19 July - Thursday 25 July 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

সহিংস কোটা আন্দোলনের নেপথ্যে

–১৬ পৃষ্ঠায়

আন্দোলনে অশান্ত বাংলাদেশ

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ায় রাজধানী ঢাকা কার্যত: অচল হয়ে পড়েছে। দেশব্যাপী সংঘাত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্র সংগঠগুলো আর পুলিশ নির্দয় আচরন করছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। বুধবার দিনভর সারাদেশে আন্দোলনকারী ও আন্দোলন বিরোধী ছাত্রলীগ বিক্ষোভ করেছে। বিভিন্ন স্থানে সংঘাত সংঘর্ষ ও জ্বালাও পোড়াওয়ের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের গুলিতে অনেক আন্দোলনকারী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মঙ্গলবার নিহত ৬ জনের গায়েবি জানাজাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও রাজপথ। সব মিলিয়ে দেশজুড়ে বিরাজ করছে অশান্ত পরিবেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার উদ্ভুদ্ধ পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন।

বুধবার ঢাবি ভিসি চত্বরে কোটা সংস্কার দাবিতে নিহতদের গায়েবি জানাজা ও মোনাজাত শেষে কফিনসহ মিছিল করতে করতে টিএসসির দিকে যেতে থাকেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের সামনে ও পেছন থেকে সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে পুলিশ। এদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে এক দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির ঘোষণা করে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা। 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সমাজের সমন্বয়ক' হাসনাত আব্দুল্লাহ ফেসবুকে এক পোস্টের মাধ্যমে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

রাত আটটায় তার ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট থেকে পোস্ট করা সেই কর্মসূচির ঘোষণায় বলা হয়, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ওপর পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাব, সোয়াটের ন্যাক্কারজনক হামলা, খুনের প্রতিবাদ, খুনিদের বিচার, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত ও এক দফা দাবিতে ১৮ই জুলাই সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা করছি।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলবে না, --১৬ পৃষ্ঠায়

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ৭৫ বছরের মধ্যে জনসংখ্যার রেকর্ড

পোস্ট ডেস্ক : ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা রেকর্ড অভিবাসনের কারণে ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০২৩-এর মাঝামাঝি ৬ লাখ ১০ হাজার বেড়ে ৬ কোটি ৯০ লাখ হয়। সরকারি তথ্যে দেখা গেছে, এটি ৭৫ বছরের মধ্যে বার্ষিক সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা।

পরিসংখ্যানবিদরা জন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের ভিত্তিতে যাকে 'প্রাকৃতিক' জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলেন ঐ সময় তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪০০ জনে দাঁড়িয়েছিল (যা ১৯৭৮ সালের পর থেকে সবচেয়ে কম), কিন্তু একই সময় অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে ৬ লাখ ২২ হাজার জন; এর আগের ১২ মাসে যা ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ জন ছিল। এ সময় ইংল্যান্ড ও ওয়েলস থেকে অভিবাসীসহ ১৩ হাজার ৮০০ জন আবার স্কটল্যান্ড বা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে চলে যান। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর জানিয়েছে, ১৯৪৮ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জন্মহারে হঠাৎ বৃদ্ধি এবং বিদেশে কর্মরত ব্রিটিশ সামরিক সদস্যরা দেশে ফিরে আসার ফলে জনসংখ্যা ১৫ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২২ সালের মাঝামাঝি পুরো যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৭৬ লাখ। ২০২৩ সালের তথ্য এখনো --১৬ পৃষ্ঠায়

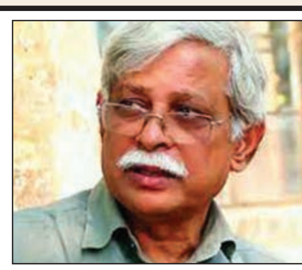

অবাঞ্ছিত জাফর ইকবাল!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কোটা সংস্কার আন্দোলনের সূত্র ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের 'রাজাকার' স্লোগান নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তার নিজহাতে লেখা একটি চিরকুট --১২ পৃষ্ঠায়

টেমস নদীর তীরে অনন্ত রাধিকার ওয়েডিং পার্টি!

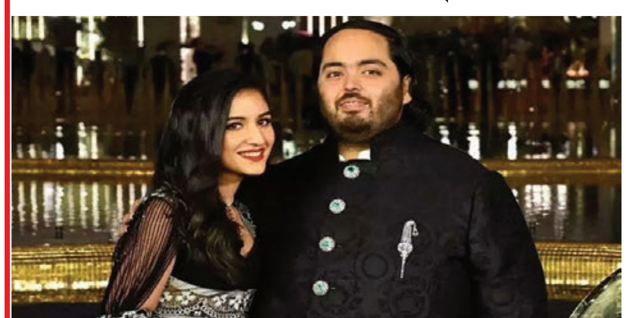

পোস্ট ডেস্ক : শেষ হয়েও, যেন শেষ হয় না। গত ৯ মাস ধরে প্রিওয়েডিং পার্টি, সঙ্গীত, গায়ে হলুদ, এলাহি বিয়ে, রিসেপশনের পরেও অনন্ত-রাধিকার বিয়ের পার্টি চলছে, চলবে। আর তাই মুম্বাইয়ের পর এবার সোজা টেমস নদীর তীরে পৌঁছে গেলেন মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত। --১২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে সিলেট

সিলেট অফিস : সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩০ হাজার পাউন্ড (৪.৫ কোটি টাকা) মানবিক সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে উল্লেখ করা হয়, সিলেটের বন্যা-দুর্গত এলাকায় ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই লাখ ৬০ হাজার লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান বন্যায় এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪.৮ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সিলেটে যুক্তরাজ্যের এ সহায়তা স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কারিতাস --১২ পৃষ্ঠায়

দুবাই রাজকন্যার পোস্টে তোলপাড়

পোস্ট ডেস্ক : প্রকাশ্যে নিজের ইনস্টাগ্রামে স্বামী শেখ মানা বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ বিন মানা আল মাকতুমকে 'ডিভোর্স' দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দুবাই শাসকের কন্যা শেখ মাহরা বিনতে মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে রীতিমত তোলপাড় সৃষ্টি

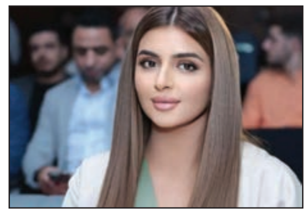

হয়েছে। এই দম্পতির সংসারে তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের দুই মাস অতিবাহিত না হতেই এ ঘোষণা দিলেন শেখ মাহরা।

বুধবার দুবাই রাজকন্যা তার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া ওই পোস্টে লেখেন, 'প্রিয় স্বামী, যেহেতু আপনি অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে ব্যস্ত আছেন, তাই আমি এতদ্বারা --১২ পৃষ্ঠায়

দুই বঙ্গকন্যা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় স্থানঃ বঙ্গবন্ধু লেখক এবং সাংবাদিক ফোরামের আনন্দ উৎসব

দুই বঙ্গকন্যা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়াতে ব্রিটেনের বাঙ্গালী কমিউনিটিতে বইছে আনন্দের বন্যা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হচ্ছে আনন্দ সভা ও মিষ্টি বিতরন। ১২জুলাই শুক্রবার ২০২৪ লন্ডন সময় সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাটাউনের লন্ডনবাংলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় আনন্দসভা মিষ্টি বিতরন। বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের সেক্রেটারী শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আনন্দ সভায় সংগঠনের সদস্য ছাড়াও অংশ নেন বাংলামিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ , রাজনীতবিদ, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা। আনন্দ সভায় অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ডঃ আনসার আহমেদ উল্লাহ, সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, চ্যানেল এস টিভির হেড অব নিউজ কামাল মেহদি, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি শাহেদ রহমান, সাংবাদিক আবু সালেহ মোঃ মাসুম, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলার আহবাব হোসেন, সাংবাদিক মিসবাহ জামাল, সাংবাদিক রোমানা রাখি, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান মুকুল, সাংবাদিক হেফাজুল করিম রাকিব, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, রেদওয়ান খান, জিলু খান, এম এ মুকিত, ড. নূরুন্নবী, শওকত ফরাজি , শফিউল আলম, সাংবাদিক সোহাগ যাদু, বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহ সভাপতি বাতিরুল হক সরদার, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির, কোষাধ্যক্ষ কয়েছ আহমদ রুহেল, সদস্য জামাল আহমদ খান, সদস্য কিটন শিকদার, সদস্য নুরুন্নবী আলী, সদস্য কামরুল আই রাসেল প্রমুখ।

আনন্দ সভায় বক্তারা বলেন এই দুই বঙ্গনারী ব্রিটেনের মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়াতে ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হয়েছে। আমরা আশাবাদি অদুর ভবিষ্যতে হাউজ অব কমন্সে আমাদের কমিউনিটির কোন একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাব সেদিন আর বেশী দূরে নয়। এবাযত হাউজ অব কমন্সে বাংলাদেশী বংশদ্ভোত চারজন এমপি রয়েছেন। এর থেকে টানা পাচ বাবের সাংসদ রোশনারা আলী পেয়েছেন হাউজিং কমিউনিটি এবং লকেল গভর্নমেনেটর মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। অপরজন টানা চার বারের সাংসদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক পেয়েছেন ইকোনমিক সেক্রেটারি টু দ্যা ট্রেজারী এন্ড সিটি মিনিস্টারের দায়িত্ব।

নতুন মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ফোন লাইন

টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী লোকেরা এখন ১১১ নম্বরে কল করে অপশন ২ সিলেক্ট করে মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে সহায়তা পেতে পারেন। ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (ইএলএফটি) এবং উত্তর পূর্ব লন্ডন জুড়ে অংশীদারদের দ্বারা সরবরাহ করা নতুন এই সার্ভিস, সকল বয়সের লোকেদের জন্য দিনে ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে সাত দিন জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের উখঋঞ-এর ক্রাইসিস হাব ভিত্তিক একটি সম্পুর্ণ প্রশিক্ষিত এবং যোগ্য মানসিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দিতে পারে।

যে কেউ অফিস খোলা থাকার সময়ে বাইরে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক, বা যারা আগে এই সার্ভিসের সাথে পরিচিত নন - তাদের ১১১ ন ∢রে যোগাযোগ করা উচিত এবং অপশন ২ নির্বাচন করা উচিত।

আপনি যদি স্ট্রেস, উদ্বেগ বা বাজে মেজাজের অনুভূতি অনুভব করেন, তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য আপনি টাওয়ার হ্যামলেটস টকিং থেরাপিতেও নিজেকে রেফার

স্বাস্থ্য পেশাদার দল দ্বারা এই হেল্পলাইনটি পরিচালনা করা হয়। দলটি ফোনে সংক্ষিপ্ত মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দিতে পারে এবং মূল পরিষেবা এবং সংস্থাগুলিতে অ্যাক্সেস পাওয়ার পরামর্শ দেবে যা করতে পারেন, যা বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে।

আরও তথ্য এবং সহায়তার জন্য, www.towerhamlets.gov.uk/mentalwellbeing দেখুন।

সমাজকর্মী আনসার আহমেদ উল্লাহকে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সংবর্ধনা

সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ সভাপতি জনাব আনসার আহমেদ উল্লাহর সম্প্রতি কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করায় সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনার আয়োজনা করা হয়।

সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি, টাওয়ার হ্যামলেটস্ সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মুস্তাফিজুর রহমানের পরিচালনায় ১৬ জুলাই পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্তোরা হলে অনুষ্ঠিত, অনুষ্টানের শুরুতে হাফিজ জিলু খান কোরআন তেলাওয়াত করেন।

পরবর্তীতে আনসার আহমেদ উল্লাহর কর্মের উপর নোমান আহমেদের নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রর্দশন করা হয়।

আনসার আহমেদ উল্লাহ তার সংবর্ধনা বক্তিতায় বলেন, যদিও তিনি বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস লেখেননি তার থিসিসটি বাঙালির নেতৃত্বাধীন আন্দোলন সম্পর্কে আরও গবেষণার উৎস প্রদান করবে।

প্রধান অতিথি ড: জায়েদুল হাসান তার বক্তব্য বলেন, আনসার আহমেদ উল্লাহ পূর্ব লন্ডনের সংঘটিত ১৯৭০ এর দশকের বাঙালি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন নিয়ে গবেষণায় একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন আগামীতে কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে এই থিসিস উপাদান হিসাবে কাজ করবে।

সংবর্ধণা অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ড: জায়েদুল হাসান, সাবেক কাউন্সিলর ও বর্ণবাদ বিরোধী সংগঠক নূরুদ্দিন আহমেদ, গবেষক ফারুক আহমেদ, সংগঠনের সহ সভাপতি শিক্ষক আবু হোসেন, সহ সভাপতি ড. আনিসুর রহমান আনিস, মহিলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হোসনেআরা মতিন, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন আবাব, চলচিত্রকার মো: এমদাদুল হক আকন্দ, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু ও ফিল্ম নির্মাতা নোমান আহমেদ সহ আরও অনেকে।

সংবর্ধনার এক পর্যায়ে আনসার আহমেদ উল্লাহকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

খালেদা জিয়ার জন্য লন্ডন মহানগর বিএনপির দোয়া মাহফিল

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়া'র আশু রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় লন্ডন মহানগর বিএনপি'র উদ্যোগে ব্রিকলেন জামে মসজিদে গতকাল ১৫ জুলাই সোমবার বাদ মাগরিব মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদে ইমাম মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ ও হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান।

দোয়া মাহফিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা করা হয়।

লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম. যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও

যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আ ন ম অহিদ আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, সহ সভাপতি হাজী তৈমুস আলী, সহসভাপতি সলিসিটর একরামুল মজুমদার, সহ সভাপতি আব্দুল মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, যুগ্ম সম্পাদক মিসবাহুজ্জামান সোহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, ঢাকা দক্ষিণ বিএনপি'র সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক আনোযার হোসেন টিপু, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহীন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজল হোসেন. যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন প্রমুখ।

জাকজমকভাবে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী সম্পন্ন

গত ১৫ জুলাই সোমবার পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট হলে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজামের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য ইসমাঈল হোসেন। পরে নবনির্বাচিত (২০২৪-২০২৬) কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমিনুর রশীদ খান এবং নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন।

এরপর নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সাঈফ উদ্দিন খালেদ, চেয়ার অব নিউহ্যাম কাউন্সিল কাউন্সিলর রহিমা রহমান, কেমডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর সামাথা খাতুন, বার্কিং এন্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর মঈন কাদরী সহ আরো অনেকে।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির নবগঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। উপদেষ্টাদের মধ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, জমির উদ্দিন আহমদ, আফজল হোসেন চৌধুরী, আলাউদ্দিন আহমদ, দেলওয়ার হোসেন লেবু, কাউন্সিলর জুবায়ের খান মিলন, আমিনুর রশীদ খান, মোস্তফা আহমদ এবং সালেহ আহমদ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন, সহ-সভাপতি ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ-সাধারন সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, মেম্বারশীপ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, ফান্ড রাইজিং সম্পাদক সোহেল আহমদ, সদস্য : মামুনুর রশীদ খান, আবজল হোসেন, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আমিন উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দীক, কামরুজ্জামান কামরান, আজিজুর রহমান, মামুন আহমদ, জাবেদ আহমদ, মোহাম্মদ রাজিব প্রমুখ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছিলেন সবাইকে নির্বাচিত নতুন কমিটির (২০২৪-২০২৬) পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন: সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ট্রেজারার সালেহ

আহমদ, গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন বাইছ, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সাধারন সম্পাদক মাসুক উদ্দিন, সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, গোলাপগন্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্ট ইউকের সাধারন সম্পাদক তারেকুর রহমান ছানু, বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের বার্ষিকী ২০২৪ এর মোড়ক উম্মোচন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাবেক সাধারন সম্পাদক ইয়ামীম দিদার, সাবেক ট্রেজারার মোঃ শামীম আহমদ, প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান এবং নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সভাপতি দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সদস্য আবজল হোসেন, খালেদ আজিমউদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী সহ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান জসিম, কাউন্সিলর এনামুল হক, কাউন্সিলর লিলু মিয়া, বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশন ইউকের সাধারন সম্পাদক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাবেক স্পিকার মিজান চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর মামুনুর রশীদ, সাবেক কাউন্সিলর গোলাম রব্বানী, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক উপদেষ্টা শামীম আহমদ, ফখর উদ্দিন, লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের শাহান চৌধুরী, জগলুল খান, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সহ-সাধারন সম্পাদক শাহআলম কাসেম, ৫০ একটিভ ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ সালিক আহমদ, সাবেক সভাপতি দৌলত খান বাবুল, সাধারন সম্পাদক আনফর আলী, বহরগ্রাম জনমঙ্গল সমিতির সভাপতি গুলজার হোসেন, সাধারন সম্পাদক কয়েছ আহমদ রোহেল, ফারুক আলী, হিলফুল ফুজুল যুক্তরাজ্যের উপদেষ্টা আবুল ফয়েজ, সৈয়দ তারেক আহমদ, লেখক সাংবাদিক ফোরামের সহ সভাপতি বাতিরুল হক সরদার, পেইটাপের সাহেদ উদ্দিন, সাবা বাশির, রাজা কাশফাইক, রুবায়েত জাহান, শানা লিন, খালিস আহমদ, আবদুস সালাম, আসিক রহমান, আবু আবদুল্লাহ চৌধুরী মারুফ, জুবায়ের চৌধুরী, বদরুল উদ্দিন রাজু, খায়রুল উদ্দিন পাপ্পু, আব্দুল মুনিম, রেজওয়ান শিবলু, গোলাপগন্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক সভাপতি বেলাল হোসেন, সাবেক সাধারন সম্পাদক মন্জুর আহমদ শাহনাজ,এনামুল হক লিটন, গোলাপগন্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্ট ইউকের সহ সভাপতি সালেহ আহমদ, ঢাকাদক্ষিণ সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি তৌফিক আহমদ টিটু, শাহাদত হোসেন সায়েম, সাবেক জিএস অনারারী সদস্য রোমান আহমদ চৌধুরী, অনারারী সদস্য হাবিবুর রহমান চৌধুরী টিপু, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জামিল আহমদ, বিয়ানীবাজার জনকল্যান সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল হাকিম হাদী, সাব্বির আহমদ সাবলু, লিকন আহমদ, আকরাম হোসেন দারা, ইমরুল হোসেন, রাজিব আহমদ, মাহবুবুল আলম মুফতি, মোসাদ্দিক আহমদ, সোহেল আহমদ, তুহিন আহমদ শাহীন, নুর মোহাম্মদ সুমন, রেদওয়ান হোসেন রেজা, বাবলু ইসলাম মুহিত, কামরুজ্জামান চাকলাদার, সবুজ রহমান, ইসলাম উদ্দিন, ফরিজ উদ্দিন, কামিল আহমদ, মছরুর আহমদ, মিছবাহ উদ্দিন, তাহেরুজ্জামান, শহিদুল খান রাজু, মকসুদ আহমদ খান শাহাজান, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, আলী আকবর, সাব্বির আহমদ, জুবায়ের আহমদ, শাহরিয়ার ইসলাম খান, ইসলাম আহমদ চৌধুরী, শ্যামল আহমদ, তানভির শাহজাহান, ফারহাত বাছির প্রমুখ।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আগামীর পথচলায় সংগঠনের সকল সদস্য, অনারারী মেম্বার এবং ঢাকাদক্ষিণবাসীর কাছে মানবতার কল্যানে, বাংলাদেশে ঢাকাদক্ষিণবাসীর প্রয়োজনে, অসহায়দের সাহায্য গৃহিত সকল পদক্ষেপ ও বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণবাসীর মধ্য সৌহার্দ্য-সম্পৃতির সকল আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

উপস্থিত সকলেই ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে এবং ঢাকাদক্ষিণবাসীর ভুয়সী প্রশংসা করেন।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে আজঅবদি সংগঠনের যারা পরলোকগমন করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সকল মুসলিমউম্মাহর সুখময় জীবনের জন্য প্রার্থনা করা হয়, দোয়া পরিচালনা সংগঠনের সদস্য আখলাকুল আম্বিয়া।

অনুষ্ঠানের শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং মনমুগ্ধকর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টান পরিবেশন করেন বৃটেনের খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ।

শতশত সদস্য ও শুভাকাঙ্গীর স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে ইম্প্রেশন ভ্যানু একখন্ড ঢাকাদক্ষিণে পরিনত হয়েছিলো।

কাউন্সিল কিভাবে ভাড়াটে এবং লিজহোল্ডারদের সাথে কথা বলবে সে সম্পর্কে মতামত দিন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার ভাড়াটিয়া এবং লিজহোল্ডাদের জন্য রেসিডেন্ট এনগেইজমেন্ট বিষয়ে একটি পরামর্শ (কনসালটেশন) পরিচালনা করছে। এই জরিপে কাউন্সিল বর্তমানে তার বাসিন্দাদের কীভাবে তথ্য সরবরাহ করে এবং কীভাবে এটি দ্বিমুখী যোগাযোগ উন্নত করতে পারে সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

গত বছর টাওয়ার হ্যামলেটস হোমসকে সরাসরি কাউন্সিলের অধীনে নিয়ে আসার পর (ইনসোর্সিংয়ের পরে), আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক উপায়ে তার আবাসন পরিষেবাগুলি এখন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সরাসরি নেতৃত্বে করা হচ্ছে।

এই পরিষেবাগুলিকে অভ্যন্তরীণভাবে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য ছিল আবাসন এবং কাউন্সিলের অন্যান্য সার্ভিসগুলি সহায়তা যাতে বাসিন্দাদের সহজেই পান এবং কাউন্সিলের ভাড়াটিয়া ও লিজহোল্ডাদের কাউন্সিলে আরও শক্তিশালী বক্তব্য রাখার সুযোগ নিশ্চিত করা ।

এই কনসালটেশন সব ভাড়াটে এবং লিজহোল্ডারদের জন্য উন্মুক্ত। আইডিয়া স্টোরে গিয়ে অনুরোধ করলে তারা প্রিন্ট করা কপি সরবরাহ করবে।

ব্যবস্থাপনা পরিষেবাগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্য কাউন্সিলের অঙ্গীকারের অংশ হচ্ছে এই গণপরামর্শ বা কনসালটেশন।

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতি করা, দেখভাল করা, বাগান করা এবং ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ সংগ্রহের মতো

আগ্রহীরা talk.towerhamlets.gov.uk/resident-engagement - এই ওয়েবসাইটে গিয়ে কনসালটেশনে অংশ নিতে পারেন। অংশ নেওয়ার সময়সীমা শুক্রবার ১৬ আগস্ট ২০২৪।

লন্ডনে আল্লামা দুবাগী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)'র ৪র্থ বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল সম্পন্ন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, পীরে কামিল, আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব কিবলাহ রাহমতুল্লাহ আলাইহির চতুর্থ বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব মাহফিল গত ১০ জুলাই ২০২৪ইং লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহি ঈসালে সাওয়াব মাহফিল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন তাঁর বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন দুবাগী ছাহেবের ছোট ছাহেবজাদা ক্বারী মাহবুবুর রহমান চৌধুরী।

মাহফিলে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত পীর-মাশায়িখ, আলিম-উলামা এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে হযরত আল্লামা দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহির মুরীদীন, মুহিব্বীন ও সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা দুবাগী ছাহেবের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, মিনহাজুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন এর ডাইরেক্টর আল্লামা সাদিক কোরেশী আল-আজহারী; মুহিউল ইসলাম মসজিদের খতীব আল্লামা শের আহমদ বারকাতি; ইউকে আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সাবেক সভাপতি শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জলিল, লন্ডন নিউক্রস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে দুবাগী; ফাইজানে ইসলাম মসজিদের খতীব আল্লামা সানাউল্লাহ ছেটি; আল-হীরা মসজিদের খতিব আল্লামা ক্বারী তারিক মাহমুদ; যুক্তরাজ্য আঞ্জুমানে আল-ইসলাহর সভাপতি মাওলানা নজরুল ইসলাম; লন্ডন মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা এমদাদুর রহমান আল-মাদানী; দুবাগী সাহেবের নাতি মাওলানা মুহিউস-সুন্নাহ চৌধুরী আল-আজহারী; খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ; লন্ডন দারুল হাদিস লতিফিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ইলিয়াস হোসেন; বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ইকরা টিভি লন্ডনের আলোচক মুফতি আব্দুল মুন্তাকিম, লন্ডন বায়তুল আমান মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক, লেস্টার দারুস সালাম মসজিদের খতিব হাফিজ মাওলানা আব্দুল জলিল, উলামা পরিষদ বিয়ানীবাজারের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আমিনুল ইসলাম জলঢুপী; আছিরগঞ্জ মাদ্রাসার সাবেক সুপার মাওলানা আব্দুস সবুর; বাংলাদেশি ইসলামিক সেন্টার, লজেলস, বার্মিংহাম এর ইমাম ও খতিব, মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল-হুমাইদি; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লন্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজের প্রফেসর ডঃ হেলাল আহমদ; লন্ডন আল-ইসলাহ ডিভিশনের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস,

হাফিজ খায়রুল ইসলাম ও ক্বারী গোলাম আজম প্রমুখ।

মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী, হাফিজ নাজিম উদ্দিন, হাফিজ মাওলানা মারুফ আহমদ, মাওলানা আলী আহমদ, হাফিজ মতিউল হক, হাফিজ আব্দুল্লাহ, হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান, মাওলানা মনোয়ার হোসেন, মাওলানা গোলাম আম্বিয়া, মাওলানা হাবিবুর রহমান, ক্বারী সুফিয়ান বিল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল যাবত একটানা বিলাতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গৌরবময় ও আলোকিত একটি নাম হযরত আল্লামা মুফতি মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী রাহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি ছিলেন একজন মহান ইসলামি চিন্তাবিদ, মুবাল্লিগ, বিদগ্ধ লেখক, নন্দিত বক্তা ও তরীকতের একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও উচুস্তরের একজন ওলীআল্লাহ।

তিনি ইলমি অঙ্গনের সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব এ যুগে সত্যিই বিরল। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বাকশক্তি ও লেখনীশক্তি দুটোই দান করেছিলেন। দ্বীন-ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এই দুই মাধ্যমকেই তিনি আজীবন কাজে লাগিয়েছেন। হযরত আল্লামা দুবাগী (রহ.) ইসলামি জ্ঞান বিস্তারে গ্রন্থ রচনা ও গবেষণায় তিনি সারা জীবন অতিবাহিত করেন। কোরআন, হাদিস, দাওয়াত, তাসাউফসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী বিশ্বজুড়ে বহুল প্রসিদ্ধ। তাঁর মেধা ও মননের বহুমাত্রিকতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন পুরো জীবন। কর্মজীবনে বাংলাদেশে অবস্থানকালীন বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ, শায়খুল হাদীস ও মুফতী হিসাবে ইলমে দ্বীনের খিদমত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অগণিত আলেমেদ্বীন সৃষ্টি হয়েছেন। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে তিনি আরব বিশ্বসহ বহির্বিশ্বে সুনাম খ্যাতি অর্জন করেছেন। বৃটেনে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রচারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। গণমানুষের ঈমান-আক্বিদা সুরক্ষায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনায় অনেক মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ১৯৮০ সালে লেস্টার শহরে "ইউকে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ" প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি শহরে বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

পীরে কামিল আল্লামা মুফতী মুজাহিদ উদ্দীন চৌধুরী দুবাগী ছাহেব (রহ.) ছিলেন সুন্নতে নববীর মূর্ত প্রতীক। তিনি আলিমে বা-আমল ও ইবাদতগুজার বান্দা ছিলেন। দারস-তাদরীস ও কিতাব অধ্যয়নে দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করতেন। নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও শেষ রাতে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হতেন। একজন মুমিনের জন্যে যত উন্নত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তাঁর মাঝে এসবই ছিল। তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা আশেকে রাসূল (সা.)। দৈনন্দিন জীবনে এক একটি সুন্নত পালন ও বাস্তবায়নের উপর অত্যন্ত তাগিদ দিতেন। দূরুদ শরীফ পাঠের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর জীবন দর্শন ছিল, মানুষের অন্তরে হুব্বে রাসূল (সা.) জাগ্রত করা। এজন্য প্রতিটি মাহফিলে তিনি রাসূলের আজিম শান ও মানের আলোচনা করতেন। নবীজির প্রতি সহিহ আকীদা পোষণের গুরুত্ব আরোপ করতেন। এজন্য তাঁর জীবনে আকাবীরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখা যেত। তিনি সুন্নাতকেই তরীকত বলে বিশ্বাস করতেন। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার ও নিদ্রাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সুন্নাতের পরিপালন করতেন। যাদের হৃদয়ে হুব্বে রসূলের আলো জ্বলতে দেখতেন তাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তাদের সামনে অগ্রসর হতে বলতেন। তিনি মানুষদেরকে বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সত্য-সঠিক সিলসিলায় আশ্রয় গ্রহণ করার আহবান জানাতেন। তাঁর ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবন ধারায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর ওয়াজ ও নসীহতে শিরক, বিদআত, সুন্নাত, ইবাদত, আখিরাত, আমল, আখলাক, সমাজসেবা সম্পর্কীয় বিষয়াবলী প্রাধান্য পেত। যে কারণে দলমত নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর জীবনকে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বিলিয়ে দিয়েছেন। সমাজের অসহায়-দুঃস্থ মানুষের সেবায় তাঁর রয়েছে বহুবিধ খিদমত। আল্লামা দুবাগী ছাহেব রাহমতুল্লাহ আলাইহি এর চেহেরার মধ্যে এমন একটা উজ্বলতা ছিল যে, তাঁর দিকে তাকালে স্বভাবতই মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা জাগ্রত হত এবং মহান আল্লাহ্ পাকের কথা স্বরণে আসত।

এ মহতী অনুষ্ঠানে মীলাদ পাঠান্তে দোয়া পরিচালনা করেন দুবাগী ছাহেবের সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা আল্লামা জিল্লুর রহমান চৌধুরী দুবাগী। সর্বশেষে শিরনি বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বাগিরঘাট ভিলেজ ট্রাস্ট (ইউকে) কেরাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

৩০শে জুন, চিলড্রেন এডুকেশন গ্রুপের সার্বিক সহযোগিতায় বিলেতের বুকে প্রথম বারের মত বাগিরঘাট ভিলেজ ট্রাস্ট (ইউকে) কর্তৃক আয়োজিত দ্য গ্রেটার সিলেট প্রিমিয়ার কাপ ২০২৪ বার্ষিক একক ক্যারাম প্রতিযোগিতা পূর্ব লন্ডনের খ্রিস্টান স্ট্রিটস্থ চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সভাপতি জামালুর রাহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব রুবেল আহমদ কোষাধ্যক্ষ জনাব সাহাব উদ্দিন এবং অর্জেনাইজিং সেক্রেটারি জনাব বেলাল উদ্দিন।

একক ক্যারাম প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল ও গ্র্যান্ড ফাইনাল পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন যথাক্রমে বাগিরঘাট ভিলেজ ট্রাস্ট (ইউকে) এর সহ সভাপতি জনাব আজহারুল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি; ফারুক আহমেদ, কাউন্সিলর; মোহাম্মদ মাহবাব হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর ও স্পিকার, প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, "যুক্তরাজ্যে এই প্রথম বারের মতো গ্রাম ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন একটি সুন্দর ও স্বার্থক ক্যারাম প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্য সম্পন্ন করে একটি নতুন ইতিহাস

জনাব মখন মিয়া। ট্রাস্টের সদস্য ছাড়াও ৬৫ জন ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

৭ই জুলাই সেমিফাইনাল ও গ্র্যান্ড ফাইনালেন এবং পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি জনাব মখন মিয়া ও সভা পরিচালনা করেন ট্রাস্টের প্রাক্তন সভাপতি জনাব জামালুর রাহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ এবং টাওয়ার হ্যামলেটস বরোর সাবেক কাউন্সিলর ও স্পিকার আহবাব হোসেন।

খেলাটি পরিচালনা করেন চিলড্রেন এডুকেশন গ্রুপ (সিইজি) ক্যারুম অ্যাসোসিয়েশন (ইউকে) এর সভাপতি জনাব সেলিম ইউ চাকলাদার, সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুর রাহমান শামীম ও তাঁদেরকে সাহায্য করেন ট্রাস্টের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মুন্না ১ম (নগদ ৬০০ পাউন্ড + কাপ), কবির হোসেন ২য় (নগদ ৩০০ পাউন্ড) এবং শাহ মুন্না ৩য় (নগদ ১০০ পাউন্ড) পুরস্কার জিতেছেন।

রেফারি আমিনুর রাহমান শামীম এবং রাশেদ আলী তালুকদার'কে পুরস্কার প্রদান করেন ট্রাস্টের ট্রাস্টি, আলী হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন বেলাল আহমদ মাদারী, ট্রাস্টি; ফারুক উদ্দিন, ট্রাস্টি; আনোয়ার উদ্দিন পংকি, সহ সভাপতি; আবুল মিয়া, সাবেক সহ সভাপতি; রুবেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক; সাহাব উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ; বেলাল উদ্দিন, অর্জেনাইজিং সেক্রেটারি; মোহাম্মদ সামসুল হক, গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠিতা সভাপতি; জয়নাল উদ্দিন, সোনালী অতীতের সাধারণ সম্পাদক; রিংকু মিয়া, ক্যারাম ফেডারেশন সৃষ্টি করলো বাগিরঘাট ভিলেজ ট্রাস্ট (ইউকে)।"

ট্রাস্টের সভাপতি মখন মিয়া বলেন, "এই ক্যারাম প্রতিযোগিতার সফলতার পিছনে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে গ্রামের প্রবীণ ও নবীন এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত দর্শকদের সরব উপস্থিতি।"

ট্রাস্টের সদ্য সাবেক সভাপতি জনাব জামালুর রাহমান বলেন, "সকল অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বা, তাদের সর্বোচ্চ প্রয়াস দিয়ে এই ক্যারাম প্রতিযোগিতাকে সফল করেছেন। প্রতিটি খেলোয়াড়ই অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন।"

সর্বশেষে, আগত অতিথিবৃন্দ, খেলায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান জনাব মখন মিয়া এবং জনাব জামালুর রাহমান।

শ্রীরামসি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের দ্বি–বার্ষিক সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ জুলাই রবিবার ব্রিকলেইনে জামে মসজিদের হলে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আজিজুল হক। সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকনের পরিচালনায় সভায় আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার উমর আলী। দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. আব্দুল হান্নান ও এডভোকেট কামাল উদ্দিন আলী।

এতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটির নাম ঘোষনা করেন নির্বাচন কমিশনারগন। ইসলাম উদ্দিনকে সভাপতি, মাহবুবুর রহমান খোকনকে সেক্রেটারী, উমর আলীকে ট্রেজারার করেন ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষনা করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন, সভাপতি ইসলাম উদ্দিন, সহ সভাপতি আমির হোসেন, আব্দুল মানিক মালিক, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকন, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খাহার, ট্রেজারার উমর আলী, এসিসটেন্ট ট্রেজারার আবর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সানু মিয়া, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী হেলাল উদ্দিন আলী, কার্লচারাল সেক্রেটারী আজাদ আলী, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মনতাসর আলী (আজিজুল হক), তবরিছ আলী, মোক্তার মিয়া, আবাব মিয়া, আশরাফ আলী, জামাল উদ্দিন আরী, আব্দুন নুর, আরজ আলী, মোজাহিদ আলী দুদু, বজলুর হক, ফয়জুল গনি।

লন্ডনে প্রয়াত আলোকচিত্রী ফকরুল ইসলামের ফটো এলবাম 'ইমার্সন অব লাইফ-এর মোড়ক উন্মোচন

আন্তর্জাতিক এওয়ার্ড বিজয়ী ও সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রয়াত আলোকচিত্রী/ ফকরুল ইসলামের বিশেষ বিশেষ আলোকচিত্র নিয়ে প্রকাশিত সংকলন/ ইমার্সন অব লাইফ-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়েছে লন্ডনে। অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তারা সিলেটের থিয়েটার এবং আলোকচিত্র জগতে মরহুম ফকরুল ইসলামের প্রতিভার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

আলোকচিত্রি এবং সিলেটের জৈন্তা ডিগ্রী কলেজের লেকচারার ফকরুল ইসলাম ২০১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেশ-বিদেশে অবস্থানরত আলোকচিত্রী জগতের তাঁর শিষ্য এবং সহকর্মী, বন্ধু কাওসার আহমেদ, বাবলা চৌধুরী, শিমু রাহমান, আহমেদ জাকু, মোহাম্মদ রিমন এবং মোহাম্মদ এখলাস উদ্দিনের বিশেষ উদ্যোগে ইয়ার্সন অব লাইফ ফটো এলবামটি প্রকাশিত হয়।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব হলে/ চ্যানেল এসের হেড অব নিউজ কামাল মেহেদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ইমার্সন অব লাইফ-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলোকচিত্রী শিমু রাহমান।

সিলেট ফটোগ্রাফিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিকেশন অফিসার মাহবুব রাহমানের সভাপতিত্বে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিবিসিএ'র প্রেসিডেন্ট তফাজ্জল মিয়া, আলোকচিত্রী কাওসার আহমেদ, আলোকচিত্রী আহমেদ জাকু, সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক ও সিনিয়র কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কে, এম আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, সেক্রেটারি জেনারেল তাইসির মাহমুদ, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, আলোকচিত্রী জি আর সোহেল, সাংবাদিক মিসবা জামাল এবং সাংবাদিক শাহেদ রাহমান।

আলোচনা পর্ব শেষে মরহুম ফকরুল ইসলামের আত্মর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বৃটেনের কার্ডিফে বার্মিংহামের বাংলাদেশ হাইকমিশনের কনস্যুলার সার্ভিস প্রদান

আতিকুল ইসলাম, কার্ডিফ (ওয়েলস): বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের দি হ্যাঁভ কমিউনিটি সেন্টারে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের অংশগ্রহণে ও ওয়েলস কার্ডিফ বাংলাদেশ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় গত শনিবার ১৩ ই জুলাই দিনভর কনস্যুলার সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

বামিংহামস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব এর সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় ও নেতৃত্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাসান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কনস্যুলার কোঅরডিনেটর ইশতিয়াক আকবর, পাসপোর্ট ও ভিসা সহকারী ফজলে এলাহী, ও আহমাদ উল্লাহ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে সার্ভিস প্রদান করেন।

ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটি সংগঠক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই কনস্যুলার সার্ভিসে ভলান্টিয়ার হিসাবে সারাক্ষণ সহযোগিতায় ছিলেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনের অন্যতম লিডার সৈয়দ আশরাফ আলী, সাবেক ছাত্রনেতা মুহিবুর রহমান খসরু, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী জালাল মিয়া, দিলওয়ার চৌধুরী, ও খিজির আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এবারের সার্ভিসে প্রায় তিন শতাধিক লোক তাদের পাসপোর্ট নবায়ন নো ভিসা প্রসেসিং, পাওয়ার অব অ্যাটর্নিসহ বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশী পাসপোর্ট নবায়ন, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি), নো ভিসা রিকোয়ার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, দ্বৈত নাগরিকত্ব আবেদন গ্রহণ, ডকুমেন্ট সত্যায়ন ও সংশোধন ইত্যাদি সেবা প্রদান করেছেন বামিংহামের বাংলাদেশ হাইকমিশন এর সম্মানিত কমকর্তাবৃন্দ।

বন্ধের দিন অনেক কষ্ট করে হাইকমিশনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে বয়স্ক বৃদ্ধ সহ ভ্রমণ করতে অক্ষম অনেকেই বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন।

সার্ভিস চলাকালে ওয়েলস বাংলা নিউজ এর সম্পাদক ও এটিএন বাংলার সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর-এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে এই কনস্যুলার সেবা গ্রহণ করতে সার্বিক সহযোগিতা করায় স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বার্মিংহামস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব,"অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগামী দিনেও ওয়েলসের নিউপোর্ট সোয়ানসী ও কার্ডিফে পর্যায়ক্রমে এই ধরনের কনস্যুলার সেবা দেওয়া হবে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

বামিংহামস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের দিনভর কনস্যুলার সার্ভিস প্রদানকালে কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলার দিলাওর আলী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ্ব কাপ্তান মিয়া, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ মালিক, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের কেন্দ্রীয় ইয়ুথ সেক্রেটারি ও ওয়েলসের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ওয়েলসের সাবেক সেক্রেটারি শাহ শাফি কাদির, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সাউথ ওয়েলস এর সহ সভাপতি আব্দুল বারিক, ও ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি বদরুল হক মনসুর,সহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

"বৃটেনের বামিংহাম হাইকমিশনের পক্ষ থেকে কনস্যুলেট সার্ভিস সকাল ১২ টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত কার্ডিফ দি গ্রেঞ্জটাউন হাভ কমিউনিটি সেন্টারে হ্যাভেলোক প্লেইসে আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিকে ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বামিংহামস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের টিমকে সুন্দর সার্ভিস প্রদান করায় ওয়েলসবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশের নতুন পাসপোর্ট করতে হলে যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয় এতে বাংলাদেশে নানাভাবে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয় বলে উল্লেখ করে প্রবাসীদের জন্য এই পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নীতিমালা বন্ধ করার জোর দাবি জানিয়েছেন।

দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সংগঠন দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে গত ১৫ই জুলাই সোমবার ইস্ট লন্ডনের ব্রিকলেইনস্থ জয়পুর রেস্টুরেন্টে এক বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন করা হয়।

দৌলতপুর ইউনিয় এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ মোহাব্বত শেখের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক হাসিন উজ্জামান নূরুর পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওত এবং সভার শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস শহীদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি আবু শহীদ চৌধুরী, সাবেক সাধারন সম্পাদক এমরান খান, সাবেক সভাপতি হাজারী, ইউসুফ আলী, সরকুম আলী, শেখ মবস্বীর আলী, তালুকদার আজাদ ইসলাম, তালুদার ফাহাদ ইসলাম, বেলাল আহমদ, হাবিবুর রহমান জানু, শাহ তাজুল ইসলাম, কাওছার আহমদ, হাজী শেখ মজম্মিল আলী, জুবের আলী,আশিক মিয়া,আব্দুল আওয়াল চৌধুরী, মোঃ নেছার মিয়া,কামরুজ্জমান কামরুল, মোতাহির আলী, আব্দুল মুমিন বাবুল, শাহ সহিদ নূর ইসলাম, মোঃসালিক মিয়া, মঈন উদ্দিন আনছার, আব্দুল মান্নান, মোঃ জামাল উদ্দিন, জুনেদ আহমদ পিয়ার, নতুন ট্রাস্টি আবু তাহের ও শুভানুধ্যায়ী আসকির মিয়া, ইউসুফ আলী এবং মানিক মিয়া প্রমুখ।

সভার শুরুতে সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়ার সম্পাদিত বার্ষিক রিপোর্ট,ট্রাস্টিবৃন্দের পরিচিতি এবং কার্যক্রমের ছবিচিত্র সম্বলিত ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক

শামসুদ্দিন তালুকদার শামস, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মাহবুব আলী চুনু, সিনিয়র ট্রাস্টি হাজী ওয়ারিছ উদ্দিন, হাজী আব্দুর রউফ, হাজী খলিল উদ্দিন, হাজী নেসার আহমদ, আব্দুন নূর, বর্তমান কার্যকরী কমিটির সহ সভাপতি মনির খান,সহকারী সাধারন সম্পাদক মোঃ কদর উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ হাজী জাহির আলী,সহ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ খান সুমেদ,প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া, কার্যকরী কমিটির সদস্য মোঃ দৌলত হোসেন, হানিফ আহমদ খান, ফারুক আলী, আবুল হোসেন মামুন।

অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি মোঃ তৈয়বুর রহমান, আব্দুল রব, সিরাজুল ইসলাম

প্রকাশনা করে পর্যায়ক্রমে সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য, বর্তমান কমিটির বিগতদিনের কার্যক্রমের উপর সাধারন সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে উপস্থিত ট্রাস্ট্রিবৃন্দ তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন এবং ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন ও ইউকেতে ব্যাংক একাউন্ট চালু করার প্রস্তাবে সকলে সম্মতি প্রদান করেন।

এবং সভায় উপস্থিত সকল ট্রাস্ট্রিবৃন্দের প্রতি বর্তমান কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে ট্রাস্ট্রিবৃদ্ধি সহ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের 'সামার অব ফান ২০২৪'

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সামার অব ফান ২০২৪ প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার সাথে সাথে পরিবার এবং শিশুরা চলতি বছরে একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্কুল গ্রীষ্মকালীন ছুটির মরসুমের প্রত্যাশা করতেই পারে।

বিভিন্ন ধরনের বিনামূল্যের পারিবারিক কার্যকলাপ এবং ইভেন্টগুলি নিয়ে 'সামার অফ ফান' প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে খেলাধুলা, অ্যাডভেঞ্চার, রান্না, নাটক, নাচ, ইয়ুথ থিয়েটার, সিনেমা, শিল্প ও কারুশিল্প এবং আরও অনেক কিছু।

অনেক ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের বিনামূল্যে খাবার প্রদান করা হবে। যারা কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে পারে, বিশেষ করে দীর্ঘ স্কুল বিরতির সময়ে এবং যখন জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট পরিবারগুলিকে প্রভাবিত করে - এমন পরিবারগুলিকে এই সহায়তা অফার করা হয়।

সামার অব ফান ২০২৪ এর বিস্তারিত জানতে হলে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/News_events/Events/Summer_events.aspx

সানরাইজ - স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তি ও গুনীজন এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

গত মংগলবার ১৬ ই জুলাই লন্ডনের মে ফেয়ার ভেনুর হল রুমে মিছবাহ জামাল ও তার রেডিও মিডিয়া জীবনের ৩০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান ও এওয়ার্ড অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বরা অব টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার বারিষ্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ডেগেনহাম মেয়র কাউন্সিলার মঈন কাদরী, বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিষ্টার আশিকুন্নবী চৌধুরী, নিউহাম বরা কাউন্সিলের চেয়ার কাউন্সিলার রহিমা রহমান, কামডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার সমতা খাতুন।

অনুষ্ঠানে এই রেডিওর অনুষ্ঠান ও মিছবাহ জামাল তার মিডিয়া জীবনের ভুমিকা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত থেকে অবদান রেখেছেন তার ভুয়সী প্রশংসা করা হয়। বৃটেনের বাংগালী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথে রেডিওর অনুষ্ঠানের দ্বারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অংগনে এই রেডিওর অনুষ্ঠান বিশেষ ভুমিকা রাখে।

একাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান তাজ একাউন্টেন্ট, ও জনপ্রিয় প্রেজেন্টার মেঘনা মিনারা উদ্দিনের সাবলীল উপস্থাপনায় ও মিছবাহ জামাল ও বিশিষ্ট রেডিও টিভি উপস্থাপক তোফায়েল আহমেদ ও শাহাব আহমেদ বাচ্চু, রওশন আরা মনি, সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিওর ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক কাউন্সলার শামসুল ইসলাম সেলিম এর সার্বিক পরিচালনায় প্রথমে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ নাহমাদ মিছবাহ, অনুষ্ঠানে যাদেরকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয় সর্বজনাব মহিব চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট বাংলা প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ অবদানের ফলে তাকে সম্মাননা দেয়া হয়।, মাহে ফেরদৌস জলিল, টিভি মিডিয়া মুকিম আহমেদ, সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিবিসিসিআই শাহাগীর বখত ফারুক এডভাইজর ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিবিসিসিআই, কে এম আবু তাহের চৌধুরী সাবেক চেয়ারপার্সন গ্রেটার সিলেট ডেভোলাপমেন্ট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা, বৃটেনের বাবসায়ী হিসেবে সাফল্য ও বিশেষ অবদান রাখার ফলে এওয়ার্ড প্রদান করা হয়, সাঈদুর রহমান রেনু সাবেক প্রেসিডেন্ট বিবিসিসিআই, কামাল ইয়াকুব সাবেক প্রেসিডেন্ট বিসিএ , তোফাজ্জল মিয়া প্রেসিডেন্ট বৃটিশ বাংলাদেশ কাটারার্স এসোসিয়েশন ও ভাইস চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সেন্টার, নাজমুল ইসলাম নুরু, সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউকে বিসিসিআই, রফিক হায়দার প্রেসিডেন্ট বিবিসিসিআই ও চেয়ারম্যান বাংলা টাউন গ্রুপ, সাংবাদিকতায় মোহাম্মদ জুবায়ের প্রেসিডেন্ট লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, ষ্ট্রাটেজিক এডভাইজার এক্সিকিউটিভ মেয়র লন্ডন বরা অব টাওয়ার হামলেটস, ওলি খান এমবিই প্রেসিডেন্ট বিসিএ, বারিষ্টার লুতফুর রহমান (আইন) ফাউন্ডার ও সিইও ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, উদয় শংকর দাস ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ও কলামিস্ট, ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার তিনি করোনাকালীন সময়ে বিশেষ ভুমিকা রাখার ফলে সম্মাননা, ডঃ জাকির খান চেয়ারম্যান স্পটিং ফাউন্ডেশন, এম্বাসাডর ওয়েষ্টহাম ইউনাইটেড, কমিউনিটি স্পোর্টস, ডাক্তার আলাউদ্দিন আহমেদ সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, ও মিসেস মাহবুবা আহমেদ। দেলোয়ার হোসেন জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন কমিউনিটি বিশেষ অবদানের কারনে সম্মাননা, আনোয়ারুল হক প্রমিনেন্ট রেডিও মিডিয়া ও ড্রামা আর্টিস্ট, এম শামসুদ্দিন চীফ এডভাইজর ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, মানিক মিয়া ফাউন্ডার চেয়ারপার্সন সাফক বাংলাদেশী সোসাইটি, ভাইস চেয়ারম্যান নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, মনসুর আহমদ খান, জেনারেল সেক্রেটারি ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, জামাল মিয়া, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাই তাকে সম্মাননা দেয়া হয়।

আবদাল মিয়া (ভাইস চেয়ারম্যান নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে চেয়ারম্যান জগন্নাথপুর বৃটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্ট চারেটি ওয়ার্ক, গোলাম রব্বানী আহাদ রুহি আহাদ ট্রেজারার ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ লেখক, সাংবাদিক ও অর্গেনাইজার, মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত চৌধুরী চেয়ারম্যান কানেকটিং বিজনেস কমিউনিটি এন্ড কনভেনার ইউকে বিজনেস ক্লাব, এনায়েত খান ফাউন্ডার এনায়েত খান মহিলা কলেজ নবীগন্‌জ, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন,ও লন্ডনে একাউন্টেন্ট সেক্টরে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আবুল হায়াত নুরুজ্জামানকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরো কয়েকটি বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় হিরোরিক ফ্রিডম ফাইটার (বীর মুক্তিযোদ্ধা) দেওয়ান কামাল, বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার ও প্রডিউসার উর্মি মাজহার, প্রমিনেন্ট মিডিয়া পার্সোনালিটি, ওয়াজিদ হাসান সেলিম বিইএম, (সাকসেসফুল বিজনেসম্যান) ইফতি আহমেদ (সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বাক্তিত্ব) মিছবাহ জামাল ও তার রেডিও মিডিয়া জীবনের ৩০ বছর পূর্তির একটি সফল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন কমিউনিটির সর্বস্তরের স্বনামধন্য কমিউনিটি সংগঠক ও নেতৃবৃন্দ সহ অনেক গুনীজনরা উপস্থিত থেকে তার রেডিও মিডিয়া জীবনের আরো সফলতা কামনা করেন।

তাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বারিষ্টার তারেক চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি দেশ সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, প্রেস ক্লাব সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট দর্পন সম্পাদক রহমত আলী, বিসিএ জেনারেল সেক্রেটারি মিঠু চৌধুরী, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদ, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান ফারুক, কাউন্সিলার সৈয়দ বাসার,সাবেক মেয়র কাউন্সিলার জোস্না ইসলাম, শাহিন আহমেদ উজ্জল, সাব্বির হোসেন, রুমা আহাদ, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, আব্দুল বাসিত চৌধুরী, মেহেরুন খান, দিলোয়ার, টিভি সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, গ্রেটার সিলেট ডেভোলাপমেন্ট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের চেয়ারপার্সন বারিষ্টার আতাউর রহমান, অনুপম ২৪ নিউজ সম্পাদক, ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এর প্রেস পাবলিসিটি সেক্রেটারি মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, জিএসসি সাউথ ইষ্ট রিজিওয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন ,সাউথ ইষ্ট রিজিওনের মোহাম্মদ আবুল মিয়া, সুফি সোহেল আহমেদ, কামরুল হাসান চৌধুরী, বিশিষ্ট বাবসায়ী জুবেদুর রহমান, ফখর আহমেদ ,বিশিষ্ট রেডিও বাক্তিত্ব মোস্তফা কামাল মিলন, বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক সাঈদ চৌধুরী, কবি মোহাম্মদ ইকবাল, জনপ্রিয় উপস্থাপক নজরুল ইসলাম অকিব, টাওয়ার হামলেটস এর সাবেক স্পীকার ও কাউন্সিলার রাজিব আহমেদ,রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট সেক্রেটারি শাহিন চৌধুরী, গোলাম মোহাম্মদ রফিক, জয়নাল চৌধুরী, শাহিন আহমেদ, সুফিয়া অহিদ উদ্দিন, আবু সোহেল, রেডব্রীজ লিবডেম চেয়ার সাবেক কাউন্সিলার মার্টিন রজনার, এলান টমাস, কবি হাফসা ইসলাম, শওকাত ফরাজি রাবেয়া বেগম, বাঘা ডেভোলাপমেন্ট অর্গানাইজেশনের নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটি সংগঠক ফেরদৌস আলম, মাওলানা শহির উদ্দিন, হাসান আহমেদ, মোহাম্মদ সোহেল রশীদ,আলি হোসেন,জাফর ইকবাল, নুরুল আমিন,রুমান চৌধুরী, সামুন, আরুচা চৌধুরী, শওকাত ইসলাম ফরাজি, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী আতিক হাসান জনপ্রিয় শিল্পী রওশন আরা মনি, ডাঃ শম্পা দেওয়ান,

সাউন্ড ও অক্টোপেডে পাপ্পু দাশ, কির্বোড সাঈদ, তবলায় পিয়াস বড়ুয়া,ও অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগীতা ও প্রেজেকশন লাইটিং করেন গোলাম আকবর মুক্তা, ফটো এখলাছুর রহমান পাক্কু ও সহযোগিতায় জাহেদুর রহমান আরো বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহিন এলবি ২৪ ফাউন্ডার শাহ ইউসুফ, বিশিষ্ট মিডিয়া পারসোনালিটি লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া সেক্রেটারী এ হান্নান, এলবি২৪ এর হ্রদয়, এটিএন বাংলার কামরুল ইসলাম রাসেল, মুকুল অনেক সাংবাদিক শিল্পী সাংস্কৃতিক বাক্তিত্ব ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্পনসর ছিলেন। ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, মে ফেয়ার ভেনু, প্রাইড অব এশিয়া, বিবিসিএ, কার প্লানেট,তাজ একাউন্টেন্ট, অনুপম নিউজ ২৪ ও সোনারগাঁও রেষ্টুরেন্ট।

রাইটস অব দ্যা পিপল-এর উদ্যোগে হাইকমিশন ঘেরাও শেষে স্মারকলিপি প্রদান

লন্ডনে বাংলাদেশী হাইকমিশন ঘেরাও শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদ বাংলাদেশে চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলার প্রতিবাদে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ঘেরাও করেছেন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা। সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'রাইটস অব দ্যা পিপল-এর উদ্যোগে হাইকমিশন ঘেরাও শেষে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনটির সভাপতি আসাদুজ্জামান সাফির সভাপতিত্বে, সেক্রেটারী ফয়েজ আহমদ ও ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সানাউর রহমান চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল নাঈম,আব্দুল কুদ্দুস, আহমেদ রিফাত, প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম লস্কর, সহ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার হোসেন শাকিব, প্রকাশনা সম্পাদক রুবেল আহমদ, দপ্তর সম্পাদক মো: কাওছার আহমেদ, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রুহান তারিক, সাবেক ছাত্রনেতা মো: আমিনুল ইসলাম আনহার, সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মিনহাজুল আবেদীন রাজা, মনসুরুল হাসান জাকারিয়া, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিপ্লব হামিদ মিয়া, মো: আখতার হোসেন, মোহাম্মদ ফারুক, তিনা বেগম, মাইশা ফাহমিদা তমা, সাবিনা ইসলাম, শুহাদা বেগম, বিপ্লব মাহমুদ, শাহাব উদ্দিন, ফারহান জামিল, ফরহাদ হোসেন, জাহিদুর রহমান, মো: হাফিজুর রহমান, মো: নাঈমুর রহমান, ফাহিম আহমেদ, সালমান আহমদ, শাওন আহমদ, আফজাল হোসেন, জাহেদ হোসেন, সুফিয়ান আহমদ, শিব্বির আহমদ, সোহরাব উদ্দিন রুমান, কাজী মো: ইমদাদ, সামিউল ইসলাম, কাওসার আহমেদ সিজান, মো: নাসিফ উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম রোমান, আমিনুল ইসলাম, শিহাবুল

ভাইস প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলাম মাসুদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ওলিউল্লাহ নোমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সাভাপতি আব্দুল আজিজ। ঘেরাও কর্মসূচিতে বক্তারা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল চুক্তি বাতিলের দাবী জানা। বাংলাদেশে চলমান কোটা বৈষম্য দূর করার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে পুলিশ, ছাত্রলীগ কর্তৃক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এসব দাবীতে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মরত হাইকমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাহমুদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দ রিপা বেগম, মোশাহিদ আলী, এ এম তাহের তালুকদার, রানু মিয়া, এবাদুর রহমান, আব্দুল হাই সুফিয়ান, মোঃ তাহমিদুল ইসলাম, এস.এম. সামসুজ্জোহা, সুয়েবুর রহমান, মো: হারুন মিয়া, আব্দুল হান্নান, আব্দুস সালাম, রাসেল আহমদ, আব্দুল মুমিন রাহি, সৈয়দ গজনফর আলী, আব্দুল শামীম, রফিক আলী, মো: ফজলুর রহমান, মো: ফারুক, শামসুল ইসলাম, আব্দুল বাছির, আব্দুল কুদ্দুস মাছুম, আমিনুল ইসলাম, রাব্বুল মিয়া, মো: ইমরান আহমদ, সাইফুর রহমান, মো: তারেক মাহমুদ, জামিল আহমদ, জাকির হোসেন, তামজিদ, জাবের চৌধুরী , জাকারিয়া হোসেন, লিমন আহমদ সুমন, মোঃ আতাউর রহমান, মিজানুর রহমান, মো: মাছুম আহমেদ, আব্দুল শহীদ সুহেদ, সাইফ উদ্দিন খান সাদী, শিহাবুল ইসলাম, মো: নাসিফ উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম শিপলু, সালমান আহমদ, ইসলাম, সৈয়দ ফায়েদ আলী, আইমান আহমদ, মো: সাজ্জাত হোসেন, আবু তাহের নাহিম, ফেরদৌস আহমদ, মোঃ জিল্লুর রহমান সাইমুন, মো: আব্দুল হাকিম, আল আমিন ইসলাম, নাঈম হোসেন, মোঃ আহসান হাবিব, ফাহমিদ আহমদ, আবু তাহের নাহিম, হিফজুর রহমান, ঈসা মোহাম্মদ, মোঃ জামিল আহমেদ, জাকারিয়া হোসেন, মনসুর রহমান রাজু, মোঃ ছাদিকুর রহমান তারেক, তারেক ইবনে জালাল, খাইরুল হুদা ফাহিম, এনামুল হক সাব্বির, ফেরদৌস আহমদ, মিলাদ আহমদ, মাজিদ মিয়া, শিপন আহমেদ, মো. অহিদুল ইসলাম, রেজাউল করিম রাব্বি, আল আমিন ইসলাম, সৈয়দ আনছার আলী, আবু তাহের নাহিম, মোহাম্মদ খায়রুল আমিন, শাহ মাহমুদুল হাবিব ইমন, মোঃ রাসেল আহমেদ, মোহাম্মদ ফুজেল আহমেদ ও জুনায়েদ আহমেদ, আইমান আহমদ, আরিফুজ্জামান উকিলসহ প্রমুখ।

কোটা আন্দোলনকারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী স্লোগানের নিন্দা জানিয়েছে জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকে

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার' ও 'আমরা সবাই রাজাকার' 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাষ্ট্র করোর বাপের না' তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী স্লোগানের নিন্দা এবং কোনোভাবেই বাতিল নয়,

বরং কোটাপদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কার প্রয়োজন। আন্দোলনের নামে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার অবমাননাকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে একাত্তরের জানিয়েছেন জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকের নেতৃবৃন্দ।

জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকের সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির, ও প্রেস এন্ড পাবলিক সিটি সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার খায়রুল আলম লিংকন সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের মিছিল থেকে 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার' ও 'আমরা সবাই রাজাকার' তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী স্লোগান শুনে শুধু বাংলাদেশের নাগরিক নয় বিশ্বময় বসবাসকারী সকল বাঙালিরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে উল্লেখ করে বাঙালির মহান স্বাধীনতাকে কটাক্ষ, একাত্তরের ঘৃণিত গণহত্যাকারী রাজাকারদের প্রতি সাফাই, আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরি ও নিন্দা জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য বিশ্ববিদ্যালয় যার প্রতিটি অনু পরমাণুতে একটি জাতির জন্ম ইতিহাস লেখা আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বয়ং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী গণহত্যার সূচনা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের হত্যার মাধ্যমে।

সম্প্রতি কোটাবিরোধী আন্দোলনের নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যে স্লোগান দিয়েছে তাহা কেনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার আদর্শকে পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে বহন করার অধিকার কারও নেই বলে উল্লেখ করে জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকের সভাপতি ও ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ইউকের সহ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাই। আশা করি, তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ের পথে পরিচালিত হবেন। এই তথাকথিত আন্দোলনের নামে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সামনে রেখে একদিকে যেমন আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে অপমান করছে ঠিক তেমনি বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সম্প্রতি কোটাপদ্ধতি বাতিলের জন্য আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থী সমাজ। ২০১৮ সালে সরকারের কোটাপদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০২১ সালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাইকোর্টে রিট দায়ের করেছিলেন। গত ০৫ জুন হাইকোর্ট এই মর্মে নির্দেশনা দেয় যে, কোটাপদ্ধতি বাতিল বিভিন্ন প্রদেশের জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ নীতির (অভভরৎসধঃরাব অপঃরড়হ চষধহ) আওতায় কেবল শিক্ষালাভ বা সরকারি চাকুরিতেই নয়, বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানেও কৃষ্ণবর্ণ, হিস্পানিক জাতি ও আদিবাসীদের জন্য কোটাব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।যে কোনো সভ্য রাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতের জন্য কোটাব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে আন্দোলনকারীরা কোটাপদ্ধতি বাতিলের দাবি জানাচ্ছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি মনে করে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে কোটাপদ্ধতি সংস্কার করা যেতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই বাতিল করা

সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এরপর থেকেই আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি লক্ষ্য করেছে, এই আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে অপমান অপদস্ত করছে। শুধু তা-ই নয়, গত ১৪ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা নিজেদের রাজাকার দাবি করার যে উদগ্র বাসনার কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।সরকারি চাকুরিতে কোটাপদ্ধতি বাতিলের যে দাবি আন্দোলনকারীরা তুলেছে, তা নিঃসন্দেহে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে কোটাপদ্ধতি বহাল থাকতে হবে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই সরকারি চাকুরি থেকে শুরু করে নাগরিক নানা সুযোগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোটাপদ্ধতি চালু আছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে কোটাব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সেখানে চার ধরনের নাগরিকদের জন্য মোট ৪৯.৫ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। নেপালের সংবিধানে দলিত, আদিবাসী, নারীসহ অন্যান্য নাগরিকদের জন্য ৫৫ শতাংশ সাধারণ কোটা এবং ৪৫ শতাংশ সংরক্ষিত কোটা চালু আছে। পাকিস্তানে সরকারি চাকুরিতে ৯২.৫ শতাংশ কোটা যাবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ম্যাদার অব ইউম্যানিটি দেশরত্ন শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন বিভিন্ন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান করা হয়েছে এবং তারা তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমি চাই যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সব সময় সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে।'

উল্লেখ্য যে, কোটা আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সন্মেলনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন বিষয় উল্লেখ্য করে তিনি বলেছেন, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আমার দাঁড়ানোর কোনো অধিকার নেই। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের আদালতে যাওয়ারও পরামর্শ দেন। তিনি বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে যেমন সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন তেমনি যারা মুক্তিযোদ্ধাদের কটাক্ষ করছেন সে ব্যাপারে সোচ্চার কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছেন। সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরাও পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে? আমার প্রশ্ন দেশবাসীর কাছে।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্যকে একটি বিশেষ মহল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুলভাবে উপস্থাপন করে সারা দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।

কোটা আন্দোলন এখন স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক আবহ লাভ করেছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে। এটি এখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নয় বলেই বিজ্ঞ মহল মনে করছেন।।

সরকারি চাকরিতে কোটা

হাইকোর্টের রায় বাতিল চেয়ে লিভ টু আপিল রাষ্ট্রপক্ষের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এই লিভ টু আপিলে হাইকোর্টের রায় বাতিল চাওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-১ শাখা নবম গ্রেড এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে একটি পরিপত্র জারি করা করে। ফলে সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ নারী কোটা, ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা এবং ১০ শতাংশ জেলা কোটা বাতিল হয়ে যায়।

পরে ওই পরিপত্র চ্যালেঞ্জ করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অহিদুল ইসলাম তুষারসহ সাত জন হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করে। ওই রিটের শুনানি শেষে গত ৫ জুন সরকারের জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এতে সরকারি চাকরিতে আবারও কোটা ফিরে আসে।

আপিলে গেলে গত ৯ জুন হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে বিষয়টি আপিল বিভাগের বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান চেম্বার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম। ৪ জুলাই আপিল বেঞ্চ জানায়, হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর মামলাটির শুনানি শুরু হবে। গত ১১ জুলাই আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর এক মাসের স্থগিতাদেশ দেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানায়, ঝুলন্ত কোনো সিদ্ধান্ত তাঁরা মানবেন না। এরপর থেকেই আন্দোলন নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

মানুষকে কেন পশুর মতো খাঁচায় ভরে রাখবে : ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এটা জাতির প্রতি একটা মস্ত অপমান। এ অপমান আমাদের সহ্য করা উচিত না। বিচার বিভাগের প্রতি আবেদন জনাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাঁচাগুলো সরিয়ে ফেলেন। গত রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলমের আদালতে অর্থ আত্মসাতের মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য ছিল। এদিন ড. ইউনূসসহ ১৪ জন আদালতে হাজিরা দেন। হাজিরা শেষে আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. ইউনূস বলেন, ভালো লাগলো আজকে আমাকে খাঁচার মধ্যে নেয়নি। এটার ব্যবহার থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই। এটা সবাইকে জানিয়ে গেলাম। আপনারাও (সাংবাদিকরা) বারে বারে লেখেন যেন এটা হয়। এটা মানবতার প্রতি অপমান।

কেন মানুষকে পশুর মতো খাঁচায় ভরে রাখবে? তিনি বলেন, এটা আমার বিষয়ে বলছি না। খাঁচাটাই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। কারও ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য নয়।

এক প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে মামলা, বিচার শেষ করতে চাচ্ছে। এটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি। কিছু একটার শিকার তো হচ্ছি। এটা পরিষ্কার। এটাকে প্রতিহিংসা বলেন, হিংসা বলেন, বিদ্বেষ বলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যায়বিচার পাচ্ছি না। এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কী আছে, কীভাবে আছে, সেটা দেশের মানুষ সবাই বোঝেন, তারা বুঝে নেবেন।

এর আগে সকাল ১১টার দিকে ড. ইউনূসসহ ১৪ জন আদালতে হাজিরা দেন। মামলার বাদী সাক্ষ্য দিতে আদালতে উপস্থিত হন। এরপর অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি উচ্চ আদালতে শুনানির অপেক্ষায় থাকায় সাক্ষ্যগ্রহণ পেছানোর আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা। অন্যদিকে, দুদকের প্রসিকিউটর মোশাররফ হোসেন কাজল মামলাটির সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদালতে শুনানি করেন। তিনি বলেন, মামলাটি উচ্চ আদালতে শুনানির অপেক্ষায় থাকলেও সাক্ষ্য দেয়া যায়। এদিকে আদালত সাক্ষ্য গ্রহণের সময় আবেদন মঞ্জুর করে প্রথমে ২৩শে জুলাই দিন ধার্য করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সংক্ষিপ্ত সময় হওয়ায় এতে আপত্তি জানান ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ পেছানোর আবেদন করেন। এতে আপত্তি জানান দুদক প্রসিকিউটর মোশাররফ হোসেন কাজল।

এ সময় ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন আদালতকে বলেন, আপনার আদালতে আমরা ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত। অন্যান্য মামলায় লম্বা তারিখ দিলেও এটা কেন সংক্ষিপ্ত হবে। তখন বিচারক তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার আদালতে একটা মামলার তারিখ তিনদিন পরও পড়েছে। পক্ষপাতমূলক বিচারের অভিযোগ আগে কেউ কখনো করেনি। এরপর ড. ইউনূসের আইনজীবী আদালতে দুঃখ প্রকাশ করেন। পরে আদালত আগামী ৫ই আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন।

এর আগে ১২ই জুন দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলায় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম শুরু করে আদালতে চার্জ গঠন করে। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এই মামলার অন্য যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়- গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, পরিচালক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম ও পরিচালক এসএম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী। এ ছাড়া এডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, এডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান ও প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক কামরুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে।

গত বছরের ৩০শে মে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। সংস্থাটির উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলা করেন। চলতি বছরের ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার। এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। পরে চার্জশিটে নতুন একজন আসামির নাম যুক্ত হয়। ২রা এপ্রিল ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত এ চার্জশিট গ্রহণ করে মামলার বিচারের জন্য ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এ বদলির আদেশ দেন।

কোটা নিয়ে স্ট্যাটাস, টেন মিনিট স্কুলের ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাতিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারি চাকরিতে চলমান কোটা আন্দোলনের পক্ষে স্ট্যাটাস দিয়ে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ হারালেন টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আয়মান সাদিক। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টায় টেন মিনিট স্কুলের জন্য ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব বাতিল করার বিষয়টি জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে জানান, টেন মিনিট স্কুলের জন্য ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে বাতিল করা হলো।

এর আগে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ থেকেও আয়মান সাদিকের সঙ্গে করা চুক্তি বাতিলের বিষয়টি জানানো হয়। তবে স্টার্টআপ বাংলাদেশে ও জুনায়েদ আহমেদ পলক চুক্তি বাতিলের জন্য কোনো কারণ জানাননি।

চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে একাধিক স্ট্যাটাস দিয়েছেন টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আয়মান সাদিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে- এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মঙ্গলবার স্টার্টআপ বাংলাদেশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, 'টেন মিনিট স্কুল- এর জন্য ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব স্টার্টআপ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাতিল করা হলো।'

এর আগে কোটা সংস্কার আন্দোলনের

পক্ষে স্ট্যাটাস দেন আয়মান সাদিক। তিনি লেখেন, 'রক্তাক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়! আমার ক্যাম্পাসে রক্ত কেন? প্রতিবাদ জানাই।' কোটা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে ফেসবুক কাভার ফটোও দেন তিনি।

২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করা টেন মিনিট স্কুলে বর্তমানে ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইন ব্যাচে লাইভ ক্লাস ও পরীক্ষার মাধ্যমে বোর্ড সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা ও পরীক্ষা প্রস্তুতির নিয়মিত সহায়তা করছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থী ও চাকরির প্রত্যাশীদেরও প্রস্তুতিতে সাহায্য করছে টেন মিনিট স্কুল।

এ অ্যাপে বাংলাদেশের বোর্ড সিলেবাসের ওপর ৩৫ হাজারেরও বেশি রেকর্ডেড ভিডিও লেকচার আছে। এর পাশাপাশি ৮২ হাজারেরও বেশি কুইজ আছে।

এছাড়াও মডেল টেস্ট, ই-বুক, ও লেকচার শিটের মতো শিক্ষামূলক রিসোর্স টেন মিনিট স্কুল নিয়মিত শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকে। শিক্ষামূলক অ্যাপটি ব্যবহার করছে ৬৭ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। এছাড়া টেন মিনিট স্কুলের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন কনটেন্ট থেকে প্রতি মাসে এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী অনলাইনে পড়াশোনা করছে।

দল ছাড়ার হিড়িক জাবি ছাত্রলীগের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর শাখা ছাত্রলীগের হামলার পর ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ফলে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছে শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এই হামলার ঘটনার প্রতিবাদে খোদ শাখা ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীর পদত্যাগ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর 'ন্যাক্কারজনক' হামলার প্রতিবাদে পদত্যাগ করছেন। রবিবার (১৪ জুলাই) রাত থেকে এ পর্যন্ত ফেসবুক স্ট্যাটাসে অনেকেরই পদত্যাগের খবর মিলছে।

পদত্যাগকারীদের মধ্যে রয়েছেন, শেখ রাসেল হল শাখা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সামি (দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল হল), শাখা ছাত্রলীগের সদস্য ইমরান আহমেদ (বাংলা ৪৮), শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আফরিন আলম রিমি, নিয়ামুল আরফে (বিএমবি ৪৭), খাদিজা জুই (গণিত ৪৯), সিদরাতুল মুনতাহা (নবাব ফয়জুন্নেছা হল সেক্রেটারি), রিপনুল ইসলাম রবিন প্রমুখসহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীরা।

ইমরান আহমেদ তাঁর ফেসবুক পোস্টে বলেন , একটা আদর্শ বুকে নিয়ে কোনপ্রকার স্বার্থের বাইরে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতাম। কিন্তু সোমবার রাতের ঘটনার পরেও যদি চুপ থাকি তাহলে নিজের বিবেক আর আদর্শের কাছে সারাজীবন অপরাধী হয়ে থেকে যাব। আমি ইমরান বশর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য।

সৌদি আরবে স্মার্টকার্ড বিতরণ শুরু ২৩ জুলাই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী ২৩ জুলাই সৌদি আরবের রিয়াদে ও ২৪ জুলাই জেদ্দায় স্মার্টকার্ড বিতরণ উদ্বোধন হবে। নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। রোববার জারি হওয়ার এ সংক্রান্ত এক অফিস আদেশ থেকে বিষয়টি জানা গেছে।

২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি।

এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীদের মাঝে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে একই বছর ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ২১ থেকে ২৮ জুলাই সৌদি আরব সফর করবেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, কুয়েত, কাতার, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ায় স্মার্টকার্ড বিতরণ উদ্বোধন হয়েছে।

পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ওমান, বাহরাইন, জর্দান, সিংগাপুর, লেবানন, লিবিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বীপ ও কানাডাতে এনআইডি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেয়ে কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগটি হাতে নেন। এরপর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরপর সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপে থাকা বাংলাদেশিদের জন্যও এ সুযোগ চালু করা হয়।

সে সময় অনলাইনে আবেদন নিয়ে সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপজেলা থেকে যাচাই করে সত্যতা পেলে সংশ্লিষ্ট দেশে দূতাবাস থেকে এনআইডি সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল। এরপর করোনা মহামারির কারণে থমকে যায় দূতাবাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা। কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কার্যক্রমকে ফের উজ্জীবিত করেন। এক্ষেত্রে আগের আবেদনগুলো পাশ কাটিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন তারা।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সংকট সমাধানে সরকারকেই সমাধান করতে হবে

কোটা সংস্কারের দাবিতে চলে আসা শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ঘিরে যে সহিংসতার সূচনা ঘটেছে, তা চরম দুর্ভাগ্যজনক। গতকাল সারা দেশে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগ ও সরকার-সমর্থক বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং পুলিশের হামলায় এরই মধ্যে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারি চাকরির কোটাসংক্রান্ত বিষয়টির মীমাংসা কি সত্যিই এত জটিল? শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে এভাবে মোকাবিলা করা ছাড়া কি সরকারের সামনে আর কোনো পথ ছিল না?

আমরা শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলা এবং এতগুলো প্রাণহানির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাই।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকার নির্বাহী আদেশে পরিপত্র জারি করে ২০১৮ সালে সব কোটা বাতিল করে দিয়েছিল। যদিও শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল কোটা সংস্কার। পরে ২০২১ সালে করা একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সরকারি পরিপত্র বাতিল করলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করে এবং আপিল বিভাগ চার সপ্তাহের জন্য আদেশ স্থগিত ঘোষণা করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগের উদ্যোগ ও চূড়ান্ত ফয়সালার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

কোটা বাতিল নিয়ে মামলা হওয়ায় বিষয়টি এখন আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন নির্বাহী উদ্যোগের মাধ্যমে শুরুতেই এই সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী কোটা রাখা বা না রাখা এবং রাখলে কত ভাগ ও কোন কোন ক্ষেত্রে তা রাখা হবে, সেটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। সরকারি চাকরির বর্তমান কোটাপদ্ধতির যে সংস্কার প্রয়োজন, তা নিয়ে বলা যায় সমাজের প্রায় সব মহলই একমত। এমনকি সরকারের মধ্যেও কোটা সংস্কারের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে বলে জানা যায়। তাহলে এই সমস্যাকে কেন জিইয়ে রাখা হয়েছে এবং হচ্ছে?

এবারের কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা বা সরকারের তরফে ইতিবাচক আশ্বাস বা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল বলে আমরা মনে করি।

কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়তো আগের মতোই শান্তিপূর্ণ থাকত, যদি না ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিত। শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বিক্ষোভ দেশজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে।

কোটা সংস্কার নিয়ে যা হচ্ছে তা নজির বিহীন। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা বলেছে।

২০১৮ সালের কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময়ও ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। ছাত্রলীগকে মাঠে নামানো হয়েছিল, ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। মঙ্গলবার সারা দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা ভয়াবহ। রোববারের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন করলে বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ছাত্রলীগকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। এর মধ্য দিয়ে কেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো, সেই প্রশ্ন না উঠে পারে না। সরকার অবশ্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এনেছে।

আমরা মনে করি, কোটা সমস্যাটিকে শুধু আদালতের ওপর ছেড়ে দিয়ে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছেন, সরকার চাইলে কোটা বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে। সরকারের উচিত হবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসে একটি যৌক্তিক সমাধানে আসা।

আমরা আশা করি, সরকার এ ব্যাপারে শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে।

আমরা সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানাই। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।

চলমান আন্দোলনে অনেকগুলো প্রাণ ঝরে গেলো এবং মায়েদের কোল খালি হলো। এর দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সরকার ইচ্ছা করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কোটা আন্দোলন ও মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা

মো. আনছার আলী খান

কোটা সংস্কার আন্দোলনে বুধবার ছিল সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড'। নতুন প্রজন্মের আন্দোলনে বৈচিত্র্য আছে বৈকি। হরতাল, ধর্মঘট এসব পুরোনো ধ্যান-ধারণার আন্দোলন সাধারণ মানুষকে আর টানে বলে মনে হয় না। তাই এসব আন্দোলনের ঘোষণায়ও রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম থেমে থাকতে দেখা যায় না ইদানীংকালে।

তবে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচিতে বহু কষ্টে কেনা গাড়িটি রাস্তায় বের করার সাহস হয়নি। আমার মতো অনেককেই যে সিএনজি নিয়ে রাস্তায় বেরোতে হয়েছে, তা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। রাস্তায় পিকেটিং না থাকায় অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দিয়েই খুব সহজেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

এভাবে সারাটা দিন পার হলে 'বাংলা ব্লকেড'ও অন্যান্য হরতাল, ধর্মঘটের মতো গুরুত্বহীন কর্মসূচিতে পরিণত হবে। দাবি আদায়ের সব কর্মসূচি একে একে নির্জীব হয়ে পড়ার বিষয়টি সচেতন মহল অবশ্যই কামনা করে না। তাতে শাসকগোষ্ঠী অবচেতন মনেই চরম কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠবে, যা দেশ ও জনগণের জন্য কোনো শুভ বার্তা নয়।

মূল কথা অর্থাৎ কোটা সংস্কারের প্রসঙ্গটিই আজকের প্রাসঙ্গিক বিষয়। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলনের মুখে সব কোটা বাতিল করে নির্বাহী আদেশ জারির মাধ্যমে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তবে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী প্রথম সারির কোনো নেতা তাদের মেধার প্রমাণ দিতে বিসিএস বা অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সাহস দেখিয়েছেন কিনা তা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং এরূপ কোনো কোনো নেতার মিথ্যা চাপাবাজি দেশবাসী, এমনকি তার ত্যাগী কর্মীরাও অতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছেন।

চাপাবাজির মাধ্যমে জাতীয় নেতার লেবাস পরে যদি কোনোভাবে এমপি, মন্ত্রী হওয়া যায়, তাহলে এত কষ্ট করে কেন বিসিএস পরীক্ষা! যারা এ পরীক্ষায় বারবার সব ধাপ অতিক্রম করেও কোনো চাকরিই পান না, এমনকি পছন্দমতো ক্যাডার না পেয়ে ননক্যাডার বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি পান, তাদের কষ্টের বিষয়টি অনুধাবন করেই হয়তো অনেকে এ সাহস দেখান না। যদি বলা হয় ধরা খাওয়ার ভয়েই-তাহলে নিশ্চয় বেশি বলা হবে না।

মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, জেলা, প্রতিবন্ধী, উপজাতি, এমন নানা শ্রেণির জন্য কোটাব্যবস্থা চালু থাকলেও মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা শোনা যায়। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, মোট কোটার সর্বাধিক সংখ্যা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদের সুযোগদান। এ কোটায় যখন মুক্তিযোদ্ধা স্বয়ং, এমনকি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তানরা সুযোগ পেয়েছেন, তখন এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন হয়নি। পাকিস্তান আমলে যখন মেধাবীর আইকন হিসাবে খ্যাত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে বাঙালিরা সুযোগ পেয়েছেন, তখনো পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ কোটার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। তাহলে এখন কেন কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সরকারবিরুদ্ধ আন্দোলন বলে রং দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারের অবস্থান হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণেই সরকার থেকে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের দাবিও কোটার বিরুদ্ধে। তাহলে বলতে হবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলের একাত্মতা ঘোষণার অঙ্ক মেলানো বড়ই কঠিন। দেশের জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হাজারও ইস্যু বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও কেবল ছাত্রদের আন্দোলনের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জনগণের প্রত্যাশিত সুস্থ, স্বাভাবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা, তা হাজার বার ভেবে দেখার বিষয়।

ছাত্রদের চলমান আন্দোলনের এ সময় কিছু একটা বলা বা লেখা দরকার বলেই হয়তো স্বনামধন্য অনেকেই অনেক কিছু বলছেন বা লিখছেন। নানা কারণেই আমি লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবে আজ একজন খ্যাতনামা কলামিস্টের লেখায় মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞার বিশ্লেষণ দেখে কলম তুলে নেওয়া। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে ঘোষিত বিধায় মুক্তিযোদ্ধা ইস্যুটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়।

তাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ইস্যুতে যে যার মতো ব্যাখ্যা প্রদান করবেন, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাই হয়তো মুক্তিযোদ্ধা সুরক্ষা আইন বর্তমানে যুগের দাবি হয়ে উঠেছে। স্বনামধন্যের সে লেখায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানকারী, সহায়তাকারী, খাবার সরবরাহকারী, হানাদার কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সবাইকে একইভাবে ওজন করা হয়েছে বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান। তিনি ঠিকই লিখেছেন কোনো কিছু পাওয়া জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে যাননি।

তবে মুক্তিযুদ্ধ করে যারা সনদ নেননি, তাদের সঙ্গে সনদ গ্রহণকারীদের অসম্মান না করেও চমৎকার একটি লেখা উপহার দেওয়ার মতো যোগ্যতা তার রয়েছে বলে বিশ্বাস করি। আমার বিবেচনাতেও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু জনযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল, সেহেতু গুটিকয়েক চিহ্নিত রাজাকার, আলবদর বাদে সাড়ে কোটি বাঙালির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাই বলে সম্মুখযোদ্ধার সঙ্গে অন্যদের তুলনা কি খুবই প্রয়োজন?

অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন আমিও। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মাসিক ৫০ টাকা ভাতা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে দীর্ঘজীবনে কোনোরূপ সুযোগ আসেনি। তবে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে চাকরিতে প্রবেশে বয়সের সুযোগসহ কোটা সুবিধা এবং সবশেষে ১ বছর বেশি চাকরি করার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। কারণ এ সুযোগটি না পেলে আমি এই 'আমি' হতে পারতাম না। এ সুযোগ না পেলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ আমি পেতাম না।

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি পেয়েও চাকরিকালীন বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণে আমার মেধার যথাসম্ভব স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছি। সুদীর্ঘ চাকরিজীবনের বার্ষিক মূল্যায়নে অসাধারণ কর্মকর্তা হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছি। সরকারের নীতির্নির্ধারণীতে আমার ভূমিকা সবসময় প্রশংসিত হয়েছে। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদের দায়িত্ব পালনে সেবা গ্রহণকারীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। জাতীয় প্রচারমাধ্যমে জবাবদিহির মাধ্যমে আমার সীমাবদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিত্যদিন প্রচারিত হয়েছে। হাজারও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমার নিজ এলাকার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে সবার আপনজন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমার পরিবারকে সুখী ও সার্থক পরিবার হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছি। সর্বোপরি দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের অতি সম্মানজনক এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বারবার নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি কি কেবল কোটা সুবিধায় চাকরিটা পাওয়ার কারণে? এ কাহন শুধুই আমার নয়।

মুক্তিযোদ্ধা বা বিভিন্ন কোটায় চাকরি পাওয়া অনেকেই আমার চেয়েও অনেক প্রশংসার দাবিদার হয়েছেন। পাকিস্তানি আমলে বাঙালি কোটায় চাকরি পাওয়া যদি অন্যায্য না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য কোটার ক্ষেত্রে কেন এত বিশ্লেষণ!

মো. আনছার আলী খান : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

সিলেট নগরীতে চোরের উৎপাত বৃদ্ধি

সিলেট অফিস : সিলেট মহানগরীতে গত তিন দিনে ৩টি চুরির ঘটনা ঘটেছে। নগরীর আম্বরখানা থেকে বন্দরবাজার যাওয়ার পথে সিএনজি অটোরিকশার যাত্রীর ব্যাগ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চোরেরা। এছাড়া তেমুখী পয়েন্ট থেকে সিএনজি অটোরিক্সা এবং নয়াখুরমখলায় গ্যারেজ থেকে চুরি গেছে মোটরসাইকেল। এসব ঘটনায় সাধারণ মানুষ তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

নগরীর আম্বরখানা থেকে বন্দরবাজার যাওয়ার জন্য সিএনজি অটোরিক্সায় উঠে ৬০ হাজার টাকা খুইয়েছেন দক্ষিণ সুরমার গোপশহর মাদ্রাসার শিক্ষক বাহার উদ্দিন। তিনি গত শনিবার সকালে আম্বরখানা থেকে সিএনজি অটোরিক্সায় উঠলে সিএনজির পিছনে দুই জন ও সামনে একজন উঠে। সিএনজি তাকে নিয়ে বন্দরবাজারের দিকে না গিয়ে শাহী ইদগাহের দিকে গেলে তিনি বন্দরবাজার যাওয়ার কথা বলেন। এসময় নয়াসড়কে তারা তাকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে যায়। গাড়ি থেকে নেমে তিনি ব্যাগের চেইন খোলা দেখে হাত দিয়ে দেখেন তার ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে। কোম্পানীগঞ্জের কালাইরাগ গ্রামের বাসিন্দা বাহার উদ্দিন এ বিষয়ে সিলেট কোতয়ালী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।

গত বুধবার এয়ারপোর্ট থানার নয়াখুরমখলা পয়েন্ট সংলগ্ন কেএফ টাওয়ারের গ্যারেজ থেকে একটি সুজুকি জিক্সার মনটন ১৫৫ সিসি মোটরসাইকেল চুরি গেছে। বুধবার রাতে গ্যারেজে মোটরসাইকেল রেখে উপরে যান টাওয়ারের বাসিন্দা ও মদনমোহন কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইফতেখার হোসেন ইফতি। পরদিন শুক্রবার নেমে তার মোটরসাইকেল আর পাননি। দুই চোর মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চিত্র সিসি টিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। এঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগে করেছেন ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী।

গত শুক্রবার সকালে নগরীর জালালাবাদ থানার তেমুখী পয়েন্ট থেকে একটি সিএনজি অটোরিক্সা চুরি গেছে। তেমুখী পয়েন্টস্থ সফাত উল্লাহ সিএনজি পাম্পের সামনে বাদাঘাটগামী পাকা রাস্তার উপর গাড়ি রেখে চালকদের সাথে পাশের দোকানে চা খেতে যান চালক নুর উদ্দিন। ১০মিনিট পরে এসে দেখেন তার সিএনজি অটোরিক্সাটি চুরি হয়ে গেছে। তেমুখী পয়েন্টে সকল চালক ও মানুষের সামনে থেকে মুহূর্তের মধ্যে চুরির ঘটনায় চালক নুর উদ্দিন হতবাক হয়ে যান। এ ব্যাপারে জালালাবাদ থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিকে, চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগীয়সহ স্থানীয়রা। সিলেটে সিএনজি অটোরিক্সায় চালকসহ চোরচক্রের হাতে অনেকেই চুরির শিকার হচ্ছেন জানান তারা। গাড়ি চুরির বিষয়েও উদ্বেগ জানান তারা।

এ ব্যাপারে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম উদ্বিগ্ন না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অতীতে অনেক চোর ও গাড়িচোরদের ধরে গাড়ি উদ্ধার করেছেন। এসব ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে এবং এসব অপরাধ দমনে তারা বদ্ধপরিকর বলে জানান তিনি।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা আতঙ্ক, চরম জনদুর্ভোগ

সিলেট অফিস : টানা বৃষ্টিপাতে সিলেট ও সুনামগঞ্জে নদ-নদীর পানি অনেক স্থানে বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে চরম জনদুর্ভোগ। দীর্ঘস্থায়ী বন্যার আতঙ্কে ভুগছেন লোকজন। সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় জেলা সদরের সাথে তাহিরপুর-বিশ্বম্ভরপুরের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেয়া তথ্য অনুযায়ী তৃতীয় দফা বন্যার ১০ দিন পরও সুরমা-কুশিয়ারা নদীর তিনটি পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সিলেটে তৃতীয় দফা বন্যার পানি কমতে থাকলেও গত বুধবার রাত থেকে ৪র্থ দফা নদ নদীর পানি বাড়তে থাকে। সেই পানি ধীর গতিতে নামতে শুরু করেছে। ৩ ঘন্টা পর পর ১ সেন্টিমিটার করে পানি কমছে। সুরমা কুশিয়ারার তিনটি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেটের এখনো ৯ হাজার বানভাসি বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সিলেট জেলা প্রশাসনের বন্যা সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বন্যায় জেলার ১৩টি উপজেলার ৯৪টি ইউনিয়নের ১ হাজার ৩৩টি গ্রাম প্লাবিত রয়েছে। এতে পনিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৪৬৮ জন মানুষ। এসব এলাকায় ২১০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৯ হাজার ২১ জন

মানুষ অবস্থান করছে। এরমধ্যে বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলায় বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে। মাসখানেক ধরে অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

সুনামগঞ্জ : প্রকৃতির বৈরীতা সুনামগঞ্জে কোনোভাবেই থামছে না। বানের জলের উঠানামার খেলায় প্রতিনিয়ত ভুগছেন দুর্গত এলাকার মানুষজন। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে টানা এক মাস ধরে বানের জলের সাথে লড়াই করছেন জেলার বানভাসিরা। দফায় দফায় আক্রান্ত হচ্ছে জেলার নিম্নাঞ্চল। এক দিকে নদীর পানি কমলে অন্যদিকে দিকে বাড়ে। ভারি বৃষ্টি আর ক্ষণিকের রোদের ঝিলিকের লুকোচুরি খেলায় আশাদুরাশায় অতিষ্ঠ হাওর ও নদী তীরবর্তী লাখো বাসিন্দারা

এরই মধ্যে গেল কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ি ঢলে তৃতীয় দফা বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে জেলার সদর, বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দোয়ারাবাজার, শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চলে। নতুন করে পানিবন্দি সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েক লাখ মানুষ। টানা বৃষ্টিতে সুরমা নদীর পানি একাধিক পয়েন্টে বিপদসীমা ছাড়িয়েছে। তাহিরপুর-বিশ্বম্ভরপুর সড়ক ডুবে যাওয়ায় জেলা শহরের সাথে বন্ধ রয়েছে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এদিকে সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘদিন পানিবন্দি থাকায় কর্মহীন অবস্থায় নিম্ন আয়ের মানুষজন। চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে দুর্গত এলাকার নারী, শিশুসহ বয়স্করা। এই পরিস্থিতিতে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা চেয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের বড়পাড়ার বাসিন্দা বলেছেন, আমরা খুব কষ্টে আছি। একবার পানি নামলে আবার উঠে। এই কষ্টের অবসান কবে হবে জানিনা। সরকার যদি কোনো ব্যবস্থা না করে তাহলে মানুষের যাওয়ার জায়গা নেই।

জামালগঞ্জ উপজেলা ভীমখালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন বলেন, তৃতীয় দফায় বন্যার পানিতে নতুন করে ডুবতেছে বাড়ি ঘর। মানুষের কষ্টের অন্ত নেই। বড় বিপাকে মানুষ। এমন আস্থায় বানভাসির পাশে সকল মহলের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ত্রাণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী। সরকারি বরাদ্দ পর্যাপ্ত রয়েছে বলে জানান তিনি।

বড়লেখায় উপজেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

বড়লেখা সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ছেলের নির্বাচনী সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ঝাড়ু মিছিল করেছেন স্থানীয় লোকজন। গত সোমবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যায় উপজেলার দক্ষিণভাগ বাজারে কয়েকটি এলাকার বিক্ষুব্ধ লোকজন এই প্রতিবাদ করেন। এসময় তারা বড়লেখা-কুলাউড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থান নেন। তখন বিক্ষুব্ধ লোকজনের রোষানলে পড়েন উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের ব্যক্তিগত গাড়িচালক সানুর (৩০)। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে বড়লেখা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের উপ-নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের ছেলে মাসুম আহমদ হাসানসহ ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। সম্প্রতি ছেলের পক্ষে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে ইউনিয়নের গজভাগ, দোহালিয়া এলাকার অধিকাংশ মানুষ ও ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তিমূলক বক্তব্য দেন আজির উদ্দিন। কটূক্তির ভিডিয়ো ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এসব এলাকার মানুষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এর জের ধরে সোমবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যায় দক্ষিণভাগ বাজারে ওইসব এলাকার লোকজন ঝাড়ু নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। এসময় তারা বড়লেখা-কুলাউড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থান নেন। এসময় উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের ব্যক্তিগত গাড়িচালক সানুর বিক্ষুব্ধ লোকজনের রোষানলে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। খবর পেয়ে বড়লেখা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছে।

এদিকে উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের কটূক্তির ভিডিয়োটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এনিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। ভিডিয়োতে দেখা যায় উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিন তার ছেলের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছেন। তার পাশে কয়েকজন মানুষ বসা রয়েছেন। ওই ভিডিয়োতে আজির উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়-'আমি যেটা দেখিয়ার এখন শাহীনে সম্মানজনক ভোট পাইতা নায়। যেহেতু তান পিছনে গজভাগ বা দোহালিয়ার যে মানুষগুলা ঘোরাইরা, আপনারা দেখছইন তো? এই মানুষগুলারে কোনো না কোনো প্রার্থীয়ে লগে নিছে। যে ঘটনা করছলা আপ্তাব উদ্দিন হাজী সাবর লগে, জলাল মিয়ার লগে, ঠিক তদ্রুপ ওলা। যে যত পারো টাকা খাও সময় মতো জাগাত দেও-এই স্লোগান। যা পারো খাও চলো সীল মারিও জাগাত। বুঝছইন নি আপনারা? এই শাহীনরে ডিগ দিয়া ভর দিয়া রাখছইন। ওউ শাহীনে ঘোরার। আর ইগুন ফয়ান দেখছইনতো আপনারা কোন ক্লাসের ফুয়াইন? আছো খক্কা যতগু ফুইয়াইন ঘোরাইরা এর মাঝে একশ'র মাঝে আশিগু ইয়াবা, গাঞ্জা, মদ ছাড়া আছেনি? এরার মুল লক্ষ্য অইল খাইয়া বাঁচা চলা। সময় মতো ভোট তারা তারার পছন্দের প্রার্থীরেউ দিব। শাহীনরে ভোট দিত নায়। একমাত্র টিকাইয়া রাখার মুল কারণ অইল যেমন হাটলিঘাট, সফরপুর, খানপাড়া, কলাজুরা বা দুইয়োবাগান তনতো আমার ছামাদে বা ইকবালে ভোট আনার ক্ষমতা আছেনি? ইতা তনে ভোট আনতা পারতা নায়....। এখন মার্কেট বা বাজারে যে বিষয়টা ছাড়া অইছা যে ২৩ বছরে এই সুযোগ পাইছি। এখন যদি ক্ষমতায় ইকবালরে নিয়া বওয়াইতাম পারি। ইটা আমরার জীবনের সুবর্ণ একটা সুযোগ-খইয়া সাম্প্রদায়িক মাত পর্যন্ত শুরু করিয়া মানসরে বুঝাইরা।

সুনামগঞ্জে 'মাদক সম্রাট' পঙ্কজসহ গ্রেফতার ২

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে ইয়াবা ও সামগ্রীসহ মাদক সম্রাট হিসেবে পরিচিত মো. আসাদুজ্জামান ওরফে পংকজ ও তার সহযোগিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন কুমার দাস।

তিনি জানান, রবিবার রাত ১০ টার দিকে শহরের বড়পাড়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলার আসামী ও জেলার মাদক সম্রাট হিসেবে খ্যাত পৌর শহরের আরপিন নগর এলাকার আব্দুল আলীর খ্যাত মো. আসাদুজ্জামান ওরফে পংকজ (৩৪) ও তার সহযোগী শহরের মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আনোয়ার মিয়া ছেলে মনোয়ার হোসেন উজ্জল (২৫)কে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসময় আসামী আসাদুজ্জামান ওরফে পংকজ ঘর তল্লাসী করে ৩ পিস ইয়াবাসহ ইয়াবা সেবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন কুমার দাস বলেন, আসাদুজ্জামান ওরফে পংকজ এলাকায় মাদক সম্রাট হিসেবে পরিচিত তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এবারও সুনামগঞ্জ সদর থানায় গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

অবশেষে মেয়রের বাসা থেকে নতুন ঠিকানায় 'বিশ্বনাথ পৌরসভা'র কার্যালয়

সিলেট অফিস : নানান জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে মেয়রের বাসা থেকে সিলেটের 'বিশ্বনাথ পৌরসভা'র কার্যালয় নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বিকেল ৩টার দিকে পৌর শহরের ষ্টেশন নতুন বাজার এলাকার 'বিশ্বনাথ-খাজাঞ্চী সড়ক'র পার্শ্ববর্তী আলী হোসেন ভবনে স্থানান্তরকৃত পৌরসভার কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র মুহিবুর রহমান।

স্থানান্তরকৃত কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- বিশ্বনাথ পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফজর আলী, ৪নং ওয়ার্ডের মুহিবুর রহমান বাচ্চু, ৬নং ওয়ার্ডের বারাম উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুজ্জামান, কর নির্ধারক সাজিদুল হক, নকশাকার আশরাফুজ্জামান চয়ন, কর আদায়কারী নাজির হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মোতালেব হোসেন, কার্য সহকারী জগন্নাথ সাহা, পৌর মেয়রের একান্ত সচিব সুরমান আলী সুমন, সংগঠক আবুল হোসেন, নাছির উদ্দিন, সেবুল আহমদ, কামরান হোসেন, সুজন আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বিশ্বনাথ পৌরসভার মেয়র মুহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পৌরসভার ৭ কাউন্সিলরের অনাস্থা প্রস্তাব আনার পর উপজেলা পরিষদ এলাকাস্থ পৌরসভার প্রথম কার্যালয় থেকে সব মালামাল-কাগজপত্র নিজের বাসায় নিয়ে অফিস সাজান মেয়র। এরপর মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত দু'দফার তদন্ত শেষে মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বিকেলে পৌর কার্যালয় মেয়র মুহিবুর রহমানের বাসা থেকে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। যদিও পৌরসভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে থাকা কার্যালয়ে কেনো পুনঃরায় অফিস ফিরিয়ে নেওয়া হল না, এনিয়ে রয়েছে ধোঁয়াসা। আর কার্যালয় স্থান্তান্তর অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মুহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা ওই ৭ কাউন্সিলরও অনুপস্থিত ছিলেন।

অবাঞ্ছিত জাফর ইকবাল!

ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। চিরকুটের জবাবে বিভিন্নজন নিজেদের ওয়ালে পোস্ট করেছেন। অনেকেই তার প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন। গত মঙ্গলবার দুই প্রকাশনী তার বই বিক্রি না করার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার পর দেশের সবচেয়ে বড় অনলাইনভিত্তিক বইয়ের দোকান রকমারি ডটকমে মিলছে না জাফর ইকবালের বই। বিষয়টি নিশ্চিত করে রকমারি কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, আমাদের সাইট থেকে তার সব বই 'নট অ্যাভেইলেবল' করে দেয়া হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বই কেনার প্ল্যাটফর্ম বুকস অব বেঙ্গল এবং প্রগতি বইঘর জাফর ইকবালের বই বিক্রি না করার ঘোষণা দেয়। প্রগতি বইঘর তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেছে, 'ঠিক এখন থেকে জাফর ইকবাল স্যারের সব বই বিক্রি করা আমরা বন্ধ ঘোষণা করছি'।

এদিকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ের জনপ্রিয় শিক্ষক, সেই সাথে ছাত্রছাত্রীদের প্রিয়মুখ ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। নাচিয়ে নেচে কত ভাবে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি। অবশেষে সেই অশেষ স্মৃতির ক্যাম্পাসে এবার অবাঞ্ছিত হলেন তিনি। আকাশের ঝলঝল তারা, এক টানে যেন নেমে গেলেন মাটিতে। কারন একটাই কোটা বিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান। অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সহ যারা শিক্ষার্থীদের দাবির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ও আজীবন নিষিদ্ধ করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) আন্দোলনকারীদের শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৬ জুলাই) বিকালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক সমাবেশে এ ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে মুহম্মদ জাফর ইকবালের করা একটি লিখিত মন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরুর পর এ সিদ্ধান্ত নিলেন শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা। ওই চিঠিতে জাফর ইকবাল বলেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আমি মনে হয় আর কোনোদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইবো না। ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলেই মনে হবে, এরাই হয়তো সেই রাজাকার। আর যে কয়দিন বেঁচে আছি, আমি কোনো রাজাকারের মুখ দেখতে চাই না। একটাই তো জীবন। সেই জীবনে আবার কেন নতুন করে রাজাকারদের দেখতে হবে?'

টেমস নদীর তীরে অনন্ত রাধিকার ওয়েডিং পার্টি!

সূত্রের খবর, লন্ডনেই এবার এলাহি আয়োজনে হবে অনন্ত-রাধিকার পোস্ট ওয়েডিং পার্টি। ইতিমধ্যেই লন্ডনে উড়ে গিয়েছে নব দম্পতি। তবে পার্টি কবে? কোথায় হবে? তা এখনও জানা যায়নি।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, লন্ডনে আম্বানিদের প্রচুর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব রয়েছেন। অনেকেই সেদেশ থেকে মুম্বাইয়ের অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। সেই কারণেই লন্ডনের প্রিয়মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আম্বানি পরিবারের। শোনা যাচ্ছে, এই পার্টির নিমন্ত্রিত তালিকায় রয়েছেন বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মাও। গোটা বলিউড তো বটেই এমনকী পশ্চিমী বিনোদুনিয়ার গ্যামারের ছটায় আলোকিত হল বিয়ের আসর। ছাদনাতলায় যাওয়ার আগে দাদা ধীরুভাই আম্বানির থেকে আশীর্বাদ নেন অনন্ত। রীতি-রেওয়াজ মেনে মা নীতা আম্বানি ছেলের 'শেহেরাবন্দি' অনুষ্ঠান পালন করলেন। বড়ভাই-ভাবী আকাশ-শ্লোক এবং বোন-জামাই ইশা-আনন্দ সকলেই অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে আগত অতিথিদের আপ্যায়ণে কড়া নজর রেখেছিলেন।

বারাণসীকে উৎসর্গ করে অনন্ত-রাধিকার বিয়ের থিম ছিল 'অ্যান অড টু বারাণসী'। বিয়ের থিমের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাপি পোশাকে সেজেছে আম্বানি পরিবার। অতিথি আপ্যায়ণেও বিশেষ মেনু। মা নীতা আম্বানির প্রিয় বারাণসী স্ট্রিট ফুড প্রাধান্য পেয়েছে এলাহি নৈশভোজের তালিকায়। বারাণসী স্পেশাল চাট, মিষ্টি, লস্যি, চা, খারি, পান এবং মুখশুদ্ধির মতো রকমারি পদ ছিল।

ছেলের বরযাত্রীতে সোনার মঙ্গল প্রদীপ হাতে দেখা গিয়েছে নীতা আম্বানিকে। গত দেড় বছর ধরে অনন্ত-রাধিকার স্বপ্নের বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। কখনও দেশে কখনও বিদেশে তারকাখচিত পার্টির ঝলক দেখে নেটপাড়া মজেছে। এবার জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন অনন্ত-রাধিকা।

দুবাই রাজকন্যার পোস্টে তোলপাড়

আমাদের তালাক ঘোষণা করছি। আমি আপনাকে তালাক দিচ্ছি, আমি আপানাকে তালাক দিচ্ছি এবং আমি আপনাকে তালাক দিচ্ছি। নিজের যত্ন নেবেন। আপনার সাবেক স্ত্রী।'

এদিকে খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমত ঝড় তুলেছে। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, এই দম্পতি একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন এবং নিজেদের প্রোফাইল থেকে একে অপরের সমস্ত ছবিও মুছে দিয়েছেন। কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে, এই জুটি একে অপরকে ব্লক করেছেন। আবার অনেকে ভাবছেন, শেখ মাহরার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কি-না।

দুবাই রাজকন্যার ওই পোস্টের কমেন্টে একজন লিখেছেন, 'খারাপ সংবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' আরেকজন লিখেছেন, 'আমি গর্বিত, আপনার সিদ্ধান্তের জন্য।'

অপর এক ব্যবহারকারী রাজকন্যাকে তার সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করে লিখেছেন, 'এটি জীবনের একটি পর্যায় এবং এটি ভালো-মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়েই চলতে থাকবে এবং জীবন কারও জন্য থেমে থাকবে না।'

অন্য একজন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে লিখেছেন, 'কিন্তু ডিভোর্স তো স্বামীর পক্ষ থেকে হবে, তাই না? স্ত্রীর তো স্বামীকে তালাক দেওয়ার সুযোগ নেই?'

যাইহোক, শেখ মাহরা ও শেখ মানারের মধ্যে বিয়েটা অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের মে মাসে। বিয়ের ১২ মাসের মাথায় এই দম্পতি তাদের প্রথম কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানায়। শেখ মাহরা সে সময় তার সন্তানের জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে 'জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পাশাপাশি তখন একটি ছবিতে তার স্বামী শেখ মানাকে তাদের সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করতেও দেখা যায়।

এদিকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রাজকুমারী মাহরা তার ইনস্টাগ্রামে একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। যেখানে তার শিশু সন্তানকে আলিঙ্গন করা ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, 'শুধু আমরা দুজন'। ওই পোস্টটিই কি ডিভোর্সের এই ঘোষণার পূর্ব সংকেত বা সম্ভাব্য ইঙ্গিত ছিল? এমন প্রশ্নও উঠছে এখন।

শেখ মাহরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের কন্যা। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আইনজীবী এবং স্থানীয় একজন ডিজাইনার। মাহরা যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ডিগ্রি এবং মোহাম্মদ বিন রশিদ সরকারি প্রশাসন থেকেও কলেজ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

যুক্তরাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে সিলেট

বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করবে। এর মাধ্যমে নগদ সহায়তা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সরবরাহ করবে। এটা বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের চলমান প্রতিক্রিয়ার পরিপূরক হবে।

যুক্তরাজ্য বিশ্বব্যাপী মানবিক তহবিল, যেমন- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ ডিজাস্টার রেসপন্স ইমার্জেন্সি ফান্ড (ডিআরইএফ) এবং জাতিসংঘের সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ডের (সিইআরএফ) একটি উল্লেখযোগ্য সহায়তাকারী দেশ।

এ দুটি সংস্থা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সরবরাহ, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সহায়তা এবং নগদ সহায়তার জন্য মোট ৮৯.৫ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে।

ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যৌথ সভা

কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে সংঘাতে ঠেলে দিয়ে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছে

আজ ১৭ জুলাই (২০২৪), বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জামায়াত-বিএনপি চক্রের অনুপ্রবেশ, রাজাকারদের পক্ষে শ্লোগান এবং উদ্ভূত সংঘাতময় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সঙ্গে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র প্রতিনিধিদের এক জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'নির্মূল কমিটি'র সভাপতি শিক্ষাবিদ শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদসন্তান আসিফ মুনীর।

সভায় কোটা সংস্কারের ন্যায্যতা, সংক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের আবেগ ও অনুভূতিকে পুঁজি করে তাদের আন্দোলনে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী গণহত্যাকারী, নারীধর্ষণকারী রাজাকারদের মহিমান্বিত করে শ্লোগান দেয়া, ১৬ জুলাই ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু এবং শত শত আহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়– 'সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের চলমান আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হলেও সুযোগ বুঝে বিএনপি-জামায়াত চক্র বাইরে থেকে সমর্থনের কথা বলে তরুণদের একটি ন্যায়সঙ্গত ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণতি করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এতে অনুপ্রবেশ করে। জামায়াত-বিএনপির ছাত্রকর্মীরা দলনিরপেক্ষ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সুযোগে বিভিন্ন সময়ে সড়ক অবরোধ করে আইন-শৃঙ্খলা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা শাহবাগ চত্বরে সমবেত হয়ে মিছিল করেছে।

'১৬ জুলাই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন। আমরা এধরনের সংঘাতে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা কখনও ছাত্রদের হাতে অস্ত্র দেখতে চাই না। গত এক যুগেরও অধিক সময় আমরা লক্ষ্য করছি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি-জামায়াত চক্র সংঘাত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিদেশী প্রভুদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র ও জনতার বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে তারা অনুপ্রবেশ করে সেগুলোকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে '৭১-এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো ব্যর্থ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানাতে চাইছে।

'কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি– মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী অপশক্তি তাদের ন্যায়সঙ্গত ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে যাতে কোনও ভাবে দেশের অর্থনীতি ও জনজীবন বিপর্যস্ত করে সরকার পতনের উদ্দেশ্যে যেন ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবন, পারিবারের নিরাপত্তা সব কিছু বাজি রেখে মরণপণ যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন বলেই এদেশ আজ অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে অনেক পেছনে ফেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক কোনও অবস্থায় যাঁদের কারণে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেই নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে এটা স্বাভাবিক। সেই আন্দোলন যাতে জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বলতে চাই– কোটা সংস্কার আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াতের অনুপ্রবেশ ঘটলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ রয়েছে, যারা আপনার সন্তান, আমাদের সন্তান। আপনি অতীতে বহুবার নির্দলীয় নাগরিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এবারও অনুরোধ করব আপনি তাদের ডাকুন, কথা শুনুন, আমাদের সন্তানদের কোনও ভাবে স্বাধীনতাবিরোধীদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেবেন না।'

সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ভেতর উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সমাজকর্মী কাজী মুকুল, শহীদসন্তান তানভীর হায়দার চৌধুরী শোভন, অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল, লেখক ব্লগার মারুফ রসুল, চারুশিল্পী ফুলেশ্বরী প্রিয়নন্দিনী, চলচ্চিত্রনির্মাতা ইসমাত জাহান, সংস্কৃতিকর্মী শাহীন উদ্দিন আহমেদ, সমাজকর্মী কেশব রঞ্জন সরকার, সমাজকর্মী এ.বি.এম মাকসুদুল আনাম, সমাজকর্মী কামরুজ্জামান অপু, ছাত্রনেতা হারুণ অর রশিদ, চলচ্চিত্রনির্মাতা লুবনা শারমিন, চারুশিল্পী শেখ শাহনেওয়াজ আলী পরাগ, চলচ্চিত্রনির্মাতা সাইফ উদ্দিন রুবেল, ড. তপন পালিত, সমাজকর্মী হাসান আব্দুল্লাহ বিপ্লব, এডভোকেট রত্নদীপ দাস রাজু, সাংবাদিক সাইফ রায়হান, আবৃত্তিশিল্পী মো. শওকত আলী, এডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবু, সমাজকর্মী পূর্ণিমা রানী শীল, ড. তানজীর মান্নান রুপন, অনলাইন এক্টিভিস্ট এ.এস.এম শরিফুল হাসান, চারুশিল্পী ইফতেখার খান বনি,

বাহিনীর সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। গত ১৫ জুলাই গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে আলোচনাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে রাজাকারদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় জামায়াত-বিএনপির ছাত্রকর্মীরা মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত একটি ঐতিহাসিক শ্লোগানকে বিকৃত করে 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' শ্লোগান দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বিভিন্ন সংগঠনের শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মান করতে পারেন না। সর্বস্তরের নাগরিকদের সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোটার প্রয়োজন হয়। দেশ যত উন্নত হবে কোটার প্রয়োজন তত কমতে থাকবে। বর্তমান সংকট সমাধানের লক্ষ্যে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমরা মনে করি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বৈষম্যমুক্ত সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি সমাজকর্মী আলমগীর কবির, সমাজকর্মী মো. হেলালউদ্দিন, সংস্কৃতিকর্মী শামস রশীদ জয়, আবৃত্তিশিল্পী আরেফিন অমল, মানবাধিকারকর্মী ফয়সাল হাসান তানভীর, সমাজকর্মী প্রাণতোষ তালুকদার, সমাজকর্মী আবদুল হালিম বিপ্লব, সমাজকর্মী কাজী রেহান সোবহান ও সমাজকর্মী মো. আবদুল্লাহ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোরশেদ আলম, এস এম লুৎফর রহমান, সান্দ্রা নন্দিনী, রাসেল খান নিলয়, নিমর্ল কমিটি ঢাকা মহানগরের সদস্য মো. আলমগীর হোসেন ও দারুস সালাম থানার ভারপ্রপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ সায়মন।

স্কুল গভর্নিং কমিটি নির্বাচন, সিন্ডিকেট ও গণতন্ত্রের তন্ত্র মন্ত্রে দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বখাটেদের দখলে

নজরুল ইসলাম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মেধাবী নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানে যথাযথ নেতৃত্বের ভুমিকা অপরিহার্য। একজন পেশাদার দক্ষ নেতৃত্বদানকারী প্রধান শিক্ষক কিংবা অধ্যক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে। দক্ষ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি অনন্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারে। যিনি প্রধান শিক্ষক বা প্রশাসক তাঁর নেতৃত্বের উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে।

আজকের আলোচ্য বিষয় স্কুল গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পর্ষদ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পুঁজি করে কিছু লোক দেশব্যাপী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে স্কুল কলেজের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে উক্ত পদ তাদের রুটি-রুজিরর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাহারা এই পদে বছরের পর বছর বহাল তবিয়তে না থাকতে পারলেই মামলা-মোকদ্দমা হুমকি ধামকি রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এ যেন নিত্যদিনের ঘটনা।

নতুন বিনিমালার আলোকেও শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির বিরোদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এতে করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষানুরাগীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। সারাদেশ জুড়ে এই চিত্র ভয়াবহ। বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সোর্স থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ স্টাডি করার পর আমার কাছে যে বিশৃঙ্খলার চিত্র ফুটে উঠেছে এতে দেখা যাচ্ছে, নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির তফসিল ঘোষণায় অভিভাবকদের নিয়ে কোনো আলোচনা বা সভা করা হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষক তার পছন্দের লোকজন কমিটিতে নেওয়ার জন্য গোপনীয়ভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছেন। ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক উৎসাহী অভিভাবকরা নিজেদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারছেন না। সারা দেশজুড়ে অভিযোগের ধরন একই।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটি থাকলেও কার্যত এখন এই ধরনের কমিটির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পরিচালনা কমিটির নামে ক্ষেত্রবিশেষে এখন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা এই কমিটিকে তাদের আয়ের অন্যতম উৎস মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে এই কমিটিকে স্থানীয় বখাটে প্রভাবশালীদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। সিন্ডিকেট করে কমিটি জবর দখল করা হচ্ছে। সমাজের শিক্ষিত যোগ্যতাসম্পূর্ণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষানুরাগী শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিয়ে যারা ভাবেন বখাটেদের তাণ্ডবে তারা নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

কথায় আছে "চোরে চোরে হালি এক চোরে বিয়া করে আরেক চোরের হালি " সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মনোনীত একটি স্কুলের সভাপতি পার্শ্ববর্তী স্কুলে তার গোত্র-সহকর্মীকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সভাপতি করতে মারিয়া হয়ে ওঠেন। পেছন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করে এলাকার সকল মূর্খ লোকদের একত্রিত করে স্কুল পরিচালনা করাতে সহায়তা করেন। সমাজের ভালো লোক, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষানুরাগী এমন লোকেরা সামগ্রিক অবস্থা উপলব্ধি করে অপমানিতবোধ করেন। ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নানামুখী ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কমিটির কোনো প্রয়োজন আছে কি? স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এক সময় বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে কোনো বেতন পেতেন না। পরবর্তী সময়ে এমপিওভুক্তির মাধ্যমে তারা ৪০ বা ৫০ শতাংশ বেতন সরকার থেকে পাওয়া শুরু করেন। ২০০৪ সাল থেকে শতভাগ বেতন দিচ্ছে সরকার। শুধু বেতন-ভাতাই নয়, প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের খরচই বহন করে সরকার। শিক্ষার্থীদের বই থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চসহ সব আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, নতুন ভবন তৈরি, ভবন সংস্কার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের খরচ সবই বহন করে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের বড় অংশটিই ব্যয় হয় এসব খাতে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে সিন্ডিকেট চক্র স্থানীয়ভাবে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব উত্স ব্যবহার করে অনেক অর্থ আয় করে, যা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারী ও পরিচালনা কমিটির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে।

> বিধিমালায় বলা হয়েছে, ‘শিক্ষা বোর্ড, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির যে কোনো বিষয় অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোনো অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করতে পারবে। এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন, সরকার বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোনো নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ প্রমাণ হলে শিক্ষা বোর্ড যে কোনো সময় গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল করতে পারবে

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, একটা সময় সরকার যখন পুরো বেতন-ভাতা দিত না তখন শিক্ষকদের বেতনের টাকা সংগ্রহ করে দেবার জন্য কমিটির দরকার ছিল। এখন আর এর দরকার কী? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কমিটির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা শিক্ষানুরাগীরা ভাবছেন। তারা মনে করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সক্ষমতা আছে। ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নানামুখী ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। সময় এসেছে নতুন করে ভাবার।

স্কুল পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির দায়িত্ব পালনে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই, ল্যাবরেটরি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা। আর্থিক অনুদান সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত ও অপসারণ, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন ও উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন, ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের আবেদন মঞ্জুরি, ছুটির তালিকা অনুমোদন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান ও স্টাফদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুলের সম্পত্তির কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের নিয়ে প্রি-সেশন সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

সারা দেশ জুড়ে অভিযোগ রয়েছে, বর্তমানে অধিকাংশ পরিচালনা পর্ষদই এসব কাজের একটিও করে না। বরং প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে বিভিন্ন নামে টাকা লুটপাট করে তহবিল শূন্য করার শত শত অভিযোগ উদাহরণ প্রিন্ট মিডিয়ায়। সংস্কারের কোনো কাজ না করেই টাকা তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা মামলা মোকাদ্দমা কোর্ট কাচারিতে গড়িয়েছে। হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, স্কুল পরিচালনা কমিটির নতুন বিধিমালা দিয়েও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কমিটি গঠন বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটি উপজেলায়ই শিক্ষা অফিস আছে। সরকারি স্কুলে ডিসির নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি আছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা এখন সময়ের দাবি।

আমি নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে কৌতুহলী ছিলাম। সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন করেছি এবং এটি সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে নতুন জারি করা বিধিমালায় গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির ওপর শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃত্ব অনেক বেশি রাখা হয়েছে। কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও স্বার্থহানির প্রমাণ মিললে কারণ দর্শানো ছাড়াই এই কমিটি ভেঙে দিতে পারবে শিক্ষা বোর্ড, যা আগের বিধিমালায় ছিল না। এছাড়া ভর্তি, অতিরিক্ত ভর্তি, ফরম পূরণ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম প্রমাণিত হলে এবং প্রতিষ্ঠানের অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে গুণগত শিক্ষাদানে অন্তরায় মনে হলেও বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারবে। বোর্ড প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিটি দুই বছরের জন্য গঠন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবে। বিধিমালায় বলা হয়েছে, ‘শিক্ষা বোর্ড, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির যে কোনো বিষয় অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোনো অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করতে পারবে। এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন, সরকার বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোনো নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ প্রমাণ হলে শিক্ষা বোর্ড যে কোনো সময় গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল করতে পারবে। এছাড়া সভাপতির বা কোনো সদস্যের কোনো কর্মকাণ্ড বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিংবা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ পরিপন্থি হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা সংশ্লিষ্ট কমিটির কোনো সদস্য শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানোর সুযোগ রাখা হয়েছে নতুন বিধিমালায়।সম্প্রতি এই বিধিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নতুন বিধিমালায় আরো উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান বিধিমালায় সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এইচএসসি উত্তীর্ণ। আগে এই পদে কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত ছিল না। বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি একই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে পরপর দুই বারের বেশি সভাপতি, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধি হতে পারবেন না। তবে এক মেয়াদ বিরতি দিয়ে পুনরায় নির্বাচন করতে পারবেন। এক জন ব্যক্তি দুটি কলেজের গভর্নিং বডি এবং দুটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিসহ মোট চারটির বেশি পদে সভাপতি থাকতে পারবেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমন একটি চমৎকার বিধিমালা update করার পরেও দেশ জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রক্রিয়াই যেন "যেই লাউ সেই কদু, শিক্ষক ও অভিভাবকরা বলছেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারই সব ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। এ কারণে গভর্নিং বডির প্রভাব কমিয়ে শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা প্রশাসনের হাতে আরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়া উচিত।

নজরুল ইসলাম ,জার্নালিস্ট, প্রধান সম্পাদক- দা সিলেট পোস্ট ডট কম, ওয়ার্কিং ফর ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস NHS ইউ কে।

হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ পেছাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের সার্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের হালনাগাদ তথ্য ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ পিছিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আগে যে তথ্য প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করত, এখন সেটা মাসে করবে। এসব তথ্য বা বিশ্লেষণ এমন সময় প্রকাশ করছে, যখন এগুলোর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে। দেশের অর্থনীতি যখন মন্দা মোকাবিলা করছে, নানা গুজবের ডালপালা মেলছে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এতে অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র জনগণের সামনে থেকে আড়াল করা হচ্ছে। ফলে গুজবনির্ভর তথ্যের ছাড়াছড়ি বাড়বে। গত দুই বছরের মধ্যে গুজব মোকাবিলা করতে কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়েছে।
কারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তির তথ্য প্রকাশ পাচ্ছিল, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গণবিজ্ঞপ্তি জাড়ি করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের তথ্য এখন থেকে আর প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করবে না। মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ হবে।
আগে প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রস ও নিট রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করত।
দেশের সার্বিক অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্য নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এটি এখনো করবে। তবে রিজার্ভের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করবে না। ৪ ও ১১ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে ৩০ জুনের রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ আগে প্রতি বুধবারের তথ্য বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হতো। আন্তঃব্যাংকে ডলারের গড় দামে তথ্য

আগের মতোই প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। ১১ জুলাই ১০ জুলাইয়ের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ তথ্য প্রতিদিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হচ্ছে।
রেমিট্যান্স, আমদানি ও রপ্তানির তথ্য আগের মতো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করবে। তবে আমদানি ব্যয় ও এলসি খোলা, এলসির নিষ্পত্তির তথ্যের প্রকাশ বিলম্বিত করা হচ্ছে। হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করছে না।
চলতি হিসাবে ঘাটতির তথ্য আগের মতো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করছে। তবে তা হালনাগাদ তথ্য নয়। এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সূচকের এপ্রিল পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। অথচ বিভিন্ন সূত্র থেকে গণমাধ্যমে মে মাসের তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে। রিজার্ভ মানি, ব্রড মানি, দেশীয় ঋণ, সরকারি ঋণ ও বেসরকারি ঋণএসব তথ্য আগের মতো প্রকাশ করলেও দেরিতে করছে। ফলে হালনাগাদ তথ্য মিলছে না।
এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনও এখন দেরিতে প্রকাশ করছে।
দুটি প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন) চলে গেছে। এরপরও অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের দেশের অর্থনীতির সার্বিক চিত্রের বিশ্লেষণধর্মী ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক’ প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
এখন যদি ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে, এতে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে এপ্রিল-জুন প্রান্তিকের জন্য যে পূর্বাভাস দেওয়া হবে, এর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, ইতোমধ্যে এপ্রিল-জুন প্রান্তিক চলে গেছে।
আর্থিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন প্রতিবেদনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর আর প্রকাশ করা হয়নি। এ পর্যন্ত তিনটি প্রান্তিক চলে গেছে। এখন যদি অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, এর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না।
ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণের তথ্য প্রতিমাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দেয়। প্রতি প্রান্তিকের তথ্য প্রান্তিক শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠাতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলো সমন্বয় করে পরবর্তী দুই থেকে তিন সপ্তাহে চূড়ান্ত করে।
এসব তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা না হলেও গণমাধ্যম নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করত। এখনো একই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথ্য সমন্বয় করে চূড়ান্ত করে। কিন্তু গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এসব তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশেও দেরি হচ্ছে।

সাবেক সেনাপ্রধান আজিজের অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান চেয়ে রিট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের অনুসন্ধান চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। রিটে আজিজ ও তার পরিবারের বিপুল পরিমাণ স্থাবর অস্থাবর সম্পদের উৎস কি এবং তা কোন উপায়ে আয় করেছেন এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
রিটে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) বিবাদী করা হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জামিউল হক ফয়সাল এ রিট করেন।
রিটটি বিচারপতি এস.এম কুদ্দুস জামান ও বিচারপতি এ.কে.এম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানির অপেক্ষায় আছে।
জানতে চাওয়া হলে জামিউল হক ফয়সাল বলেন, ‘জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও সংবাদ প্রকাশের পরে দুদক চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে তারা জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ দুদক যাচাই করছেন। তাই তাদের যাচাই-বাছাইয়ের অগ্রগতি কি এবং কোন পর্যায়ে তা জানতে চেয়েছি। অগ্রগতি না থাকলে পুনরায় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। রিটে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও রয়েছে।’

দুই যুগেও হলো না সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যার বিচার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দুই যুগ অতিবাহিত হলেও যশোরের সাংবাদিক শামছুর রহমান কেবলের হত্যার বিচার হয়নি। আলোচিত এ হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম পাঁচ বছর মামলার কার্যক্রম চললেও ১৯ বছর ধরে তা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আইনের মারপ্যাঁচে মামলাটি উচ্চ আদালতে আটকে আছে। উচ্চ আদালতের এই জট ছাড়াতে বারবার সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ধরনা দিয়েও কোনো ফল মেলেনি।
সাংবাদিক শামছুর রহমান কেবল ২০০০ সালের ১৬ জুলাই রাতে জনকণ্ঠ যশোর অফিসে কর্মরত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।
এদিকে শামছুর রহমানের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মঙ্গলবার যশোরে বিভিন্ন সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রেস ক্লাব যশোর ও যশোর

সাংবাদিক ইউনিয়নসহ অন্য সংগঠনের নেতারা এদিন সকালে প্রেস ক্লাবে জমায়েত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এরপর শোকর্যালি করে কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। পরে প্রেস ক্লাবের আয়োজনে দোয়া মাহফিল এবং যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের আয়োজনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।
মামলার বাদী শামছুর রহমানের সহধর্মিণী সেলিনা আকতার লাকি বিচারিক আদালত পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে হাইকোর্টে আপিল করেন। বাদীর এই আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ‘মামলাটি কেন যশোরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না’ তার জন্য সরকারের ওপর রুলনিশি জারি করেন।
এরপর মামলায় বর্ধিত তদন্তে সংযুক্ত আসামি ফারাজী আজমল হোসেন উচ্চ আদালতে একটি রিট করেন। সেই রিটের নিষ্পত্তি না হওয়ায় মামলার সব কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার বাড়বে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মুদ্রানীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন আসছে না। আগের মতোই সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দেওয়া হতে পারে। তবে নীতি সুদহার বাড়বে। এতে ব্যাংক খাতে সুদহার আরও বেড়ে যেতে পারে। চাপে পড়বেন উদ্যোক্তারা।
তবে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার ধাক্কা সামাল দিতে এসএমই খাতকে শক্তিশালী করার কৌশল থাকছে এবারের মুদ্রানীতিতে। সব ঠিক থাকলে নতুন মুদ্রানীতির খসড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের মঙ্গলবারের বোর্ড মিটিংয়ে অনুমোদন হতে পারে।
রোববার বিকালে এ সংক্রান্ত এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে গভর্নর ছাড়াও ডেপুটি গভর্নর ও খাত সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন।
বৈঠক সূত্রে জানা যায়, এবারের মুদ্রানীতিতে খেলাপি ঋণ আদায়ের বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। এছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পথনির্দেশনা আসছে। কারণ গত মুদ্রানীতিতেও একই ঘোষণা দিয়েছিলেন গভর্নর। ইতোমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই এখনো ঠিকমতো কাজ করছে না। কবে নাগাদ কাজ শুরু করবে তাও বলা যাচ্ছে না। তাই নীতি সুদ হার বৃদ্ধি, ক্রলিং পেগে অটল এবং খেলাপি ঋণ কমানোর মতো পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তই আবারও আসছে নতুন অর্থবছরের প্রথম ধাপের মুদ্রানীতিতে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে গত বছর দেশে কর্মসংস্থান কমেছে। এর প্রধান কারণ বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা ঠিকমতো ঋণ পাননি। এমন পরিস্থিতিতে দেশের কর্মসংস্থান ঠিক রেখেই সংকোচনের পথে হাঁটছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এজন্য এবারের মুদ্রানীতিতে এসএমই খাতকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এতে মূল্যস্ফীতিতে লাগাম টানার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বাড়তে পারে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, মার্কিন ডলারের পাশাপাশি স্থানীয় টাকার সংকট, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা এবং সুশাসনের অভাবে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণহীন ব্যাংক খাত–মোটাদাগে এই সবই হচ্ছে এখন দেশের আর্থিক খাতে প্রধান সমস্যা। এসব চ্যালেঞ্জ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে মুদ্রানীতিতে।
সূত্র জানায়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন করে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ কম। ব্যাংক ঋণের সুদহার এরই মধ্যে ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এরপরও নীতি সুদের হার বাড়িয়ে টাকাকে আরও দামি করে তোলা হতে পারে। এতে ঋণের সুদের হার আরও বাড়বে।

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ৪ কেজি কোকেনসহ বিদেশি নারী আটক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রাম শাহ আমানত আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে কোকেন সাদৃশ বস্তুসহ এক বিদেশি নারীকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (১৫ জুলাই) সকালে বিমানবন্দর সিকিউরিটি ও ইন্টেলিজেন্স (এপিবিএন) সদস্যরা তাকে আটক করেন। তার ব্যাগ তল্লাশি করে একটি ইউপিএসের ভেতর থেকে ৩ কেজি ৯০০ গ্রাম ওজনের কোকেনের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে।
স্টালিয়া শান্টে নামে আটক ওই নারী ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ বাহামার নাগরিক। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তার হেফাজত থেকে জব্দ বস্তু আদৌ কোকেন কি না, তা পরীক্ষার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, স্টালিয়া ১২ জুলাই এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে ব্রাজিল থেকে দুবাই পৌছান। সেখান থেকে ফ্লাই দুবাইয়ের একটি ফ্লাইটে শনিবার চট্টগ্রামে আসেন। তবে সেদিন তার লাগেজ পৌছায়নি। স্টালিয়া গত তিনদিন ধরে নগরীর আগ্রাবাদ হোটেলে অবস্থান করছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এপিবিএনের সদস্যরা তাকে অনুসরণ করে। দুদিন পর আসা লাগেজটি বুঝে নেওয়ার জন্য সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি বিমানবন্দরে গেলে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা টিম এবং এপিবিএন সদস্যরা তাকে আটক করেন। এরপর লাগেজে তল্লাশি করে কোকেন সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। যার ওজন ৩ কেজি ৯০০ গ্রাম। লাগেজের একটি ইউপিএসের ভেতরে সেগুলো রাখা হয়েছিল।

নির্বাচনি সভায় গুলিবিদ্ধ ট্রাম্প, নিহত দুই

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ডান কানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। নির্বাচনি প্রচারে মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনি প্রচারে এ ঘটনা ঘটে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্দুক হামলার পরপরই সন্দেহভাজন হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

একটি সূত্র সিএনএনের প্রতিবেদককে জানিয়েছে, পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ২০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি এ হামলা চালিয়েছে।

এদিকে হামলাকারী গুলিতে একজন রিপাবলিকান সমর্থক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জেলা অ্যাটর্নি রিচার্ড গোলডিঞ্জার। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

এরইমধ্যে হামলার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্প মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন এসময় হঠাৎ বন্দুক হামলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে মঞ্চে বসে পড়েন ট্রাম্প। তার সমর্থকদের চিৎকারও করতে শোনা যায়।

হামলার পরপরই সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা ট্রাম্পকে দ্রুত একটি গাড়িতে তোলেন। এসময় ট্রাম্পের কান ও গাল বেয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়।

রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহত ট্রাম্পকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ট্রাম্প মঞ্চে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই পাশের একটি ভবনের ছাদ থেকে এ হামলা চালান ওই সন্দেহভাজন হামলাকারী। তার হাতে একটি রাইফেল ছিলো।

সাবেক এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে বলেন, এটা অবিশ্বাস্য যে আমাদের দেশে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারী সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। হামলাকারী নিহত হয়েছেন। গুলিতে ডান তার কানের ওপরের অংশে ফুটো হয়ে গেছে বলেও ওই পোস্টে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

তিনি আরও বলেন, আমি হঠাৎ করে গুলির শব্দ শুনি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি অঘটন ঘটেছে। আর তখনই অনুভব করি গুলি আমার চামড়া ফুটো করে দিয়েছে। অনেক রক্ত পড়তে থাকে, আমি তখন বুঝতে পারি কী ঘটেছে।

ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

হামলার পরপরই সঠিক পদক্ষেপ নেয়ায় মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের পাশাপাশি অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। 'ঈশ্বর আমেরিকার মঙ্গল করুন!' লিখে ট্রাম্প তার পোস্টটি শেষ করেন।

নির্বাচনি সমাবেশে ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হামলার পর ডেলাওয়্যারের রেহোবোথ বিচে তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ায় বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সহিংসতার কোনো স্থান নেই।

তিনি বলেন, এটা অসুস্থ। এধরনের কিছু যাতে আর কখনো না ঘটে, তার জন্য হলেও আমাদের একত্রিত হতে হবে। এ ধরনের কোনো কিছু আমরা হতে দিতে পারি না।

ট্রাম্পকে গুলি করা কে এই টমাস ম্যাথিউ

পোস্ট ডেস্ক : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার পর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন সন্দেহভাজন হামলাকারী টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। ২০ বছর বয়সী এই তরুণ পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বেথেল পার্ক এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। হামলার পেছনের কারণ খতিয়ে দেখছে তারা।

শনিবার পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলার এলাকায় এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে পাশের একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি করেন ক্রুকস। গুলির পরপরই ট্রাম্প মঞ্চে বসে পড়েন। তাঁর ডান কান দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। এ সময় গুলিতে নিহত হন সমাবেশে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত হন দু'জন।

ভোটারদের তালিকা অনুসারে, ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিরই নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন ক্রুকস। আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হতেন তিনি। হামলা চালানোর সময় তাঁর হাতে এআর-১৫ আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিল বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

বাটলার এলাকায় যেখানে ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে বসবাস করতেন ক্রুকস। হামলার পর রোববার 'বিশেষ নিরাপত্তার কারণে' বেথেল পার্ক এলাকার আকাশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ক্রুকসের বাবা ম্যাথিউ ক্রুকস (৫৩) সিএনএনকে বলেছেন, কী ঘটেছে, তা বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার আগে ছেলের সম্পর্কে কিছু বলতে চান না তিনি।

কোভিডে এখনও সারা বিশ্বে সপ্তাহে ১৭০০ মানুষ মারা যাচ্ছে

পোস্ট ডেস্ক : কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে এখনও বিশ্বজুড়ে সপ্তাহে প্রায় ১৭০০ মানুষ মারা যাচ্ছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সেইসঙ্গে অবিলম্বে মানুষকে এই রোগের টিকা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটির মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস ভ্যাকসিনের কভারেজ হ্রাসের বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী। ' সংস্থাটি সুপারিশ করেছে, সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মানুষদের শেষ ডোজ নেয়ার ১২ মাসের মধ্যে অবশ্যই একটি কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে কোভিড-১৯-এ ৭ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদিও মহামারীতে প্রকৃত

জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তথ্যগুলো দেখায় স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৬০ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনের কভারেজ হ্রাস পেয়েছে, এই দুটি

মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। কোভিড-১৯ অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। টেড্রোস ২০২৩ সালের মে মাসে একটি আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য জরুরি হিসেবে কোভিড-১৯ -এর সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন, ২০১৯ সালের শেষ দিকে চীনের উহানে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হওয়ার তিন বছরেরও বেশি সময় পরে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাস নজরদারি ও সিকোয়েন্সিং বজায় রাখতে এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং ভ্যাকসিনের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য সরকারগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে।

ওমানে গুলিতে নিহত ৪

পোস্ট ডেস্ক : ওমানের পুলিশ জানিয়েছে, দেশটির রাজধানী মাসকাটের একটি মসজিদের কাছে গুলিবর্ষণের ঘটনায় চারজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আল-ওয়াদি আল-কাবির এলাকার একটি মসজিদের অদূরে গুলিবর্ষণের ওই ঘটনা ঘটে। রাজকীয় পুলিশ বাহিনী এ হামলার জবাব দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাসকাটের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মসজিদটিতে এ হামলায় প্রাথমিকভাবে চার ব্যক্তির নিহত হওয়ার তথ্য জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা বার্তায় পুলিশ বলেছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে প্রমাণাদি জোগাড় করছে তারা।

জাপান ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে

পোস্ট ডেস্ক : গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর সম্প্রতি ইউরোপজুড়ে গাজাবাসী তথা ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন বাড়তে শুরু করেছে। সংঘাতের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর অধিকাংশই ইসরাইলকে সমর্থন করলেও ব্যতিক্রম ছিল কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। তাদের মধ্যে স্পেন ও আয়ারল্যান্ড অন্যতম।

এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল দেশ দুটি। আরেক পশ্চিমা দেশ নরওয়েও এ স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে।

এবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া এ বিষয়টি জানিয়েছেন। খবর লেবাননের সম্প্রচারমাধ্যম আল-মায়েদিনের।

জাপানের রাজধানী টোকিওতে দেশটির ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইয়োকো কামিকাওয়া বলেন, জাপান মধ্যপ্রাচ্যে চলমান 'শান্তি প্রক্রিয়ার' অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। বৈঠকে আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘাইতি উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, তার সরকার ফিলিস্তিনে কয়েক দশকব্যাপী ইসরাইলি দখলের বিপরীতে প্রস্তাবিত 'দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান' সমর্থন করে। জাপান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিদের আকাঙ্ক্ষা বোঝে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

ইয়োকো কামিকাওয়া আরও বলেন, 'ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়ে আমরা কীভাবে শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া যায় তা বিবেচনায় নিয়ে এ সমস্যাটি ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করতে চাই।'

কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, নিন্দা জানাল যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে টানা বেশ কয়েক দিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। তবে তাদের এই আন্দোলনে গত সোমবার ছাত্রলীগ হামলা চালালে তা সহিংসতায় রূপ নেয়। রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। এমন পরিস্থিতিতে সোমবারই কোটা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উঠে আসে।

সহিংস কোটা আন্দোলনের নেপথ্যে

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের ক্ষমতাসিন দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাজধানী ঢাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করার পর, দুই সপ্তাহব্যাপী চলা কোটা বিরোধী বিক্ষোভ সহিংস রূপ নিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের মধ্যে সরকারি চাকরির কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর হামলায় সোমবার ও মঙ্গলবার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত এই বছরের ১ জুলাই। বর্তমান বিক্ষোভের সূত্রপাত কী এবং কেন কোটা ব্যবস্থা বিরোধিতার মুখে পড়েছে?

বাংলাদেশে চাকরির কোটার বিরুদ্ধে কারা আন্দোলন করছে?

সারা বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রচলিত চাকরির কোটা পদ্ধতির সংস্কার দাবি করছে, যার অধীনে অর্ধেকেরও বেশি সরকারি চাকরি সংরক্ষিত রয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বলেছেন যে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জোটবদ্ধ নন এবং তারা একটি যোগ্যতা-ভিত্তিক ব্যবস্থা চান যা সবার জন্য ন্যায্য। বিক্ষোভকারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফাহিম ফারুকী বলেন, শিক্ষার্থীরা একটি ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল এবং এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন ছিল না। প্রতিবাদ আন্দোলনটি 'বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন' নামে পরিচিতি পেয়েছে। কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

সাম্প্রতিক বিক্ষোভের সূত্রপাত কিভাবে?

২০১৮ সালের কোটা বিলুপ্তি অবৈধ বলে গণ্য করে ৫ জুন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তুমুল আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা পদ্ধতি বাতিল করেন। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগ চত্বর অবরোধ করে। রেলপথ অবরোধ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশে কোটা পদ্ধতি কি?

১৯৭২ সালে দেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সাথে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের জন্য সরকারি চাকরির একটি শতাংশ সংরক্ষণ করে একটি কোটা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। সিস্টেমের অধীনে, ৪৪ শতাংশ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে নিয়োগ 'মেধা' ভিত্তিক। অবশিষ্ট ৫৬ শতাংশ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত:

প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে কোটা:

মুক্তিযোদ্ধা কোটা: ৩০ শতাংশ

জেলা কোটা: ১০ শতাংশ

নারী কোটা: ১০ শতাংশ

উপজাতি কোটা: ৫ শতাংশ

প্রতিবন্ধী কোটা: ১ শতাংশ

কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা কী চায়?

মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন কোটাবিরোধীরা। তারা জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের বিষয়টি সমর্থন করে। ফারুকী বলছেন- ' আমাদের প্রতিবাদ কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে নয়। বরং এই ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশে।' আরেক প্রতিবাদকারী, অয়ন (২৩) যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগের ছাত্র তিনি একমত হয়ে বলেছেন যে তারা কোটা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে চান না তবে সংরক্ষিত চাকরির শতাংশ কমাতে চান।

সরকার কিভাবে সাড়া দিয়েছে?

সরকার দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করেছে যারা মঙ্গলবার বিক্ষোভকারী এবং সরকার সমর্থিত ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের সময় টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করেছে। উত্তেজনার মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলা জুড়ে আধা-সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, পুলিশ গুলি চালালে ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ছাত্র ও তিন পুলিশ সদস্যসহ ২০ জন আহত হয়েছে বলে খবর। ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার একটি মন্তব্যের পর ক্ষমতাসিন দলের নেতা ও মন্ত্রীরা বিক্ষোভকারীদের দেশবিরোধী এবং সরকার বিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে, 'রাজাকার' একটি আপত্তিকর শব্দ যা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে সহযোগিতাকারী বাংলাদেশি বিশ্বাসঘাতকদের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়। এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা কোটা সুবিধা না পেলে তবে কি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা পাবে?' জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিতে থাকে, "আপনি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। 'স্থানীয় একটি মিডিয়া আউটলেটে উদ্ধৃত একজন ছাত্র নেতা বলেছেন যে ছাত্ররা তাদের আন্দোলনকে অসম্মান করার সরকারি প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্লোগানটি বেছে নিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক আসিফ নজরুল আল জাজিরাকে বলেছেন যে, শিক্ষার্থীরা তাদের স্লোগানের মাধ্যমে যে বার্তা দিতে চেয়েছিল তা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী নিজেদের রাজাকার বলে মানতে প্রস্তুত নয়। 'নজরুল সরকারের প্রতিক্রিয়ারও সমালোচনা করে বলেন, তারা বিক্ষোভ দমন করতে একটি অজুহাত খুঁজে পেয়েছে।'

বিক্ষোভে কত মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে?

পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত, ৪০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে এবং ২৯৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়েছে?

বিক্ষোভকারীরা সহিংসতার জন্য ক্ষমতাসিন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে (বিসিএল) দায়ী করেছে। ফারুকী বলেন, 'হামলার আগে ছাত্রলীগের সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ভেতরে ডেকে পাঠায়। তারা ভবনের উঁচু থেকে আমাদের ওপর পাথর ও ছোট ইট ছুঁড়ে মারে। অনেক ছাত্র এতে আহত হয়েছে। সশস্ত্র ছাত্রলীগের সামনে আন্দোলনকারীরা নেহাতই অসহায় ছিল। আমরা নিরস্ত্র ছিলাম। আমরা অস্ত্র পাবো কোথা থেকে ?' ফারুকীর অভিযোগ, 'আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা হাসপাতালেও ছাত্রলীগের হাত থেকে নিরাপদ নয়। ছাত্রলীগ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ) হাসপাতালের ভিতরে গিয়েও সেখানে হামলা চালিয়েছে।'

অয়ন তার বেশ কয়েকজন বন্ধু আহত হওয়ার পরে হাসপাতালের জরুরি ওয়ার্ডে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, কোনো নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশ ছাত্রলীগ থেকে বিক্ষোভকারীদের রক্ষা করেনি।

আনাদোলু এজেন্সির খবর মোতাবেক, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, সহিংসতায় তাদের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে। হোসেন জোর দিয়ে বলেন, 'ছাত্র সংগঠনকে উসকানি দেয়া হয়েছে।' একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি দাবি করেছেন, যারা প্রকাশ্যে 'রাজাকার' বলে পরিচয় দেয় তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তিদের এই দেশে কোনো স্থান নেই, আমরা কোটা সংস্কারের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় ঢাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এরমধ্যেই অয়ন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, "আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিক্ষোভ থেকে সরছি না।' সূত্র : আলজাজিরা

আন্দোলনে অশান্ত বাংলাদেশ

এ্যাম্বুলেন্স ব্যতীত সড়কে কোন গাড়ি চলবে না।

এদিকে মঙ্গলবার কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগের হামলা ও পুলিশের সংঘর্ষ, সংঘাতে রণাঙ্গন হয়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকা। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, কুমিল্লা, খুলনায় কোটা আন্দোলনকারী, ছাত্রলীগ ও পুলিশের ত্রিমুখি সংঘাত সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। রাজধানীর প্রবেশ পথ ঢাকা টু চট্টগ্রাম, ঢাকা টু ময়মনসিংহ, ঢাকা টু মানিকগঞ্জ মহাসড়ক এবং মহাখালিতে রেলপথ অবরোধে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সারাদেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দিনভর দূরপাল্লার কোনো বাস রাজধানীতে প্রবেশ করেনি; ঢাকা থেকেও দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। রেলপথ অবরোধ করায় কয়েক ঘন্টা ঢাকার কমলাপুর থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার পুরো রাজধানী ঢাকা কার্যত হয়ে উঠেছিল উত্তাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাড়াও রামপুরা, কুড়িল বিশ্বরোড, নতুন বাজার, শনির আখড়া, সাইন্স ল্যাবরেটরি, চানখার পুল, আগারগাও, মতিঝিল শাপলা চত্বর, পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক, মিরপুরসহ পুরো ঢাকা শহরের প্রধান প্রদান সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেয় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত লাখো শিক্ষার্থী। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ, যুবলীগ সংঘর্ষ ও পুলিশের হামলা এবং গুলিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। ঢাকা কলেজের সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুবলীগ-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের সময় ২ জন নিহত হয়েছেন। রংপুরে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী মারা যান। ঢাকার বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আরো কয়েক'শ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বগুড়ায় আওয়ামী লীগ নেতার অফিস এবং ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গাড়িতে আগুন দেয়ার খবর পাওয়া গেছে। সারাদেশে ভয়াবহ সংঘাত সংঘর্ষ এবং পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় দেশের সবচেয়ে বড় শহর রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়ায় আধা সামরিক বাহিনী বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুরে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। এ সময় কয়েকজন অস্ত্রধারীকে গুলি করতে দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে হাতবোমার বিস্ফোরণও ঘটানো হয়। যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন। চট্টগ্রামে নিহত ৩ জনের মধ্যে ২ জনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন মো. ফারুক (৩২) ও মো. ওয়াসিম (২২)। ফারুক একটি আসবাবের দোকানের কর্মচারী এবং ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। এ ছাড়া আহত অন্তত ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে সায়েন্স ল্যাব এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। বেলা দুইটার দিকে ওই মিছিলে হামলা চালায় ছাত্রলীগের সশস্ত্র নেতাকর্মীরা। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এরপর থেকে ওই এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এরই মধ্যে বিকেল সাড়ে ৫ টার পর সেখানে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঢাকা কলেজ এলাকায় আহত হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা কলেজের কাছে পেট্রল পাম্প এলাকায় আরেক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পদচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত যুবকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রংপুরেও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী আবু সাঈদ (২২) নিহত হন। নিহত শিক্ষার্থী রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এদিকে বুধবার সারাদেশে আন্দোলনকারী ও আন্দোলন বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন স্থানের ঘটনায় শত শত শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

ঢাবিতে দুই শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ, আহত ৫ সাংবাদিক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছে পুলিশ। এতে অন্তত দুই শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ ও অন্তত পাঁচ সাংবাদিক আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, পুলিশের ছোড়া টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেডে আহত হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে এসেছেন অন্তত পাঁচ সাংবাদিক। একইসঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী। আহত দুই শিক্ষার্থী হলেন- আফসানা জুঁই ও আব্দুল হান্নান মাসুদ। তারা জানান, গায়েবানা জানাজা শেষে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কফিন মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের লক্ষ্য করে দুইদিক থেকে পুলিশ টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে।

আহত সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন জনি রায়হান, আকরাম হোসেন, ইমরান হোসেন ও হুমায়ুন আহমেদ। এর আগে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথম দফায় ও দ্বিতীয় দফায় ভিসি চত্বরের সামনে গায়েবানা জানাজা পড়েন। এরপর তারা কফিন মিছিল নিয়ে ভিসি চত্বর থেকে টিএসসির দিকে রওনা দিলে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে।

ঢাবি ছাড়লেন কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা : পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস ছেড়ে গেছেন সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের একদফা দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যান। এর আগে বিকাল ৪টার পর থেকে দুই ঘন্টার বেশি সময় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়।

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথম দফায় ও দ্বিতীয় দফায় ভিসি চত্বরের সামনে গায়েবানা জানাজা পড়েন। এরপর তারা কফিন মিছিল নিয়ে ভিসি চত্বর থেকে টিএসসির দিকে রওনা দিলে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। এতে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার সূর্য সেন হলের সামনে এসে জড়ো হন।

এরপর ঘণ্টাখানেক পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ চলে। পুলিশ সদস্যরা ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীরা মাস্টারদা সূর্য সেন হলের সামনে অবস্থান নেন। পুলিশের টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেডের জবাবে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন তারা।

একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে টিকতে না পেরে বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে হলের ভেতরে চলে যান শিক্ষার্থীরা।পরে সূর্যসেন হলের সামনে এসে অবস্থান নেয় পুলিশ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সাইফুল আলম চৌধুরী সেখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর টিয়ারশেল নিক্ষেপ বন্ধ করে পুলিশ।এ সময় হল থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে গিয়ে অবস্থান নেন।সেখানে পুলিশ আবারও তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। জবাবে শিক্ষার্থীরা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। আধা ঘণ্টা পর টিকতে না পেরে নিলক্ষেত ছাড়েন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ : বিরামহীন গত কয়েক দিন দায়িত্ব পালন করে অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ সারাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশ রাত-দিন দায়িত্ব পালন করছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে অংশ নিচ্ছে নারী লিক্ষার্থীরা। উল্লেখ্যযোগ্য নারী অংশ গ্রহন সামাল দিতেও পুলিশকে বেগ পেতে হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক পুলিশ কনস্টেবল বলেন, পুলিশের রিজার্ভ বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকেন। গত কয়েক দিন ধওে চলছে এ অবস্থা। দায়িত্ব পালন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা জানিয়েছেন। একই কথা বলেছেন রমনা থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর। তিনি বলেন, কয়েক দিন বিরামহীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। পরিবার কী জিনিস তা বলতে পারব না। শরীর আর চলছে না।

সিলেট : বুধবার কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহতদের গায়েবানা জানাজা উপলক্ষ্যে সিলেটের মাঠে নেমেছে বিএনপি। এ কারণে সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় উত্তেজনা দেখা দেয়। দুপুরে নগরের বন্দরবাজার এলাকায় ছাত্রদলের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় পুলিশ টিয়ারশেল ও গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

দুপুরে গায়েবানা জানাজা আদায় করতে মাঠে নামে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এ সময় যুবদল কর্মীরা পুরানলেন গলির মুখে ও ছাত্রদল কর্মীরা বন্দরবাজার এলাকায় অবস্থান নেয়। পুলিশের ব্যারিকেডের কারণে যুবদল বের হতে না পারলেও ছাত্রদলের কর্মীরা মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ টিলারগ্যাস ও গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ছাত্রদল কর্মীরা দাবি করেছেন; পুলিশের ছোড়া গুলিতে তাদের ৫-৬ জন কর্মী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে হাসান নামে একজনের অবস্থা গুরুতর।

বগুড়া : বগুড়ার শেরপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের কয়েকদফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুরে ছাত্ররা ধুনট মোড়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এতে শেরপুর থানার ওসি রেজাউল করিম রেজাসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। জনগণ এক ছাত্রকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ ও অন্যভাবে আহত পাঁচজন বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ৭৫ বছরের মধ্যে

পাওয়া যায়নি। তবে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থনৈতিক উৎপাদন হয়নি। অস্থায়ী জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, ২০২৩ সালে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন এক বছর আগের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কম ছিল।

২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে মোট অভিবাসীর সংখ্যা রেকর্ড ৭ লাখ ৬৪ হাজারে পৌঁছে। ২০২৩ সালে ১০ শতাংশ কমে তা ৬ লাখ ৮৫ হাজারে দাঁড়ায়। তবে ব্রেক্সিট গণভোটের ঠিক আগে ২০১৫ সালে এর মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার পক্ষে ভোট দেওয়া অনেক ব্রিটিশ নাগরিকের মূল লক্ষ্য ছিল অভিবাসন কমানো। ব্রিটেনের পূর্ববর্তী কনজারভেটিভ সরকার বলেছিল, তারা অভিবাসন হ্রাস করতে চায়। এবার প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের লেবার পার্টি নির্বাচনি প্রচারণায় অর্থনীতিকে বিদেশি শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ব্রেক্সিট-পরবর্তী ভিসায় পরিবর্তনের ফলে ব্রিটেনে ইইউ অভিবাসীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে নতুন ওয়ার্ক ভিসার নিয়মের ফলে ভারত, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান থেকে অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে শেখ হাসিনা

ছাত্রীদের আক্রমণ করা হচ্ছে এবং লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। আবাসিক হলে প্রভোস্টদের হুমকি এবং আক্রমণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি যারা কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত তাদের সঙ্গে এই সন্ত্রাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। সন্ত্রাসীরা এদের মধ্যে ঢুকে সংঘাত ও নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। যারা শহীদ হয়েছে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য যা করা দরকার তা আমি করব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছিড় যারা সন্ত্রাস, লুটপাট এবং অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে তারা যেই হোক না কেন তাদের শাস্তির আওতায় এনে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, কাদের উদ্দেশ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হলো; তারা কোন উদ্দেশ্যে এমন অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো তা তদন্ত করে বের করা হবে। আমি আন্দোলনরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এ সন্ত্রাসীরা যেকোনো সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে এই শিক্ষার্থীদের প্রতি সাধন করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতি আমার আবেদন তারা যেন তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ থাকে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২০১৮ সালে ছাত্র সমাজের আন্দোলনে পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রথা বাতিল করে একটা পরিপত্র জারি করে। পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে কোটা বহাল রাখার পক্ষে উচ্চ আদালত ২০১৮ সালের জারি করা সরকারের পরিপত্র বাতিল করে দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে পরিপত্র বহাল রাখার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা হয় এবং মহামান্য আদালত শুনানির দিন ধার্য করে। এ সময় আবার ছাত্ররা কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের শুরু থেকেই সরকার যথেষ্ট ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। বরং আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ সহযোগিতা করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যখন আন্দোলনকারীরা স্মারকলিপি প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং নিরাপত্তারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো কিছু মহল এই আন্দোলনের সুযোগটা নিয়ে অনাকাঙ্খিত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এর ফলে এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ঘিরে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা খুবই বেদনাদায়ক ও দু:খজনক। অহেতুক কতগুলো মূল্যবান জীবন ঝরে গেল। আপনজন হারাবার বেদনা যে কত কষ্টের তা আমার থেকে আর কে বেশি জানে।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা মুত্যুবরণ করছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কমনা করছি। পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই। যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা কখনই কাম্য ছিল না। চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীরা বহুতল ভবনের ছাদ থেকে ছাত্রদের হত্যার উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অনেক ছাত্রদের হাত পায়ের রগ কেটে দেয়। তাদের উপর লাঠিপেটা এবং ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, একজন মৃত্যুবরণ করেছে, অনেকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ঢাকা, রংপুর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবন ও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক হলে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়। সাধারণ পথচারী, দোকানীদের আক্রমণ, এমনকি রোগীবাহী এম্বুলেন্স চলাচলে বাধা প্রদান করা হয়। মেয়েদের হলে ছাত্রীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এবং লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। আবাসিক হলে প্রভোস্টদের হুমকি দেওয়া হয় এবং আক্রমণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত তাদের সাথে এই সকল সন্ত্রাসীদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সন্ত্রাসীরা এদের মধ্যে ঢুকে সংঘাত ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। যারা হত্যাকান্ডের স্বীকার হয়েছে তাদের পরিবারের জন্য জীবনজীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা দরকার তা আমি করব।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি, যারা হত্যাকান্ড, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়েছে এরা যেই হোক না কেন, তারা যেন উপযুক্ত শাস্তি পায় সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যাকান্ডসহ যে সকল অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে, সুষ্ঠু বিচারের ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে সে সকল বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। কাদের উস্কানিতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো, কারা কোন উদ্দেশ্যে দেশকে একটি অরাজক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিল, তা তদন্ত করে বের করা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনরত কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই সন্ত্রাসীরা যেকোনো সময়ে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করে তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতি আমার আবেদন, তারা যেন তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ থাকেন। একই সাথে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে নজর রাখেন।

সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছে। আপিল আদালতে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। আদালত শিক্ষার্থীদের কোন বক্তব্য থাকলে তা শোনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ রয়েছে। এই আইন প্রক্রিয়া সমাধানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় আন্দোলনে নেমে দুষ্কৃতিকারীদের সংঘাতের সুযোগ করে দেবেন না। সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য আমি সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্র সমাজ উচ্চ আদালত থেকে ন্যায় বিচারই পাবে, তারা হতাশ হবে না।

ট্রাম্পকে প্রার্থী মনোনীত করলেন

করে সম্মেলনস্থলে প্রবেশ করেন। এরপর উল্লসিত প্রতিনিধিদের ভিড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যান। তবে স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প অনুষ্ঠানে হাজির হননি।

সম্মেলন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মিত্র ও পরিবারের সদস্যদের অভ্যর্থনা জানান ট্রাম্প। একপর্যায়ে সমর্থকরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে 'ফাইট! ফাইট! ফাইট!' স্লোগান দেন। পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলারে নির্বাচনী প্রচারণাসভায় একটি গুলি কান ছিঁড়ে চলে যাওয়ার পর একই কায়দায় স্লোগান দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

সম্মেলনে একসময়কার কট্টর সমালোচক জেডি ভ্যান্সের পাশে বসে প্রায় এক ঘণ্টা অন্যদের বক্তব্য শোনেন ট্রাম্প। কোনো বক্তব্য না দিলেও হাজারো সমর্থকদের উপস্থিতি নাড়া দেয় তাঁকে। এ সময় মাথা নত করে সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প কয়েকবার বলেন, 'সবাইকে ধন্যবাদ।'

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তাহমিনার

বর্ষে ইকোনোমিকস ফর বিজনেস বিষয়ে মার্কস পেয়েছেন ৯০ শতাংশ, ফান্ডামেন্টালস ফর বিজনেস স্টাডিজ এন্ড স্কীলস মডিউলে পেয়েছেন যথাক্রমে ৯৮, ৮৬.৬ ও ৮১ শতাংশ এবং ক্যারেন্ট চ্যালেঞ্জ ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গ্রোপ প্রেজেন্টেশনে পেয়েছেন ৮০ শতাংশ। দ্বিতীয় বর্ষে বিজনেস ল'তে পেয়েছেন ৮৪.৯ শতাংশ এবং অপারেশন্স ম্যানেজমেন্টে পেয়েছেন ৮১ শতাংশ। তৃতীয় ও শেষ বর্ষে ম্যানেজিং ডাইভার্সিটি বিষয়ে মার্কস পেয়েছেন ৭৯ শতাংশ, স্ট্র্যাটিজিক এনালাইসিস এন্ড প্র্যাকটিস সাবজেক্টে পেয়েছেন ৮৩ শতাংশ ও এমপ্লয়মেন্ট রিলেসন্সে পেয়েছেন ৯০ শতাংশ।

লন্ডনে জন্ম নেয়া তাহমিনা আহমদের পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের বাহাড়া দুবাগ গ্রামে। তিনি বৃটেনের প্রতিথযশা আইনজীবী, স্বনামধন্য লেখক ও নিউহ্যাম কাউন্সিলের টানা তিন টার্মের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ও কবি মিসেস সালমা আহমদের তৃতীয় সন্তান।

ছোটবেলা থেকে প্রখর মেধাবী, প্রচন্ড পরিশ্রমী ও প্রত্যুতপন্নমতি ছাত্রী ছিলেন তাহমিনা আহমদ। মেধাবী পরিবারে জন্ম নেয়া তাহমিনার বড় বোন তাসনিয়া আহমদ ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টর থেকে কৃতিত্বের সাথে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রী লাভ করার পর রোহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটি থেকে পিজিসিই কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে একটি সেকেন্ডারী স্কুলে কোয়ালিফাইড শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করছেন। তার মেঝো বোন ফারহানা আহমদ লন্ডন ইউনিভার্সিটির সিটি ল' স্কুল থেকে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার পর একই ল' স্কুল থেকে এলএলএম ডিগ্রী ও বার-এট-ল কৃতিত্বের সাথে পাশ করে বিশ্বখ্যাত অনারেবল সোসাইটি অব লিংকন্স ইন থেকে ব্যারিস্টার হোন। তার ছোট দু'ভাই বৃটেনের অন্যতম সেরা সেকেন্ডারী স্কুল ও সিক্সথ ফরম যথাক্রমে ব্রামটন মেনর একাডেমী ও ব্রামটন মেনর সিক্সথ ফরমে পড়াশুনা করছেন। উল্লেখ্য, তাহমিনার পিতা ব্যারিস্টার নাজির আহমদও একই ইউনিভার্সিটি থেকে ২৭ বছর আগে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রী ও পরবর্তিতে এলএলএম ডিগ্রী কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে বার-এট-ল কোর্সের ফলাফলে শীর্ষে অবস্থান করে লিংকন্স ইন থেকে ব্যারিস্টার হোন। এরও আগে বাংলাদেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে মেধাতালিকায় স্থান করে মেধাবৃত্তি লাভ করেন।।

এই অসাধারণ সাফল্য লাভের প্রাক্কালে এক প্রতিক্রিয়ায় তাহমিনা আহমদ বলেন "প্রথমেই শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহপাকের প্রতি। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতামাতা ও শিক্ষকমন্ডলী ও বড় বোনদের প্রতি যাদের সাপোর্ট, সহায়তা ও গাইডেন্স আমাকে এই ফলাফল আনতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি আলোকিত সমাজ ও কমিউনিটি বিনির্মানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চাই।"

তাহমিনার স্বপ্ন ভবিষ্যতে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বা বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের উচ্চ পর্যায়ে কাজ করা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা। তিনি সবার দোয়া প্রার্থী।

২৯তম স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা দিবস

স্মরণসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বারী এমবিই ও বিশিষ্ট আইনজীবী আবু তালহাসহ অনেকেই।

স্মরণসভায় বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত ওসমান টপকাগিচ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পরিণতি তুলে ধরেন । তিনি বলেন জটিল চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বসনিয়া তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে । তিনি যুক্তরাজ্যের ভূমিকার গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন, যা এই বছরের শুরুর দিকে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে । তিনি জোর দিয়ে বলেন এই গণহত্যার প্রধান শিক্ষা হলো, 'খারাপ কিছু ঘটার জন্য, ভালো মানুষের নীরবতাই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসায় সার্ব সেনাবাহিনী ৮ হাজারের বেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে । চলতি বছরের শুরুতে জাতিসংঘ এই হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । এই গণহত্যা দিবসকে ইস্ট লন্ডন মস্ক দীর্ঘদিন যাবত স্মরণ করে আসছে। গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর গণকবর দেওয়া মানুষের কংকাল সংগ্রহ করে তা শনাক্ত করে জানাজা দাফন করার কার্যক্রম চলে আসছে । এরই ধারাবাহিকতায় এই বছর ১১ জুলাই ১৪ জনকে শনাক্ত করে তাদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয় । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে

দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পরও ২০৩২ সাল পর্যন্ত যাতে পণ্যের জন্য ইইউ থেকে জিএসপি বা শুল্ক হ্রাস সুবিধাসহ এখন যে অন্যান্য সুবিধা পায়, সেগুলো যেন অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ফ্রি সাঁতারের প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য বৈষম্যগুলো

অর্ধেকই হয় অতিরিক্ত ওজন সমস্যায় আক্রান্ত বা স্থূল। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, টাওয়ার হ্যামলেটসে পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকা বা কোনরূপ ব্যায়াম না করার সম্ভাবনা বেশি এবং গড় আয়ুর ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ৭ বছর পিছিয়ে। বারায় নারীর গড় হচ্ছে ৫৮ আর পুরুষদের ৬৫ বছর।

অন্যান্য বয়সের লোকজনের মধ্যে ৬০ ভাগ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি করলেও ৫৫ উর্ধ বয়সী পুরুষদের মাত্র ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন। সে কারনে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হন তারা। নতুন বিনামূল্যের সাঁতারের প্রোগ্রামের সূচনা এই বৈষম্য গুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান, এবং কালচার এন্ড রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসেন সোমবার ১৫ জুলাই পপলার বাথস্ লেজার সেন্টার এন্ড জিমে ফ্রি সাঁতারের নতুন কর্মসূচিটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। এসময় সাঁতারের উপকারিতা এবং পানিতে সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলার জন্য উপস্থিত ছিলেন বারার সাঁতারের অংশীদার, সুইম ইংল্যান্ড এর আলি নয়সি এবং রয়্যাল লাইফ সেভিং সোসাইটি (আরএলএসএস) এর ম্যাট ক্রোজ্ক। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন ও তরুণ-তরুণীরা ফ্রি সাঁতার কার্যক্রম লঞ্চিং ইভেন্টে যোগ দেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমরা স্বাস্থ্য বৈষম্য কমাতে এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লেজার সার্ভিসেস সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং 'বি ওয়েল' নামে নতুন ব্র্যান্ড তৈরি করা এই অর্জনের দিকে আমাদের অনেক পদক্ষেপের মধ্যে একটি।"

মেয়র আরও বলেন, "১৬ বছরের বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলা এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সীরা শারীরিকভাবে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা কম। টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো নৃতাত্বিক বৈচিত্র্যপূর্ণ কমিউনিটি গুলোর মধ্যে এই বৈষম্যগুলো আরও বেশি।"

কাউন্সিলের কালচার এবং রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল হুসাইন বলেছেন, "মেয়রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনামূল্যে সাঁতার কাটার কর্মসূচি চালু করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত এবং এটি কমিউনিটির জন্য যে সুবিধা গুলো নিয়ে আসবে তা দেখার জন্য উন্মুখ।"

উল্লেখ্য, লেজার সার্ভিস সদস্যপদ গুলোকে আরও সহজতর করার মাধ্যমে একটি মেম্বারশীপের অধীনে ছয়টি অবসর কেন্দ্রে (লেজার সেন্টার) অ্যাক্সে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইয়র্ক হলের স্পা, জন অরওয়েলের নতুন স্পিন স্টুডিও এবং মাইল এন্ডের পিচগুলিকে সংস্কার করা সহ নতুন ফিটনেস সরঞ্জাম এবং আপগ্রেডিং কেন্দ্রগুলিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি কাউন্সিলের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্লাস এবং প্রোগ্রামগুলোকে বৈচিত্র্যময় করা হয়েছে।

বারার সাতটি লেজার সেন্টারের মধ্যে পাঁচটিতেই রয়েছে সাঁতারের সুবিধা এবং এগুলো ইংল্যান্ডের জাতীয় ভাবে অনুমোদিত সাঁতারের কাঠামো গ্রহণ করেছে।

নতুন এই সার্ভিসে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মী জিএলএল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া নতুন পরিষেবার শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হচছে।

উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যে সুইমিং এর সোস্যাল ভ্যালু হচ্ছে ২.৪ বিলিয়ন পাউন্ড। ২০২২ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত সাঁতার কাটায় ৭৮ হাজার ৫০০ মানুষ রোগ মুক্ত হয়েছেন, এর মধ্যে ডায়াবেটিস ও ডিমেনসিয়ার মতো রোগও রয়েছে।

পাকিস্তানে সেনানিবাসে ভয়াবহ হামলা,

বাহিনী এই হামলা নস্যাৎ করার দাবি করেছে।

দেশটির খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু সেনানিবাসকে লক্ষ্য এই হামলা হয়। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার খাইবার-পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু সেনানিবাসকে লক্ষ্য করে দশজন সন্ত্রাসীর চালানো হামলায় আট সৈন্য নিহত হয়েছেন বলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে, আক্রমণকারীরা সেনানিবাসে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের প্রতিহত করা হয়েছে। যার কারণে সন্ত্রাসীরা সেনানিবাসের প্রাচীরে ধাক্কা দেওয়ার মাধ্যমে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটায়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ফলে প্রাচীরের একটি অংশ ধসে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে আট সৈন্য নিহত হন।

নিহত সেনারা হচ্ছেন- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নায়েব সুবেদার মুহম্মদ শেহজাদ, হাবিলদার জিল-ই-হুসাইন, হাবিলদার শাহজাদ আহমেদ, সিপাহী আশফাক হোসেন খান, সিপাহী সোবহান মজিদ, সিপাহী ইমতিয়াজ খান, সিপাহী আরসালান আসলাম এবং ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারির ল্যান্স নায়েক সবজ আলী।

আইএসপিআর জানিয়েছে, পাকিস্তানি সৈন্যরা কার্যকরভাবে সন্ত্রাসীদের জবাব দিয়েছে এবং যার ফলস্বরূপ পরবর্তী অভিযানে ওই দশজন সন্ত্রাসীই নিহত হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নিরাপত্তা বাহিনীর এই সময়োপযোগী এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া বড় বিপর্যয় ঠেকিয়ে দিয়েছে এবং মূল্যবান নিরপরাধ জীবন বাঁচিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ এবং নিঃস্বার্থ এই পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেনাদের নিরলস সংকল্পের প্রমাণ।'

স্টেপনিতে নির্মিত হবে

রেডকোট কমিউনিটি সেন্টার ভেঙ্গে ফেলে এই স্থানে ৪ থেকে ৮ তলা বিশিষ্ট অনেকগুলো ভবন নির্মান করা হবে। এছাড়া থাকবে সর্বসাধরণের জন্য গার্ডেনস, কার পার্কিং ও নিরাপদে সাইকেল রাখার সুবিধা এবং আবর্জনা স্টোরেজ সুবিধা। ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যরা জুন মাসে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় প্ল্যানিং এপ্লিকেশনটি গ্রহণ করেন।

সংশোধিত অ্যাপ্লিকেশনটিতে ২০২৩ সালে ঘোষিত সর্বশেষ বিল্ডিং সুরক্ষা মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে জরুরী সময়ে ফ্ল্যাট থেকে দ্রুত বের হয়ে আসার উপায় এবং অগ্নি নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেন্টারটিও স্থানান্তর করা হবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিল্ডিং, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেছেন, "এটি টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশন যা স্টেপনি এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন কাউন্সিল মালিকানাধীন বাড়ি নির্মাণ এবং একটি বড় বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে। আমাদের বারাতে ওভারক্রাউডিং সমস্যা (ঠাসাঠাসি অবস্থায় বসবাস করা) মোকাবেলা করতে সাহায্য করার জন্য বড় আকারের পরিবারের উপযোগী ঘর সহ বিভিন্ন সাইজের ফ্ল্যাট নির্মান এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

কাউন্সিলর কবির আহমদ বলেন, "কাউন্সিল ৪,০০০টি নতুন বাড়ি সরবরাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই প্রকল্পটি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

গত আর্থিক বছরে কাউন্সিল ১,০৬৪টি নতুন সামাজিক-ভাড়া বাড়ি সরবরাহ করেছে এবং ৬৪৬টি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নির্মানের প্ল্যানিং এপ্লিকেশন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে, কাউন্সিল ১৬১ জন ওভারক্রাউডেড পরিবারকে ঘর দিয়েছে এবং ৪০ শতাংশ পরিবারকে আবাসন না থাকায় গৃহহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল।

বরা জুড়ে কাউন্সিলের আরও কয়েকটি আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে. এগুলো হলোঃ

আলফ্রেড স্ট্রিট, বো

এই স্কিমের আওতায় হ্যারিস হাউসের পিছনে একটি অব্যবহৃত গ্যারেজ সাইটে তিনটি, চার বেডরুমের বাড়ি এবং একটি, দুই বেডরুমের অ্যাক্সেযোগ্য বাংলো তৈরি করা হচ্ছে। এটি নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর পরিবারগুলি এখানে স্থানান্তরিত হবে।

ওয়াল্টার টেরেস, স্টেপনি

এটি আরেকটি স্কিম যেখানে অব্যবহৃত গ্যারেজগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে নির্মান করা হচ্ছে পরিবারের আকার ঘর। এই স্কিমটি চারটি, চার বেডরুমের ঘর প্রদান করবে এবং এটি কাউন্সিলের প্রকল্প ১২০-এর অংশ, যা অটিজম আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য সম্পুর্ণরূপে অভিযোজিত বাড়ি তৈরি করে। এগুলি জুলাই ২০২৪ এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

যেসব আমলে মহানবী (সা.)-এর দোয়া পাওয়া যায়

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

বিশ্বনবী (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেছেন। এবং তাঁর দোয়া লাভের কিছু আমল বলে দিয়েছেন। সেসব আমল করে কিয়ামত অবধি যে কেউ মহানবী (সা.)-এর দোয়ায় শামিল হতে পারে। নিম্নে এমন কিছু আমল উল্লেখ করা হলো

প্রথম কাতারে সালাত আদায়

যারা জামাতে প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে সালাত আদায় করে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথম কাতারের মুসল্লিদের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লিদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। (ইবন মাজাহ, হাদিস : ৯৯৬)

আজান দেওয়া ও ইমামতি করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইমামদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করেছেন এবং মুয়াজ্জিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সৎ পথে পরিচালিত করো এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করো।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৭; তিরমিজি, হাদিস : ২০৭)

তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহযোগিতা

কোনো দম্পতি যদি তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে এবং পরস্পরকে সেই ইবাদতে উৎসাহিত করে, তাহলে সেই স্বামী-স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রহমতের দোয়া লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ করুন, যে রাত জেগে সালাত আদায় করে; অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য)। আর আল্লাহ ওই নারীর ওপরও অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকে জাগ্রত করে।

যদি সে ঘুম থেকে উঠতে গড়িমসি করে, তখন সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩০৮; ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৩৩৬)

পাওনা আদায় ও ক্রয়-বিক্রয়ে সহনশীল হওয়া

সহনশীলতা মানব চরিত্রের একটি মহান গুণ। জীবনের পথ চলায় লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা আদায়ে যারা সহনশীলতা ও কোমলতা প্রদর্শন করে, রাসুল (সা.) তাদের জন্য রহমত ও জান্নাত লাভের দোয়া করেছেন। জাবের (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে বান্দা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারচিত্ত হয় এবং (ঋণের) পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়।' (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২২০৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইমামদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করেছেন এবং মুয়াজ্জিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার

অধীন লোকের ওপর কোমল হওয়া

অধীন যেকোনো ব্যক্তির ওপর কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়া লাভ করা যায়।

নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতের কোমলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করে বলেন, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনোরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, তুমি তার প্রতি কঠোর হও। আর যে আমার উম্মতের ওপর কোনোরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করে, তুমিও তার প্রতি কোমল ও সদয় হও।' (মুসলিম, হাদিস : ১৮২৮)

সকালবেলার সময়কে কাজে লাগানো

সকালবেলায় সম্পাদিত যাবতীয় কাজে বরকত নাজিল হয়। রাসুল (সা.) প্রভাতকালে বরকত নাজিলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোরবেলার মধ্যে তাদের বরকত দান করুন।' যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) কোথাও কোনো ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন সকালবেলায়ই পাঠাতেন। (তিরমিজি : ১২১২)

হাদিস মুখস্থ করা ও প্রচার করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া লাভের সৌভাগ্য হাসিলের উল্লেখযোগ্য উপায় হলো, তাঁর হাদিস মুখস্থ করা এবং তা মানুষের মধ্যে প্রচার করা। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে মর্যাদামণ্ডিত করেন, যে আমার কথা শুনেছে, তা মুখস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৬৫৮)

মহান আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রিয় নবীর দোয়ায় শামিল করুন।

পরিবারের মধ্যে যাঁরা মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

নবীনন্দিনী ফাতেমা (রা.) ও আলী (রা.)-এর দুই পবিত্র সন্তান হলেন হাসান-হুসাইন (রা.)। একজন তৃতীয় ও অপরজন চতুর্থ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এ দুজন আহলে বায়তে রাসুল (সা.)-এর মূলধারা। প্রিয় নবী (সা.)-এর স্নেহ ও সান্নিধ্যের পরশে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে তাঁরা অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনার পরিবারে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলতেন হাসান ও হুসাইন। তিনি তাঁদের নাক টিপে দিতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন। (তিরমিজি, জামেউল কাবির, হাদিস : ৩৭৭২)

মুফাজ্জাল (রহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আপন দুই নাতির নাম হাসান ও হুসাইন রাখার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই দুই নাম গোপন রেখেছিলেন, অর্থাৎ এ দুটি নাম পৃথিবীর কেউ জানত না। (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২/১৩)

এই দুজন পৃথিবীতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দুটি সুগন্ধময় ফুল।

নবীজি বলেছেন, 'হাসান-হুসাইন দুজন এ পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধময় ফুল।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৭০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বাভাবিকভাবে শিশুদের খুব আদর করতেন। তাদের চুমু খেতেন, কোলে তুলে নিয়ে আদর করতেন। হুসাইন (রা.)-কেও কোলে নিয়ে আদর স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতেন।

ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে এক ভোজসভায় যোগদান করেন। এ সময় হুসাইন (রা.) রাস্তার ধারে খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, নবীজি (সা.) লোকদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তার দুই হাত প্রসারিত করেন। তখন ছেলেটি (হুসাইন) এদিক-ওদিক পালাতে লাগল এবং নবীজিও তার সঙ্গে কৌতুক করতে করতে তাকে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তার এক হাত হুসাইনের চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অন্য হাত তার মাথায় রাখলেন এবং চুমু খেলেন।

আর বলেন, 'হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইন (রা.)-কে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন (রা.) আমার বংশের একজন।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪৪)

হাসান-হুসাইন প্রিয় নবী (সা.)-এর আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন এমন অবস্থায় প্রত্যুষে বের হলেন, তার শরীর মোবারক নকশা করা চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। তখন হাসান (রা.) এলে নবীজি তাকে নিজের চাদরের মধ্যে শামিল করে নিলেন। এরপর হুসাইন (রা.) এলে তাকেও নবীজি (সা.) চাদর মোবারকে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা (রা.) এলে নবীজি (সা.) তাঁকে চাদরের মধ্যে শামিল করে নিলেন। সর্বশেষে আলী (রা.) এলে তাকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। অতঃপর কোরআনে কারিমের সুরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তাআলা তো শুধু চান তোমাদের হতে নাপাকি দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (মুসলিম, হাদিস : ২৪২৪; মুস্তাদরাক হাকেম, হাদিস : ৪৭০৯)

হাসান (রা.) ছিলেন অনুপম ও অমায়িক স্বভাবের অধিকারী। প্রিয় নবী (সা.)-এর চেহারা মোবারকের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল হাসান (রা.)-এর। হুসাইন (রা.) হলেন পূতঃপবিত্র ও বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক অসাধারণ মহাপুরুষ। তাঁরা উভয়ে প্রিয় নবীজির নবুয়তের সাক্ষ্যদাতা, জান্নাতি যুবকদের সরদার।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দোয়া

পোস্ট ডেস্ক : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় প্রতিটি দোয়াই ক্ষমাঘেঁষা। প্রায় সব দোয়াতেই তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এর মাধ্যমে উম্মতকে সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন নবীজি (সা.)। এ কারণে জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়েই আমরা রাসুলের (সা.) শেখানো দোয়া দেখতে পাই।

তেমনই নামাজে দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকেও দোয়ার কথা বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এ দুটি দোয়ার মূল বিষয়-ক্ষমা। দুটি দোয়াই একসঙ্গে পড়তে হবে, এমন নয়। একসঙ্গেও পড়া যায়, সময় কম থাকলে, ছোটটা পড়া যায়। আবার এ দুটি দোয়া পড়তেই হবে এমনও নয়।

তবে, দোয়া দুটি পড়ার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার আশা তো আছেই, পাশাপাশি নামাজেও ধীরস্থিরতা আসে। যাদের নামাজ তাড়াহুড়া হয়ে যায়, তারা এ দুটি দোয়া পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে, ফল পাওয়া যাবে। তবে এসব মাসনুন দোয়া, নফল বা সুন্নতেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দোয়া:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

বাংলা উচ্চারণ- রব্বির্গফির লী, রব্বিগফির লী

হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

অর্থ- হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (আবূ দাউদ:৮৭৪)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ

বাংলা উর্চ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া'আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। (আবূ দাউদ: ৮৫০)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৯.০৭.২৪ শুক্রবার	3:14	4:48	01:45	6:40	9:29	10:45
২০.০৭.২৪ শনিবার	3:15	4:49	01:30	6:40	9:29	10:45
২১.০৭.২৪ রবিবার	3:17	4:50	01:30	6:40	9:28	10:45
২২.০৭.২৪ সোমবার	3:18	4:51	01:30	6:40	9:28	10:45
২৩.০৭.২৪ মঙ্গলবার	3:20	4:52	01:30	6:39	9:27	10:45
২৪.০৭.২৪ বুধবার	3:21	4:53	01:30	6:39	9:26	10:45
২৫.০৭.২৪ বৃহস্পতিবার	3:22	4:54	01:30	6:39	9:26	10:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ফুটবলার কেইন

পোস্ট ডেস্ক : ইংল্যান্ডের হয়ে যুগে যুগে মাঠ মাতিয়েছেন ববি চার্লটন, ববি মুর, গর্ডন ব্যাঙ্কস, জিমি গ্রিভস, গ্যারি লিনেকারের মতো লিজেন্ডারি ফুটবলাররা। এমনিতে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরার আলোচনায় চার্লটন ও মুরের নামই বেশি আসে বিশেষজ্ঞদের আলোচনায়। তবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুই কিংবদন্তি গ্যারি নেভিল ও ওয়েইন রুনির মতামত ভিন্ন। তাদের চোখে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ফুটবলার হ্যারি কেইন। ইউরোর ফাইনালের আগে স্কাই স্পোর্টসকে সেটিই জানালেন নেভিল। ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার বলেন, “চার-পাঁচ সপ্তাহ আগে, টুর্নামেন্ট তখনও শুরু হয়নি, ওয়েইন রুনির সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার। সে বলছিল, ‘ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ফুটবলার হ্যারি কেইন।’ রুনির মতো একজন, এত বছরে ধরে যে ইংল্যান্ডকে দেখছে, তার কাছ থেকে এটা বিশাল এক স্বীকৃতি। ওর সঙ্গে এখানে কোনো দ্বিমত নেই আমার।” নেভিল বলেন “হ্যারি কেইন সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ। টটেনহ্যামে থাকার সময় আমি ওকে সবসময়ই বলতাম ‘গোল্ড’, প্রয়োজনের সময় সে জ্বলে উঠবেই। দুর্দান্ত এক চরিত্র সে।” ইংল্যান্ডের জার্সিতে কেইনের রেকর্ড আসলেই দুর্দান্ত। ৯৭ ম্যাচে তার গোল ৬৬টি। রুনির ৫৩ গোলের রেকর্ড ছিল ১২০ ম্যাচে। চার্লটন ৪৯ গোল করেছিলেন ১০৬ ম্যাচে, লিনেকার ৪৪ গোল ৮০ ম্যাচে। ম্যাচপ্রতি গোলে অবশ্য তাদের চেয়ে এগিয়ে গ্রিভস। তার ৪৪ গোল এসেছে স্রেফ ৫৭ ম্যাচে। একটি জায়গায় শুধু ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপিয়ান ফুটবলের ইতিহাসে সেরা কেইন। নকআউট ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ৯টি। ৮টি করে গোল নিয়ে যৌথভাবে দুইয়ে আছেন এখানে জার্ড মুলার, মিরোস্লাভ ক্লোসা, অঁতোয়ান গ্রিজমান ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। এবারের ইউরোতেও তিন গোল করে ফাইনালের আগে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার কেইন। তবে এটিও সত্যি, তার খেলায় এবার চেনা ধার দেখা যায়নি। ইংলিশ অধিনায়ক পিঠের চোট নিয়ে খেলছেন বলেও খবর এসেছে সংবাদমাধ্যমে। নেভিলের ধারণা, কয়েক দিন পরই জানা যাবে, আসলেই কোনো চোট নিয়ে এই আসরে খেলেছেন কেইন। গ্যারি নেভিল বলেন, “এই টুর্নামেন্টে অবশ্যই সে তার সেরা মানের চেয়ে নিচে আছে। মনে হচ্ছে, কিছু একটা (চোট) বয়ে বেড়াচ্ছে সে। দু-এক সপ্তাহ পরে যদি জানা যায় যে, টুর্নামেন্টজুড়ে কোনো সমস্যা নিয়ে সে খেলেছে, তাহলে মোটেও অবাক হবো না।” সেমিফাইনালে ৮০ মিনিটের পর কেইনের বদলে মাঠে নেমেই দুর্দান্ত গোল করে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে দেন অলি ওয়াটকিন্স। বদলি হিসেবে নেমে এখনও পর্যন্ত দারুণ খেলেছেন ইভান টনিও। কেইনের চোটের অস্বস্তি ও ছন্দহীনতার সঙ্গে ওই দুজনের দারুণ পারফরম্যান্স মিলিয়ে ব্রিটিশ ফুটবলে একটা আলোচনা চলছে যে, ফাইনালের একাদশ থেকে নিয়মিত অধিনায়ককে বাইরে রাখা হবে কি না। তবে নেভিলের বিশ্বাস, এই কাজ কোনোভাবেই করবেন না কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

নেভিল বলেন, “হ্যারি কেইন এমন একজন, এই মুহূর্তে তাকে কোনোভাবেই বাদ দেবে না গ্যারেথ সাউথগেট। আমি জানি, এরকম একটা ধারণা অনেকের আছে যে, তাকে ছাড়াই ইংল্যান্ড দল আরও ভালো করবে। কিন্তু তাকে বাদ দেওয়াটা গোটা দলে ভালো কোনো বার্তা দেবে না। পরিষ্কারভাবেই সে দলের নেতা এবং তার ওপর সাউথগেটের পূর্ণ আস্থা আছে।”

নেভিল বলেন, “প্রতিপক্ষ দলের দিক থেকে দেখলেও সে ইংল্যান্ডের মহিরুহ। এই মৌসুমে জার্মানিতে (বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে) গিয়ে সে গোল করার দিক থেকে ঝড় বইয়ে দিয়েছে। স্পেন দল, যারা নিজেরাও দুর্দান্ত, তারাও নিশ্চিত থাকবে যে রোববার কেইন একাদশে থাকবে। আগের ম্যাচগুলোয় তো ইভান টনি ও অলি ওয়াটকিন্স দেখিয়েছে যে, যদি প্রয়োজন পড়ে বা ইংল্যান্ডের অবস্থা ভালো না থাক, তারা বেঞ্চ থেকে মাঠে নেমে চিত্র বদলে দিতে পারে।”

কোপায় টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

পোস্ট ডেস্ক : ম্যাচের বিরতিতে কলম্বিয়ান পপতারকা শাকিরা গাইলেন- ‘হিপস ডোন্ট লাই’। সঙ্গে আরও তিনটি গান। তার উদ্দাম নৃত্যে উত্তাল হলো মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়াম। বিরতি শেষে কান্নার কোরাস। ৬৬ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ার সময় লিওনেল মেসির শ্রাবণধারার কান্না দিয়ে যার শুরু। তীরে এসে তরি ডোবার শঙ্কায় পরে শিশুর মতো কেঁদেছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

টেলিভিশনের পর্দায় মহানায়কের কান্নার দৃশ্য দেখে অনেক আর্জেন্টাইন সমর্থকেরও চোখ ভিজে যায়। গোলশূন্য ৯০ মিনিট শেষে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে, বাড়ে কান্নার বেগ। বদলি হিসাবে নেমে ১১২ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজ করেন কোপা আমেরিকার শিরোপা নির্ধারণী গোল। এরপর ডাগআউটে ছুটে গিয়ে মেসিকে জড়িয়ে ধরে শুরু হয় মার্তিনেজের শাপমোচনের কান্না।

একটু পর তুলে নেওয়া হয় আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলা আনহেল দি মারিয়াকে। ডাগআউটে ফিরে কান্নাভেজা চোখে মেসিকে জড়িয়ে ধরেন দি মারিয়া। ১৬ বছরের সতীর্থ ও বন্ধুকে বিদায় জানাতে গিয়ে মেসিও কাঁদলেন আরেকবার। এরপর রেফারির শেষ বাঁশি এবং কলম্বিয়ার স্বপ্নভঙ্গের হলুদ কান্না ও আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জয়ের আনন্দাশ্রু মিলেমিশে একাকার।

বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালে মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে দর্শক হাঙ্গামায় ৮২ মিনিট দেরিতে শুরু হওয়া তুঙ্গস্পর্শী আবেগের ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকায় রেকর্ড ১৬তম শিরোপা জিতে নিল আর্জেন্টিনা। মার্তিনেজের গোলে দি মারিয়ার বিদায় রাঙিয়ে প্রথম লাতিন দল হিসাবে টানা তিনটি বড় শিরোপা জয়ের অনন্য কীর্তিও গড়েছেন মেসিরা।

২০২১ কোপা আমেরিকার পর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টেনা এবার জিতল ২০২৪ কোপা আমেরিকা। এর আগে স্পেন এই কীর্তি গড়েছিল ২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো জিতে। আর্জেন্টিনা ত্রিমুকুট জয়ের কীর্তি গড়ল কলম্বিয়ার টানা ২৮ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামিয়ে। কোপার ফাইনালের আগে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষেই সবশেষ হেরেছিল কলম্বিয়া। গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেও নিজেদের ২৩ বছরের শিরোপাখরা ঘোচাতে পারলেন না হামেস রদ্রিগেজরা।

ফাইনালে গোল করাটাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলা দি মারিয়া বিদায়ি ম্যাচে গোল না পেলেও খেলেছেন দুর্দান্ত। তাকে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে বিদায় জানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া মেসির মুখে শেষ দৃশ্যে হাসি ফোটান রাওতারো মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলেও ব্যক্তি মার্তিনেজকে কাতার থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। বিশ্বকাপে ছয় ম্যাচ খেলেও গোলের খাতা খুলতে না পারা সেই মার্তিনেজই এবার পাঁচ গোল করে কোপার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। অতিরিক্ত সময়ে বদলি হিসাবে নেমে ফাইনালের নায়কও তিনি। প্রথমার্ধে চালকের আসনে থাকা কলম্বিয়া পোস্টের বাধায় গোলবঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে মেসি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর আর্জেন্টিনার নিকো গঞ্জালেসের গোল বাতিল হয় অফসাইডে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাও যখন শেষের পথে, তখনই জিওভানি লো সেলসোর পাস থেকে কলম্বিয়া গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দি মারিয়ার স্বপ্নের মতো বিদায় নিশ্চিত করেন মার্তিনেজ।

এক যুগ পর ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন

পোস্ট ডেস্ক : শুরুতে দুই দলই খেললো ঢিলেঢালা ফুটবল। যেন ফাইনালের উত্তাপটা একটু গায়ে মেখে নিতে চাইছিল তারা। এতে করে প্রথমার্ধে গোলের দেখা পেলো না তারা। তবে বিরতি থেকে ফিরে শুরুতেই এগিয়ে যায় স্পেন। তাতে আক্রমণে ধাচও বাড়ে দলটির। এরপর ইংল্যান্ড সেটা শোধ করে দেয়। তবে নির্ধারিত সময়ের একদম শেষ দিকের গোলে জয় পায় স্পেন। এই জয়ে এক যুগ পর ইউরোতে শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলো লুইস ফুয়েন্তের শিষ্যরা।

বার্লিনে সোমবার ইউরোর ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে স্পেন। নিকো উইলিয়ামস স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ার পর কোল পালমারের গোলে সমতায় ফেরে ইংলিশরা। এরপর মিকেল ওয়ারজাবালের গোলে আবার লিড নেয় স্প্যানিশরা।

যে গোলের লিড ধরে রেখে শিরোপা জয়ের আনন্দে মাতে স্পেন। আর টানা দুইবার ফাইনালে উঠেও ইউরোর শিরোপা জেতা হলো না ইংলিশদের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাঝমাঠের ভরসা রদ্রিকে বসিয়ে আরেক মিডফিল্ডার মার্তিন জুবিমেন্দিকে নামান স্পেন কোচ। এবং দ্বিতীয় মিনিটেই গোল আদায় করে নেয় তারা। ৪৬তম মিনিটে ডান উইং ধরে একটু এগিয়ে বক্সে অন্য পাশে উইলিয়ামসকে খুঁজে নেন ইয়ামাল। আর বিনা বাধায় দারুণ কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন অ্যাটলেটিকো বিলবাও ফরোয়ার্ড।

৭৩তম মিনিটে দারুণ এক গোলে সমতা টানেন তিন মিনিট আগেই বদলি নামা পালমার। বুকায়ো সাকার পাস বক্সে ধরে শট নেওয়ার মতো জায়গা না পেয়ে ব্যাকপাস করেন বেলিংহ্যাম, আর ২২ গজ দূর থেকে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন চেলসি ফরোয়ার্ড। ৮৬তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে ছয় গজ বক্সের মুখে দারুণ এক পাস বাড়ান মার্ক কুকুরেইয়া। আর ডান পায়ের স্লাইড শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মোরাতার বদলি নামা ওইয়ারসাবাল।

প্রসঙ্গঃ স্থানীয় সরকারের সার্কেল পদ্ধতি ও সরপঞ্চ

মতিয়ার চৌধুরী

বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে, সেই সাথে স্থানীয় সরকাররের পদ-পদবীর নামেরও পরিবর্তন হয়েছে। যেমন শহরাঞ্চল বা নগর গুলোতে চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মেয়র, কমিশনারের পদ হয়েছে কাউন্সিলার, বড় বড় শহরগুলোকে করা হয়েছে সিটি করোপারেশন। অনুরোপ ভাবে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে স্থানীয় সরকারের সার্কেল পদ্ধতি ভেঙ্গে করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। কয়েকটি সার্কেল ভেঙ্গে করা হয় একটি ইউনিয়ন। সার্কেল প্রধানের পদবী সরপঞ্চের পরিবরেত করা হয় চেয়ারম্যান ও সহকারীর পরিবর্তে নামকরন করা হয় মেম্বার বা ইউপি সদস্য।

পরিচালনার সুবিদার্থে বিভিন্ন সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ওয়ার্ড এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। একসময়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হলেও-পরবর্তিতে এই পদটি বিলুপ্ত করা হয়। এরশাদ আমলে চালু করা হয় উপজেলা পদ্ধতি। জিয়াউর রহমানের সময়ে চালু করা হয় গ্রাম সরকার । এই গ্রাম সরকার প্রধানের পদবী ছিল সরকার-তার পরিচালনা সহকারীদের বলা হয় হত মন্ত্রী। পরবর্তিতে গ্রাম এই সরকার ব্যাবস্তার বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমান সরকারের সময় প্রতিটি উপজেলায় একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান চালু হয়েছে। উপজেলা পদ্ধিতির শুরুতে এটি ছিলনা। প্রথমে থানা গুলোকে করা হয় মানউন্নীত থানা এর পর মানউন্নীত থানাগুলোর নাম হয় উপজেলা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বা টিএনও এর পদটির নাম বদল করে করা হয় ইউএনও বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার। দেশে এখন আর মহকুমা ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রুপান্তরিত করা হয়েছে। বিলুপ্তি ঘটেছে সার্কেল অফিসারের পদটিরও। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই প্রশাসনিক সুবিদার্থে এমনটি করা হয়। আমার আলোচ্য বিষয় সার্কেল পদ্ধতি ও সরপঞ্চ ব্যবস্থা ।

সার্কেল বা সরপঞ্চ পদ্ধতিঃ

সার্কেল বা সরপঞ্চ পদ্ধতি হল ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রাচীনতম শাসন ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পাঁচজন নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত। এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত ছিল গ্রাম গুলির প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব। মুঘল আমল পর্যন্ত ভারতের গ্রাম গুলি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের এই সুমহান ঐতিহ্যশালী শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। তার বদলে ভারতে ব্রিটিশরা নিজ কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের গ্রাম ও নগরাঞ্চলে ব্রিটিশ ধাঁচের এক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

১৮৫৭ সালের পরে ব্রিটিশরা পঞ্চায়েতকে ছোটখাটো অপরাধ দমন এবং গ্রামের বিরোধ নিস্পত্তি করার ক্ষমতা দিয়ে প্রথাটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। তবে এই পদক্ষেপ গুলো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না। প্রতিটি প্রশাসনিক থানা অনেক গুলো সার্কেলে বিভক্ত ছিল। সার্কেলের প্রধান নির্বাহীকে বলা হতো সরপঞ্চ। সরপঞ্চের পরিষদে দুইজন সরপঞ্চায়েত বা সহকারী সরপঞ্চ থাকতেন। একজন সরপঞ্চ বেশ কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। চৌকিদার নিয়োগ, টেক্স কালেকশন, গ্রামীন বিরোধ নিস্পত্তি, বিচার সালিশ তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি। থানা সার্কেল অফিসার বা প্রশাসনিক উচ্চ পদস্থ অফিসারের তত্বাবধানে সরাসরি হাত তুলার মাধ্যমে সরপঞ্চ ও সহকারী সরপঞ্চ বা সরপঞ্চায়েত নির্বাচিত হতেন। সরপঞ্চ দুইজন চৌকীদার নিয়োগ করতে পারতেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরপঞ্চ নিজস্ব ক্ষমতাবলে ৪/৫ জন ব্যক্তিকে সালিশ কার্যে নিয়োগ করতে পারতেন। সরপঞ্চের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। সরপঞ্চ পদটি বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রসাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান সার্কেল প্রথা বিলুপ্ত করে মৌলিক গণতন্ত্র চালুর মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে নবীগঞ্জ থানায় ৪১টি সার্কেল ছিল। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও আনুষাঙ্গিক দলিল দস্থাবেদ ঘেটে এই নিবন্ধে নবীগঞ্জ উপজেলা সহ বৃহত্তর সিলেট জেলার (বর্তমানে সিলেট বিভাগ) ৫১ জন সরপঞ্চ ও সহকারী সরপঞ্চের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। পরবর্তিতে তা ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হবে।

জেলাঃ-হবিগঞ্জ, উপজেলা নবীগঞ্জঃ ১। আক্রম উল্লা; গ্রাম: কাজীরগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নামাবার- ১ দায়িত্ব কাল- (১৯৩৫-১৯৪০) তার অন্যান্য পরিচয়: তিনি নবীগঞ্জ কলেজের প্রভাষক শফিকুর রহমানের নানা, এই আক্রম উল্লাহ ছিলেন একজন সালিশ বিচারক ও জনহিতৈসী আজও এলাকার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। ২ । সুজাত মিয়া; গ্রাম: বাগাউড়া, পদবী: সরপঞ্চায়েত, সার্কেল: নম্বর-১, দায়িত্বকাল (১৯৪০-১৯৪৫) অন্যান্য পরিচয়: দুই নং ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলামের পিতা। ৩। আব্দুস সালাম; গ্রাম: কাজিরগাঁও, পদবী: ভারপ্রাপ্ত সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-১, মেয়াদ কাল:(১৯৫১-১৯৫৮) সর্বশেষ মেয়াদ, অন্যান্য পরিচয়: হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আবুল মনসুর আহমেদ এর পিতা এবং তিনি এলাকায় সালাম সাহেব হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রমে মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করেন।

৪। আব্দুল খালিক চৌধুরী; পিতা: শ্রীমান নজিব উল্লা চৌধুরী, গ্রাম: কামারগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং-২, মেয়াদ কাল: (১৯৪০-১৯৪৫), অন্যান্য পরিচয়: তিনি বর্তামান ৪নং দীগলবাক ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ চৌধুরীর বড়ো ভাই ও ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও ব্যবসায়ী আবদুল মোনায়েম চৌধুরীর দাদা। ৫। শ্রী মথুর চন্দ্র দেব, গ্রাম: কামারগাঁও, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল নম্বর-২ মেয়াদ কাল: (১৯৪০-১৯৪৫), অন্যান্য পরিচয়: কামার গাঁওয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সদ্য প্রয়াত নারায়ণ দেব ও মনিষ দেবের পিতা।

৬। শ্রী সাড়ী দত্ত, গ্রাম: হোসেনপুর, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩ অন্যান্য পরিচয়: বিশিষ্ট সালিশ বিচারক প্রয়াত পরেশ দত্তের বড়ো ভাই (মেয়াদকাল পাওয়া য়ায়নি)। এই সারিদত্ত এলাকায় বহু জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন বলে জনাযায়। ৭। শ্রী শরৎ চন্দ্র দাস, গ্রাম: দূর্গাপুর, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩ অন্যান্য পরিচয়: দূর্গাপুর গ্রামের প্রয়াত টখা দাশের পিতা। ৮। শ্রী অতুল চন্দ্র দেব -গ্রাম: হোসেনপুর, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩, অন্যান্য পরিচয়: প্রয়াত হরি দেবের পিতা। ৯। আসক মুন্সি, পিতা: শেখ নরু, গ্রাম: দূর্গাপুর, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নম্বর-৩ মেয়াদ কাল:(১৯০৮-১৯১৩), অন্যান্য পরিচয়: ৪নং দীগলবাক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার আব্দুস সাত্তারের চাচা ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সদস্য আলফু মিয়ার পিতা, এলাকার একজন সালিশ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী।

১০। আব্দুল বছির চৌধুরী (শায়েস্তা মিয়া), পিতা: শ্রীমান আব্দুল হেকিম চৌধুরী, গ্রাম: নূরগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩, মেয়াদ কাল: (১৯১৩-১৯২৩), অন্যান্য পরিচয়: বিশিষ্ট শিক্ষক মদব্বির হোসেন চৌধুরীর পিতা ও ডাক্তার মোহাদ্দিস চৌধুরীর দাদা। একজন সালিশ বিচারক হিসেবে তার প্রচুর সুখ্যাতি রয়েছে। আজও লোকমুখে তার সততা ও নিষ্টার কথা জানা যায়, তিনি কোথাও কোন শালিস কাজে গেলে কারো বাড়িতে পানি পর্জন্ত স্পর্ষ করতেন না, তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদি। ১১ । আব্দুল কদ্দুস চৌধুরী, পিতা: শ্রীমান আব্দুর রহিম চৌধুরী, গ্রাম: নূরগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩, মেয়াদ কাল: (১৯২৩-১৯৩৩)। তার অন্যান্য পরিচয় তিনি মুন্সিফুজ্জামান চৌধুরী ও ইনসাফুজ্জামান চৌধুরীর পিতা। , কুদ্দুস চৌধুরী ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী এবং সাহিত্য সংস্কৃতির পুষ্ট পোষক। পিতার প্রতিষ্ঠিত নূরগাঁও প্রাইমারী স্কুলের উন্নয়নে তার অবদান অনষীকার্জ তিনি ১৯৬৮ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরন করেন। ১২। শ্রীমান প্যায়ারী মোহন দেব, পিতা: শ্রীমান কৃপা রাম দেব, গ্রাম: পুরাদিয়া, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ , সার্কেল: নম্বর-৩ মেয়াদ কাল: (১৯২৩-১৯৩৩), অন্যান্য পরিচয়: বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক কংগ্রেস নেতা এডভোকেট কামিনী কুমার দেবের ভাই। কামিনী কুমার দেব দেশবিভাগ সহ্য করতে না পড়ে সিলেট কাষ্টঘরের বাসায় আত্নহত্যা করেন। ও বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক শ্রী প্রহল্লাদ চন্দ্র দেবের পিতা। ১৩। রফিকুল হক চৌধুরী, পিতা: শ্রীমান আব্দুর রহিম চৌধুরী, গ্রাম: নূরগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩ মেয়াদ কাল: (১৯৩৩-১৯৪৩), অন্যান্য পরিচয়: আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংবাদিক ও লেখক-গবেষক মতিয়ার চৌধুরীর পিতা। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী রফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন একজন সৎ ধার্মিক মানুষ, কংগ্রেসের রাজনীর সাথে জড়িত ছিলেন, ১৯৪৭ সালে দেশ ভিবাগের সময় অভিভক্ত ভারতের পক্ষে কাজ করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন ভাষা সৈনিক, এবং শিক্ষানুরাগী পিতার প্রতিষ্ঠিত নূরগাঁও প্রাইমারী স্কুলকে নিজের সন্তানের মত আগলে রেখেছেন, এলাকার শিক্ষা বিস্তারে তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি গরীবদের নীরবে নিভৃত্বে দান করতেন। তিনি ১৯৭৬ সালে ইহলোক ত্যাগ এছাড়া নূরগাঁও মাদ্রসা প্রতিষ্টায় তার ভুমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এই মাদ্রসার উন্নয়নে তার প্রচুর অবদান রয়েছে। ১৪। সফিকুল হক চৌধুরী; পিতা: শ্রীমান আব্দুর রহিম চৌধুরী, গ্রাম: নূরগাঁও, পদবী: সরপঞ্চ সার্কেল: নম্বর-৩ মেয়াদ কাল: (১৯৪৩-১৯৫৮) , অন্যান্য পরিচয়: ৪নং ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু শহীদ চৌধুরীর পিতা তিনিও ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী। এলাকার শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে। ১৫। শ্রীমান অশ্বিনী কুমার ভূইয়া; গ্রাম: পুরাদিয়া, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩, মেয়াদ কাল: (১৯৪৩-১৯৫৮) প্রয়াত শংকর ভূইয়ার পিতা। ১৬। হাজী সোয়াব আলী; পিতা: আম্বর উল্লাহ , গ্রাম: নূরগাঁও, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৩ মেয়াদ কাল: (১৯৩৩-১৯৪৩), অন্যান্য পরিচয়: তিনি প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোজাম্মেল হোসেন ও অবসরপ্রাপ্ত বীমা কর্মকর্তা আবু ইউসুফ সাহেবের পিতা এবং নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা এডভোকেট মুজিবুর রহমান কাজলের দাদা। এই হাজী সোয়াব আলী ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী নূরগাঁও মাদ্রসা প্রতিষ্টায় তার অবদান রয়েছে প্রচুর। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন খাটি ধার্মিক মানুষ, অসহায় দরিদ্রদের নীরবে নিভৃত্বে দান করতেন, দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালের রেফারেন্ডামে অভিভক্ত ভারতের পক্ষে কাজ করেন।

১৭। আশব উল্লাহ; গ্রাম: লামা জিয়াপুর (কামারগাও), পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৪ মেয়াদ কাল: (১৯৩৫-১৯৪৫), অন্যান্য পরিচয়: ৪নং দীগলবাক ইউনিয়নের সদ্য প্রয়াত সাবেক মেম্বার সিরাজুল ইসলামের দাদা এবং বর্তমান কমারগাও ভাটপাড়া গ্রামের এরশাদুল্লাহ ও সমিরুল্লার পিতা। এই আসব উল্লা ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক এবং ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে অত্র এলাকার গণমানুষের নেতা। ১৮। আব্দুল হাসিম (মাস্টার); গ্রাম: বাড়িগাঁও, পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-৪ মেয়াদ কাল: (১৯৩৫-১৯৪৫)।

১৯। শ্রীমান নরেন্দ্র ঠাকুর বড়াল; গ্রাম: মধ্যসমত, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং- ১৭ , মেয়াদ কাল: (১৯০৫-১৯১০)। ২০। শ্রীমান উত্তম কুমার চৌধুরী; গ্রাম: মধ্যসমত, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: ১৭ নম্বর, মেয়াদ কাল: (১৯১৫-১৯২০)। ২১। আরজদ চৌধুরী- পিতা আলিম চৌধুরী গ্রাম: মধ্যসমত, আগনা, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর-১৭ মেয়াদ কাল: (১৯৪৮-১৯৫৮) একজন সালিশ বিচারক হিসেবে এলাকায় আরজদ চৌধুরীর প্রচুর সুখ্যাতি রয়েছে।

২১। শ্রীমান সনাতন দাস (১৮৫৫-১৯৩৮); পিতা: শ্রীমান গঙ্গারাম দাস, গ্রাম : মুক্তাহার, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল: নম্বর- ৩৯, মেয়াদ কাল: (১৮৯৫-১৯০০), অন্যান্য পরিচয়: বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের (মাস্টার) দাদা শ্রীমান দীননাথ দাসের বড়ো ভাই। ২২। শ্রীমান দীননাথ দাস (১৮৬০-১৯৪৩); পিতা: শ্রীমান গঙ্গারাম দাস, গ্রাম: মুক্তাহার, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নম্বর-৩৯, মেয়াদ কাল: (১৯৯০-১৯০৫), অন্যান্য পরিচয়: বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের (মাস্টার) দাদা। ২৩। শ্রীমান বঙ্ক চন্দ্র দাস (জন্ম: ১৮৮৩ - মৃত্যু তারিখ: ৪ঠা আষাঢ় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; ১৮ জুন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ); পিতা: শ্রীমান ব্রজনাথ দাস, গ্রাম: মুক্তাহার, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নম্বর-৩৯ মেয়াদ কাল : (১৯৫০-১৯৫৮), অন্যান্য পরিচয়: তিনি দীর্ঘ দিন শিক্ষকতা করেন। তিনি ও তাঁর ভাই ভগবান দাস বিশাল ভূসম্পত্তি এবং নিজস্ব তালুক ও ইটের ভাটার মালিক ছিলেন। নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক নেতা ভাগ্যেশ্বর দাসের (ভাগ্যেশ্বর বাবু) পিতা ও ডা. কুটিশ্বর দাসের (সাবেক চেয়ারম্যান কুটিশ্বর বাবু) জ্যেঠা।

২৪। মহানন্দ দাশ (বিএ); পিতা: প্রতাপ দাশ, পদবী: সরপঞ্চ- সার্কেল নং- ২১,(ময়াদকাল ১৯৪৫-১৯৫০) গ্রাম: বাল্লা জগন্নাথপুর, অন্যান্য পরিচয়: ১নং ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান বাবু মতিলাল দাশের (বি.এ) পিতা ও মৃনাল দাশের দাদা। ২৫। মহেন্দ্র কুমার দাশ রায়; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: জগন্নাথপুর, সার্কেল নং-২১ মেয়াদ কাল (১৯৫১-১৯৫৮) তিনি দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য পরিচয়: মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। তিনি ১৯৬০ সালে বিডি মেম্বার নির্বাচিত হন।

২৬। মো: আরজদ চৌধুরী; পদবী: সরপঞ্চ; গ্রাম: চরগাঁও; সার্কেল নং-৩৮ মেয়াদ কাল ১৯৪৫-১৯৫০) অন্যান্য পরিচায়: নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম'র দাদা (তিনি ১৯৬০ সালে বিডি মেম্বার নির্বাচিত হন।) ২৭। আফসর মিয়া; পিতা: জইন উল্লা; গ্রাম: গুজাখাইড়; পদবী: সরপঞ্চ; সার্কেল নং-৩৩ (মেয়াদকাল- (১৯৪৫-১৯৫০) অন্যান্য পরিচায়: লন্ডনী বাদশা মিয়ার পিতা। ২৮। হাজী ইয়াদ আলী; পিতা: হাজী ইছুব উল্লা, পদবী: সরপঞ্চ- গ্রাম: রাজাবাদ, সার্কেল-নং-৩৮ মেয়াদ কাল (১৯৫০-১৯৫৮) :অন্যান্য পরিচয়: তিনি ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে বিডি মেম্বার নির্বাচিত হন। নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হাজী আব্দুল মতলিব এর পিতা। ২৯। আলফাস মিয়া; পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং-২৩ মেয়াদকাল ১৯৪৫-১৯৫৮) গ্রাম: বুরহানপুর, অন্যান্য পরিচয়: হবিগঞ্জ বারের সিনিয়র এডভোকেট খালিকুজ্জামান চৌধুরী'র পিতা।

বানিয়াচং উপজেলা-জেলা হবিগঞ্জঃ ৩০। আবদুল জব্বার চৌধুরী; পিতা: আবদুল মজিদ চৌধুরী, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং- ১১ মেয়াদকালঃ (১৯৪৪-১৯৪৮), গ্রাম: কাগাপাশা, অন্যান্য পরিচয়: সালেহ আহমদ চৌধুরীর দাদা। ৩১। বামাচরণ চৌধুরী; গ্রাম: রাজেন্দ্রপুর, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং- ১১ মেয়াদকাল: (১৯৪৯-১৯৫৩), অন্যান্য পরিচয়: বারীন্দ্র চৌধুরী এবং বিধান চৌধুরীর পিতা। ৩২. হাজী আব্দুর রহিম; গ্রাম : কাগাপাশা, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল- নং-১১ মেয়াদকাল: (১৯৫৪-১৯৫৮) ৩৩। জগৎ চন্দ্র চৌধুরী (জগৎ সরকার; (১৯১৩ - ২৫-.০৩.১৯৭৩); পিতা: দুর্যোধন চৌধুরী, পদবী: সরপঞ্চায়েত, গ্রাম: মাকালকান্দি, সার্কেল নং-১৩ মেয়াদ কাল (১৯৩৫-১৯৪০) অন্যান্য পরিচয়: ১৯৫৪ সালে তিনি হবিগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন ও কিংবদন্তি প্রতীম সালিশ বিচারক। ৩৪। কর্ণমোহন চৌধুরী; পিতা: কৈলাশ চৌধুরী, পদবী: সরপঞ্চায়েত/সহকারী সরপঞ্চ, গ্রাম: মাকালকান্দি, সার্কেল: ১৩ নম্বর, (মেয়াদকাল-(১৯৪৫-১৯৫৮) অন্যান্য পরিচয়: নাতি সম্রাট চৌধুরী। ৩৫। হাজী মজর আলী; পদবী: সরপঞ্চায়েত/সহকারী সরপঞ্চ, গ্রাম: উমরপুর, সার্কেল নং-৭ (মেয়াদকাল-১৯৪৫-১৯৫০) কাগাপাশা ইউনিয়ন। ৩৬। হরলাল দাশ; পদবী: সরপঞ্চায়েত, গ্রাম: ভাগতলা, সার্কেল নং -৫ (মেয়াদকাল ১৯৪৫-১৯৫৫) পৈলার কান্দি ইউনিয়ন, অন্যান্য পরিচয়: পুত্র অরবিন্দু দাশ (ভারত প্রবাসী)।

জেলা: সুনামগঞ্জ, উপজেলা: দিরাই ৩৭। প্রসন্ন চৌধুরী; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: রাজনাও সার্কেল নং-৭ মেয়াদকাল(১৯৪০-১৯৪৫) (চৌধুরী বাড়ির), জগদল ইউনিয়ন। ৩৮। গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী (করম মিয়া), পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: কুলঞ্জ, সার্কেল নং-৩ মেয়াদ কাল: (১৯৫০-১৯৫৮) , অন্যান্য পরিচয়: দিরাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন চৌধুরীর পিতা। ৩৯। কামিনী মোহন চৌধুরী; পিতা: কালাচাঁদ চৌধুরী, গ্রাম: রাজনাও (চৌধুরী বাড়ি), জগদল ইউনিয়ন, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং-৭ (মেয়াদকাল- (১৯৩৫-১৯৪০) অন্যান্য পরিচয়: ছেলে কাঞ্চন চৌধুরী, নাতি সাম্য চৌধুরী (শাবিপ্রবি ছাত্র)। ৪০। আব্দুল হক; গ্রাম: জগদল, পদবী: সরপঞ্চ, সার্কেল নং-৬ মেয়াদকাল (১০৪৫-১৯৫০) অন্যান্য পরিচয়: পুত্র বজলু হক। ৪১। ওয়াহেদ উল্লা; গ্রাম: রাজনাও, পদবী: সরপঞ্চ সারেকল নং-৭ মেয়াদকাল (১৯৫০-১৯৫৮), জগদল ইউনিয়ন।

জেলা: সুনামগঞ্জ, উপজেলা: জগন্নাথপুরঃ ৪২। চক্রপানি চক্রবর্তী; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: কামাড়খাল, সার্কেল: নম্বর-১, মেয়াদ কাল: (১৯৩৫-১৯৪৫) দীর্ঘ দিন শেষ মেয়াদ পর্যন্ত। ৪৩। হাসান খান; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: শ্রীরামশ্রী (দিঘির পাড়), সার্কেল: ৯ নম্বর, মেয়াদ কাল: (১৯২৫-১৯৩৫), অন্যান্য পরিচয়: ৩নং মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেরিন সাহেবের নানা ও শ্রীমারসী খান পরিবারের সদস্য বিশিষ্ট সালিশ ব্যক্তিত্ব ধন খান ও মনর খানের পিতা। ৪৩। সাজিদুর রহমান; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: শ্রীরামশ্রী (পূর্ব গ্রাম), সার্কেল: নং- ১১, মেয়াদ কাল: (১৯৫০-১৯৫৮), পরবর্তিতে মীরপুর ইউনিয়নের মেম্বার নির্বাচিত হন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য পরিচয়: লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আকিকুর রহমানের পিতা। ৪৪। আব্দুল ওয়াহিদ; পদবী: সহকারী সরপঞ্চ, গ্রাম নিজ শ্রীরামসী : সার্কেল: ১১ নম্বর, মেয়াদ কাল (১৯৪৫-১৯৫০)। তিনি একজন শালিশ বিচারক ও শ্রীরামসী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূমি দাতা ও দীর্ঘ দিন স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন , ও শ্রীরামসী মশাজান কাদিপুর প্রইমারী স্কুলের প্রতিষ্টাতা। সদ্য প্রয়াত যুক্তরাজ্য প্রবাসী ক্যাটারারস নেতা এলাইছ মিয়া মতিন ও শ্রীরামসী উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আব্দুস সহিদ ও আব্দুস সালামের পিতা। ৪৪। আব্দুল গণি; পদবী: সককারী সরপঞ্চ, গ্রাম: শ্রীরামশ্রী (চাঁদ বোয়ালিয়া), সার্কেল: নং১১ মেয়াদ কাল: মেয়াদকাল-১৯৪৫-১৯৫০) , অন্যান্য পরিচয়: তিনি ১৯৬০ সালে বিডি মেম্বার নির্বাচিত হন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বশরের চাচা ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল মোবিন ও চিত্র গ্রাহক আব্দুল মোনায়েমের পিতা।

জেলা সুনামগঞ্জ -উপজেলা ছাতকঃ ৪৫। রুস্তম আলী; পদবী: সরপঞ্চ , গ্রাম: রায়ত, কালারুকা মেয়াদকাল-(১৯৫০-১৯৫৮), অন্যান্য পরিচয়: কালারুকা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লন্ডন প্রবাসী মো: ফারুখ মিয়া'র পিতা।

জেলা: সিলেট, উপজেলা: বালাগঞ্জ বর্তমান ওসমানী নগরঃ ৪৬। হামদু মিয়া; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: রাইকদারা, দয়ামীর, সার্কেল নং- ৯ , থানা: বালাগঞ্জ (বর্তমান ওসমানী নগর), মেয়াদ কাল: (১৯৪০-১৯৪৫), অন্যান্য পরিচয়: সাবেক মেম্বার ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আব্দুল ওয়াহিদ ও লন্ডন প্রবাসী হারিছ মিয়া এবং হাফিজ তৈয়ব মিয়া, তাহিদ মিয়া, তারিছ মিয়া ও তছলিম মিয়ার পিতা। ৪৭। ইনতাজ উল্লা; পদবী: সরপঞ্চ, গ্রাম: গজিয়া, সাদীপুর ইউনিয়ন, সার্কেল নং- ১৩, থানা: বালাগঞ্জ (বর্তমান ওসমানী নগর), মেয়াদ কাল: (১৯৪৫-১৯৫৫), অন্যান্য পরিচয়: বিশিষ্ট শালিশ ব্যক্তিত্ব আলা উদ্দিনের পিতা সাবেক ছাত্র নেতা শাহজাহানের দাদা।

জেলাঃ মৌলভীবাজার- থানা: কুলাউড়া ৪৮। নাম: মসকন্দ আলি (মাস্টার) (১৮৭৭-১৯৭২); পিতা: আবদুল আলি খান, গ্রাম: জাঙ্গালিয়া, পদবী: সরপঞ্চ, মেয়াদ কাল: (১৯৪৫-১৯৫০), সার্কেল: সাগরনাল (জাঙ্গালিয়া, সাগরনাল, বরইতুলি, কলাবাড়ী বাজার, বর্তমান ৬ নং সাগরনাল ইউপি)। তৎকালীন থানা: কুলাউড়া, বর্তমান: জুড়ি। অন্যান্য পরিচয়: ছেলের ঘরের নাতিদের শামসুল আলম সেলিম (সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ)।

(বিঃ দ্রঃ তথ্য ঋণ: বিভিন্ন সময়ে নবীগঞ্জ উপজেলার তথ্য দিয়েছেন বাবু শ্যামাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (বিধুবাবু, সাবেক জমিদার ও চেয়ারম্যান, নবীগঞ্জ), জনাব আব্দুল আজিজ চৌধুরী (সাবেক এমপিএ, নবীগঞ্জ)। বানিয়াচং, দিরাই, ছাতক উপজেলার ও নবীগঞ্জ উপজেলার বাল্লা জগন্নাথপুরের তথ্য দিয়েছেন তরুন সমাজকর্মী জার্নেল চৌধুরী (মাকালকান্দি, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ)। জগন্নাথপুর উপজেলার ১নম্বর সার্কেলের তথ্য দিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রসরাজ বৈদ্য (কালীটেকি, সাবেক সভাপতি, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি-ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়েছেন সিলেটের কৃতিসন্তান ইতিহাস বেত্তা মনির উদ্দিন চৌধুরী, কামারগাঁও গ্রামের ছাদিক হোসেন চৌধুরী, নবীগঞ্জের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক এম এ, বশির ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্টাতা ভাষা সৈনিক মুহম্মদ নূরুল হক।)

লেখকঃ সাংবাদিক, গবেষক লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Key points from the king's speech

Post Desk : There are 40 bills, ranging from the potentially nation-changing to legislative tidying up, albeit with no real surprises. So what does Labour's first king's speech set out? Here is what has been promised, area by area.

Economy and money

Budget responsibility bill: Otherwise nicknamed the "Liz Truss bill", this sets out, in the wake of the short-serving PM's disastrous mini-budget, that all such fiscal measures must come with an independent assessment by the Office for Budget Responsibility.

National wealth fund bill: Setting out in law one of the government's main wealth-creating efforts, a £7.3bn capitalised fund to spread investment.

Draft audit reform and corporate governance bill: A more technical piece of legislation setting out a revamped regulator for the auditing sector.

Pension schemes bill: A broad pensions-based bill covering measures intended to help people get more from their retirement pots.

Environment

Great British Energy bill: Very much one of the big-ticket bills, this sets up Labour's long-promised publicly owned clean energy production company.

Water (special measures) bill: A law that taps into the anger about polluted waterways and privatised water companies that includes personal criminal liability for water bosses and powers to ban bonuses if environmental standards are not met.

Sustainable aviation fuel (revenue support mechanism) bill: An attempt to increase investment in UK plants to make lower-emission aviation fuels.

Health

Tobacco and vapes bill: Left over from Rishi Sunak's government, this would gradually ban smoking and stop vapes being marketed at children.

Mental health bill: A broad bill to modernise mental health provisions, including in areas such as how people can be detained and treated under the Mental Health Act.

Housing

Planning and infrastructure bill: One of the government's main measures, intended to streamline and speed up planning and associated infrastructure needs to get more housing built. It includes a more top-down approach, with penalties for councils that fail to get moving.

Renters' rights bill: Finally introducing an end to "no fault" evictions, as long promised but never delivered by Sunak's government.

Draft leasehold and commonhold reform bill: Another housing plan not delivered under Sunak, this attempts to reform the leasehold system, including with a ban on extortionate ground rents and on the sale of new leasehold flats.

Workers' rights

Employment rights bill: The long-promised bill, coming with a pledge that it will be introduced to parliament in the first 100 days of the government, would ban zero-hours contracts and fire and rehire practices, add extra rights such as on flexible working, and make parental leave, sick pay and protection from unfair dismissal immediate rights.

Crime and immigration

Border security, asylum and immigration bill: This sets up the new Border Security Command, intended to limit the number of unofficial Channel crossings by asylum seekers, with other enforcement measures introduced.

Transport

Passenger railway services (public ownership) bill: A simple bill, but a potentially big change – bringing rail services back into public ownership.

Rail reform bill: This would formally establish Great British Railways, the state-run rail firm.

High-speed rail (Crewe to Manchester) bill: An acknowledgment in law that Labour will not resurrect the Birmingham to Manchester leg of HS2, instead focusing on east to west links.

Better buses bill: A measure that could have a big impact, this changes the law to allow local authorities and mayors to bring bus services under local control, rather than being privately run.

Education and skills

Children's wellbeing bill: Introduces free breakfast clubs in primary schools as well as efforts to make uniforms cheaper.

Skills England bill: This brings together employers, unions and others to try to boost skills training.

Equality

Draft equality (race and disability) bill: This would set out equal pay rights for people from minority ethnic groups and disabled people, including mandatory ethnicity and disability pay reporting for bigger employers.

Draft conversion practices bill: Likely to be quite knotty – a bill to ban conversion practices, including those connected to gender.

Miscellaneous

Football governance bill: This would introduce a fans-friendly independent football regulator.

Armed forces commissioner bill: A self-explanatory one – to create a commissioner for the armed forces.

Northern Ireland legacy legislation: Another potentially tricky measure, aiming to replace the Northern Ireland Legacy Act, which was criticised for measures such as conditional amnesties for Troubles-era crimes.

Bank resolution (recapitalisation) bill: A technical bill about what happens if a bank fails, including efforts to make sure taxpayers do not bear the costs.

Cybersecurity and resilience bill: Another technical bill about protecting digital services.

Arbitration bill: A bill that aims to modernise and hasten dispute resolution systems.

Product safety and metrology bill: Metrology means measurement – this is another quite specific bill intended to increase economic efficiency and growth.

Digital information and Smart data bill: In a similar vein, this would change data-sharing standards and introduce a proper system for digital verification services.

The crown estate bill: This aims to modernise the crown estate, the semi-detached property management arms of the state, including improving its ability to invest.

Commonwealth parliamentary association and international committee of the Red Cross (status) bill: Perhaps the most specific bill of all: this would "treat the Commonwealth parliamentary association and the International Committee of the Red Cross in a manner comparable to that of an international organisation of which the United Kingdom, or His Majesty's government in the United Kingdom, is a member".

Holocaust memorial bill: To establish a national Holocaust memorial and learning centre next to parliament.

Can Trump's Re-Rise To Power Prevent World War III?

By Shofi Ahmed

Donald Trump's bid to reclaim the presidency on promises of averting a potential World War III is gaining traction. Trump recently campaigned in Michigan and Wisconsin, attacking President Joe Biden for bringing the world to the brink of nuclear war. He vowed to prevent such a catastrophe, instead bringing "glorious peace" if re-elected. Contrary to his opponent Nikki Haley, Trump fostered relationships with authoritarian leaders like China's Xi Jinping, believing these ties will help prevent large-scale conflict.

Talks of World War III have gained momentum. Both Trump and Biden have highlighted their ability to prevent such a disaster. Biden points to his leadership in defending Ukraine against Russian aggression as crucial in preventing a wider war, while Trump claims that world leaders, including Putin and Kim Jong Un, respect his strength, leading them to avoid confrontations. Historians, however, argue that the analogy to past world wars is an exaggeration and that the current situation is not similar to the lead-up to earlier global conflicts.

The notion that Trump's presidency might lead to a less war-prone world is multifaceted. Support for his claims of preventing conflicts arises from the fact that he did not initiate any major wars during his first term. His approach, which some term "isolationist," focuses on strong personal relationships with authoritarian figures, a strategy he believes will avert conflict through strength. However, critics argue that such alignments can be seen as endorsement of these regimes, leading to concerns about governance and ethics.

In the backdrop, NATO is grappling with potential challenges to its stability and unity under a hypothetical new Trump administration. The alliance is seeking ways to "Trump-proof" itself, engaging with individuals in Trump's circle to maintain relationships and mitigate potential threats. This highlights the ongoing debates within NATO on how to manage the complexities introduced by Trump's stance on collective security.

While the prospect of a second Trump term raises mixed opinions about its impact on global stability, his anti-war stance is undeniable. Supporting him might indicate a desire to avoid major conflicts. However, it is crucial to weigh this against Trump's controversies, abrasiveness, and associating with authoritarian leaders.

Whether Trump's re-rise to power can prevent World War III depends on various factors, including geopolitical incidents, alliances, and shifts in global power structures. While his emphasis on strong relationships and caution in engaging in wars is noted, it must be viewed within the context of the broader political and ethical trade-offs associated with a potential second Trump term.

In light of current global events such as Russia's actions in Ukraine, there are ongoing efforts to "Trump-proof" NATO by fortifying the alliance against external pressures. This includes engaging with

individuals in Trump's political circle to manage relationships and mitigate any perceived threats. It is undeniable that Trump's avoidance of war during his first term offers a glimmer of hope, yet it must be weighed against the ethical and legal issues that dogged his presidency.

Ultimately, the prospect of a second Trump term raises mixed opinions about its impact on global stability. His antiwar stance and ability to maintain relationships with authoritarian leaders shield the world from potential large scale conflicts. However, it is crucial to consider the broader social and political tradeoffs associated with such a presidency. The American electorate will be faced with the difficult task of balancing the president's strong antiwar stance against the darker aspects of his personality and the ongoing ethical and legal controversies that come with his presidency.

Minister makes first visit in new post to Tower Hamlets stop smoking services

Andrew Gygwnne with programme manager of Quit Right Tower Hamlets, Shamsia Begum.jpg Andrew Gygwnne with programme manager of Quit Right Tower Hamlets, Shamsia Begum.jpg
Andrew Gygwnne with Quit Right Tower Hamlets and the council's public health team.jpg Andrew Gygwnne with Quit Right Tower Hamlets and the council's public health team.jpg
Quit Right Tower Hamlets service users.jpg Quit Right Tower Hamlets service users.jpg

Andrew Gwynne, the newly appointed Public Health Minister, made his first official visit in post last week (Thursday 11 July) to Tower Hamlets Council's stop smoking service, Quit Right Tower Hamlets.
The visit highlighted the importance of community stop smoking services for achieving the new government's aim of smokefree 2030.
During the visit, Andrew Gwynne spoke to Tower Hamlets residents who have successfully quit with support from the service. He also spoke to staff about their work and observed in-person consultations. This included showcasing 'swap to stop', a government scheme providing smokers with a free vape starter kit to replace their usual cigarettes.
The visit also provided an opportunity for the council's public health team to provide an overview of the borough's work on smoking cessation alongside wider public health initiatives.
Tower Hamlets was chosen for the visit as it consistently achieves positive outcomes for smoking cessation, ranking significantly higher than the London and England averages for residents setting a 'quit date' and the rate of achieving a four-week quit.
Cllr Gulam Kibria Choudhury, Cabinet Member for Health, Wellbeing and Social Care, said:
"We are honoured that the Minister has chosen Quit Right Tower Hamlets as his first visit in his role as Public Health Minister. This visit is a testament to the importance of our work and the impact we have in our community.
"Quitting smoking is one of the most crucial steps someone can take to improve not only their own health, but the health of those around them. We have seen smoking levels fall sharply over the last six years, and we want to continue offering help to anyone in Tower Hamlets who wants to quit.
"We look forward to any opportunities to collaborate further so we can enhance our services and support even more people to stop smoking for good."
Minister for Public Health and Prevention, Andrew Gwynne, MP said:
"We are committed to creating a smoke-free country to not only save lives, but help build a healthier society, so I was delighted to meet some of the fantastic staff at the Quit Right smoking cessation service who are helping do just that.

LT Foods expands footprints to the United Kingdom to tap the £ 1 billion rice and rice-based food market

· Inaugurates cutting-edge facility in Harlow
· Eyes revenue in tune of £ 100 million in the next 5 years

LT Foods, the more than 70-year-old Indian-origin global FMCG Company in the consumer food space, has inaugurated a new state-of-the-art facility in the United Kingdom (U.K.).

With this new facility, LT Foods is set to revolutionize the rice market in the U.K. and meet the growing demand for authentic and premium rice and rice-based food products. To ensure consumers experience the finest quality of rice and rice-based food products from the trusted brands of LT Foods, the facility will house the latest technology and state-of-the-art infrastructure.

Located in Harlow, the new facility is spread over an area of an impressive 100,000 square feet. This location offers strategic advantages, allowing LT Foods to efficiently serve the U.K. market. To provide a diverse range of options to meet varying consumer demands, the facility will offer both branded and private-label products.

The rice and rice-based food market in the U.K. is worth around £ 1 billion. To tap this opportunity, LT Foods has made an initial investment of £ 7 million in this new facility with a commitment of further investment upto £ 50 million in the coming years. The company is expecting annual revenue to the tune of £ 50 million over the next 2 years, with a targeted £ 100 million within the next 5 years. The company will also provide employment opportunities to local talent.

The company has already partnered with 4 leading retailers in the U.K. with plans to further scale this up. Moreover, the facility boasts a production capacity of 60,000 tonnes of rice per annum, setting the stage for substantial growth in the coming years.

Speaking on the occasion, Mr. Vijay Arora, Chairman & Managing Director, LT Foods said, “We are very excited about our newest cutting-edge facility in the U.K. It is an important market for our future growth as we intend to make deep inroads in this market. LT Foods long-term goals include solidifying its market presence in the UK, becoming a leader in the rice and rice-based food segment, and continually innovating to meet the evolving demands of consumers. This new facility is a critical step in achieving these objectives and furthering LT Foods' mission of delivering high-quality rice products to global consumers.”

Expressing his thoughts, Mr. Ashwani Arora, Managing Director & CEO, LT Foods, said, “Our stakeholders have always been at the heart of our success. By expanding into the U.K., we aim to bring our high-quality offerings closer to consumers while ensuring that we continue to provide exceptional value to our stakeholders. The U.K. presents a unique opportunity for us to expand our market reach and cater to a

diverse consumer base. This new facility is a testament to our strategic vision and our ability to adapt and grow in dynamic markets. With this new facility, we are confident that we will be able to enhance our market presence, drive growth, and deliver sustained value to all our stakeholders.”

Sharing his thoughts, Mr. Vikas Magoon, Managing Director, LT Foods Europe B.V. said, “The opening of this new state-of-the-art facility in the U.K. is a testament to our commitment to meeting the rising demand for high-quality rice products among the consumers in the U.K. This strategic expansion aligns perfectly with our vision to bring our quality offerings closer to our consumers. The U.K. market presents a tremendous opportunity for LT Foods to grow and innovate. With our new facility in Harlow, we are well-positioned to leverage this potential, ensuring efficient delivery of our food brands and enhancing our market presence. Our investment here reflects our belief in the U.K. market's potential and our dedication to contributing positively to the local economy.”

Capital Kids Cricket Launch New Hub

By Emdad Rahman

Capital Kids Cricket, the London based youth development charity have launched the CKC Community Hub in Whitechapel, east London.

The new community space, supported by Lateral, will provide a range of activities for disadvantaged residents of Tower Hamlets and beyond.

Guests who attended the launch event were present led with a breakdown of activities to be delivered and include:

- An evening Youth Club for young people aged 11 to 17.
- Female only exercise classes
- Mother and daughter afternoons
- Computer literacy classes for adults

Through these sessions and further activities to be added in future CKC aim to have a tangible impact on the local community with the focus firmly based on working with the community to reduce young offending, improve health and wellbeing, and improve and offer opportunities to enhance the career prospects of local people.

Speaking after the inauguration of the Community Hub Shahidul Alam Ratan, CEO at Capital Kids Cricket said:

“Our new Community Hub represents a new and exciting chapter for Capital Kids Cricket. We are thankful to Lateral for the opportunity to have a space from which to deliver projects and activities that will have a huge impact on the local community. Following today’s launch, we are raring to get to work right away and to deliver on our exciting plans!”

Guests who spoke at the inauguration included:

- Sheik Aliur Rahman, trustee, deputy chair of CKC
- Kalyan Kumar, Trustee and Chair of CKC
- Robert Crawley of Lateral
- Cllr Kamrul Hussain – Cabinet Member for Culture and Recreation of tower Hamlets Council
- Councillor Abdul Wahid - Cabinet Member for Customer Service, Equalities and Social Inclusion of tower hamlets council
- Former Speaker and Whitechapel Councillor Shafi Ahmed
- Councillor Saif Uddin Khaled, Speaker of Tower Hamlets
- Councillor Saif Uddin Khaled, Speaker of Tower Hamlets

104 Cavell Street, Whitechapel, London, E1 2JA

Activities and facilities:

Table cricket - Table tennis - Carrom - Pool table - Meeting room for up to 10 people - Studio for exercise classes - Workshop space for up to 30 people - School holiday activities - PlayStation - VR - Cricket & E games - Women and girls only days with physical activities - Life skill workshops for young people

Year: 21 ◆ Issue: 1020 ◆ Friday 19 July - Thursday 25 July 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

জাতির উদ্দেশে ভাষণে শেখ হাসিনা

হত্যাকাণ্ডসহ সব অনভিপ্রেত ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : উচ্চ আদালত থেকে ছাত্রসমাজ ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের হতাশ হতে হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (১৭ জুলাই) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্রসমাজ উচ্চ আদালত থেকে ন্যায় বিচারই পাবে। তাদের হতাশ হতে হবে না।

তিনি বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় আন্দোলনে নেমে দুষ্কৃতকারীদের সুযোগ করে দেবেন না। সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত সবাইকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ

আদালতে আপিল করেছে। আপিলে আদালতে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কোনো বক্তব্য থাকলে আদালত তা শোনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই। যে ঘটনা ঘটেছে সেটা কাম্য ছিল না। চট্টগ্রামের বহুতল ভবন থেকে সন্ত্রাসীরা ছাত্রকে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্মমভাবে নিচে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। অনেক ছাত্রের হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়। তাদের ওপর লাঠিপেটা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তাদের একজন মৃত্যুবরণ করেছে এবং অনেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ঢাকা, রংপুর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। সাধারণ পথচারী ও দোকানেদারকে আক্রমণ করা হয়। এমনকি রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স চলাচলে বাধা প্রদান করা হয়। মেয়েদের হলে --১৭ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পকে প্রার্থী মনোনীত করলেন রিপাবলিকানরা

পোস্ট ডেস্ক : রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জেডি ভ্যান্স ট্রাম্পের রানিংমেট বা পরবর্তী প্রশাসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। স্থানীয় সময় গত সোমবার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

গত শনিবার পেনসিলভানিয়ায় সমাবেশে ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা করা হয়। ওই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। ওই হামলায় কানে আঘাত পেয়েছেন তিনি। রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলনস্থলে ডান কানে ব্যান্ডেজ নিয়েই উপস্থিত হন ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প। এ সময় উচ্ছ্বসিত সমর্থকরা তাঁকে স্বাগত জানান। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে ফ্রি সুইমিং প্রজেক্ট উদ্বোধন করলেন মেয়র

ফ্রি সাঁতারের প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য বৈষম্যগুলো সমাধান করবে

স্টাফ রিপোর্টার: সারা দেশে পাবলিক সুইমিংপুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছেঃ ৪৫০টি কাউন্সিল মালিকানাধীন পুল সহ গত ১৪ বছরে ১,০০০ টিরও বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে টাওয়ার হ্যামলেটসে কমিউনিটিগুলোর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিল তার লেজার সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে। সাতটি লেজার সেন্টার পাবলিক মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে এনেছে।

এই খাতে বিপুল বিনিয়োগের অংশ হিসেবে, '১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলাদের জন্য এবং ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার কাটার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে।

কাউন্সিলের সম্পূর্ণ নতুন ব্র্যান্ডের লেজার সার্ভিসেস 'বি ওয়েল' স্বাস্থ্যকর জীবনধারায় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে।

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটসের জনগোস্টির স্বাস্থ্যগত অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের --১৭ পৃষ্ঠায়

৩ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে ইইউভুক্ত চার দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউরোপীয় ইউনিয়নের চারটি দেশ ইতালি, জার্মানি, গ্রিস ও রোমানিয়া বাংলাদেশ থেকে তিন হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

রবিবার (১৪ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির বিদায়ী সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাছান মাহমুদ জানান, এ তিন হাজার কর্মীর দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে আরও কর্মী নেওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তাহমিনার অসাধারণ সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তাহমিনা আহমদ বৃটেনে অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গত শুক্রবার (১২ জুলাই ২০২৪) প্রকাশিত ফলাফলে তিনি বিশ্বখ্যাত লন্ডন ইউনিভার্সিটির কুইন মেরী থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। ডিগ্রীর প্রতিটি একাডেমিক বর্ষে তার গড়ে মার্কস ছিল ফার্স্ট ক্লাসের উপরে। তাছাড়া প্রতি বর্ষে কয়েকটি সাবজেক্টে তিনি তার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অত্যন্ত উঁচু ও রেকর্ড পরিমান মার্কস পেয়েছেন। তাহমিনা প্রথম --১৭ পৃষ্ঠায়

২৯তম স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্মরণসভা

স্টাফ রিপোর্টার: বসিনয়ার স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ২৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুটনীতিক ও কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। সভায় "এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আবার কখনোই যেন না ঘটে"- কথাটিই বারবার প্রতিধ্বনিত হয় । বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে গাজায় প্রায় ৩৮ হাজার মানুষ হত্যাকে বসনিয়ার গণহত্যার সাথে তুলনা করেন।

১০ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথমতলায় এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় এতে অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত ওসমান টপকাগিচ ও ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের ট্রাস্টি ড. আবদুল্লাহ ফালিক। অনুষ্ঠানে বসনিয়া থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন সেহিজা দেদোভিচ । শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। --১৭ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানে সেনানিবাসে ভয়াবহ হামলা, ৮ সেনা নিহত

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানে সেনানিবাসে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আট সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। তবে দেশটির সামরিক --১৭ পৃষ্ঠায়

স্টেপনিতে নির্মিত হবে ৪০৭টি নতুন ফ্ল্যাট

স্টাফ রিপোর্টার: কাউন্সিলের বৃহত্তম হাউজিং ডেভেলপমেন্ট স্কিম অর্থাৎ নতুন বাড়ি নির্মাণের বিশাল এক পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় স্টেপনি এলাকায় ৪০৭টি নতুন ঘর এবং কমিউনিটি সেন্টার সহ অনেক ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

এই স্কিমের আওতায় স্টেপনির

হ্যারিয়ট এ্যাপসলি এবং প্যাটিসন হাউজ এবং --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk